মহাকবি শেখ সাদীর
গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
এম. রহমান বি. এ.
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম দুই টাকা

প্রিণ্টার :—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
"মোহাম্মদী প্রেস"
৯১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ছোথন্‌হায়ে সা'দী মেছালস্ত্‌ ও পন্দ্‌,
বকার্‌ আয়াদত্‌ গার্‌ শবী কার্‌বন্দ্‌।
দেরেগস্ত্‌ আজিঁ রুয়ে বর্‌ তাফ্‌তন্‌,
কজিঁ রুয়ে দওলাত্‌ তওয়াঁ ইয়াফ্‌তন্‌।

উপমা আর উপদেশে সা'দীর বাণীর তুলনা নাই,
অনুসরণ করে যেজন ভাগ্যরতন লভে সদাই।
মাঝে ইহার দীন দুনিয়ার পা'বে হাজার হাজার কুশল,
হ'য়ে বিমুখ ফিরায় যে মুখ কপালে দুখ তাহার কেবল।

উপক্রমণিকা



সমগ্র জগতে মহাকবি শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ গ্রন্থ অতীব সুপরিচিত। এই পুস্তকের নাম শুনেন নাই, এরূপ শিক্ষিত লোক অতি বিরল! কিন্তু ইহা পড়িবার, পড়িয়া বুঝিবার সুযোগ আমাদের দেশে কয়জনের হইয়াছে? যে পারস্য ভাষা অল্পদিন পূর্ব্বেও এদেশে রাজভাষারূপে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, যে ভাষার সাহিত্যে অসংখ্য কোকিল-কবির সুকণ্ঠ-বিনিসৃত ললিত-ঝঙ্কারে মর্ত্ত্যে অমরার মাধুরী জাগাইয়া তুলিত, সময়ের নির্ম্মম গতিতে আজ বিশ্বের দরবারে তাহার স্থান নাই! এতদিন এদেশের মুসলমান সমাজে ইহার যাহা একটু আদর ছিল, ভাষা-সমস্যা সমাধানের উৎকট চেষ্টার মহিমায় অধুনা তাহাও লয় হইতে চলিয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি, যুগ যুগ কাল যে পারস্য ভাষা ইস্‌লামী জাতীয়তার বাহন হইয়া আসিয়াছে, যে ভাষার মহাকবি হাফেজ, ফেরদৌসী, রুমী, জামী, নিজামী, সা'দী, কা'নী, খাকানী ইত্যাদির পুণ্য-স্মৃতি এখনো প্রতি-মোস্‌লেমের হৃদয়ে জাতীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে, আমরা বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ যেন প্রতিপদে সেই ভাষাকে উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি; যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া ইস্‌লামের স্তম্ভস্বরূপ সেই মহামনীষি-বৃন্দের পুণ্য-স্মৃতিকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ইহা জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ কি না, তাহা গভীর বিবেচনার বিষয়।

পারস্যের অন্যান্য কবিদের কথা ভুলিতে পারিলেও মহাকবি শেখ সা'দীকে জগতের মুসলমান ভুলিতে পারে না। তিনি জগতকে যাহা

দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই ছয় সাত শত বৎসর পরেও সুদূর বঙ্গ-পল্লীর নিভৃত নিকেতনে বহু মুসলমান-বালক তাঁহার পান্দ্‌নামা হাতে লইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকে। তাঁহার গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ না পড়িলে কেহ "মুন্‌শী মৌলভী" হইতে পারে না। সা'দীর দু'একটী বয়াত না আওড়াইতে পারিলে মজ্‌লিস্‌ জমকিয়া উঠে না, বক্তৃতায় জোশ আসে না! কি গভীর তত্ত্বকথা, কি কঠোর রাজনীতিকতা, কি চুটকির চাটনী, কি প্রেমের গভীরতা, কি সরস রসিকতা, কি সরল নীতি-কথা, যাহাই অনুসন্ধান কর, সা'দীর রচনার মধ্যে তাহাই প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী এত অধিক রচনা বোধ হয় বিশ্বের অন্য কোন কবিরই নাই! এত ব্যাপকভাবে, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত হইবার সৌভাগ্যও বোধ হয় অন্য কোন কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই! রাজ-দরবার হইতে কৃষকের সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শেখ সা'দীর বয়াতের অবারিত গতি, সকলেই ইহা আবৃত্তি করিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করেন। নিখিল বিশ্ব-মোস্‌লেমের হৃদয়াসনে শেখ সা'দীর অবিসম্বাদিত অধিকার! এমন কি, সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত তাঁহার পুস্তকগুলির অনুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

গুলিস্তাঁ এহেন মহাকবির একখানি প্রধান গ্রন্থ। ইহা এই দীর্ঘ ৬।৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোস্‌লেম-জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইয়া আসিতেছে। লোকপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের দিক দিয়া এই গ্রন্থের তুলনা নাই। এদেশে পুরাতন ধরণের (OldScheme) মাদ্রাসা সমূহে ইহা পঠিত হয়। ইহার এক অংশ ম্যাট্রিকুল্যাশন ফারসী কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। ইহার বয়াতগুলি ৫।৬ শত বৎসরকাল হইতে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। গুলিস্তাঁ শব্দের অর্থ কুসুম-কানন। প্রধানতঃ বিবিধ অমূল্য নীতির সুরভি কুসুমরাজীতে এই মহাগ্রন্থ গুলিস্তাঁ সুশোভিত,

সুরঞ্জিত। এক-একটী উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্যে ইহার গল্পগুলি লিখিত। গল্পের মধ্যে সর্ব্বত্রই সুবিধামত স্থানে স্থানে সুললিত বয়াত দ্বারা পুস্তকখানির সৌন্দর্য্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বয়াতগুলি নানা বিচিত্র ছন্দে, নানা সলীল ভঙ্গীতে এক অভিনব মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ এতই মধুর যে, সহস্রবার পাঠেও হৃদয় তৃপ্ত হয় না, মন ভাবের আবেশে অবশ হইয়া পড়ে, স্ফূর্ত্তির মাদকতায় আত্মহারা হইয়া উঠে। এই গুলিস্তাঁ প্রাণারাম বিচিত্র বিচিত্র ফল পুষ্পে সুশোভিত! কোন বিষধর সর্পের, এমন কি, একটি বিষাক্ত কণ্টকের অস্তিত্বও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয় না।

এহেন মহাকবির এহেন মহাগ্রন্থের অনুবাদ করিতে অগ্রসর হওয়া আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে একরূপ ধৃষ্টতা, একরূপ অসমসাহসিকতা, তাহা আমি বেশ অবগত আছি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এ পর্য্যন্ত কোন যোগ্য-হস্ত হইতে এই গ্রন্থখানির অনুবাদের চেষ্টা হয় নাই। তাই আমার সামান্য শক্তি সামর্থ্য লইয়া এই বিরাট গ্রন্থ গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদে আমি নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(১) গুলিস্তাঁর ভাষা সাধারণতঃ গদ্য; তবে উপদেশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতায় লিখিত। অনুবাদকালে আমিও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছি। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি নানা ছন্দে লিখিত, বোস্তাঁর ন্যায় একই ছন্দে নহে। কেতা', বয়াত, ফের্দ্, মছ্নবী ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর কবিতা এদেশে সাধারণতঃ বয়াত নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কবিতার যতি ও ছন্দ নানা ধরণের, সুতরাং তৎসমুদয় যথারীতি আবৃত্তি করা বুস্তাঁর বয়াতের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন। আশা

করি, সাধারণ পাঠক ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া এগুলি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

২। পাঠক-সাধারণের পক্ষে যাহাতে পড়িতে সুবিধা হয়, সেই জন্য বাঙ্গালা কবিতাগুলির যতি ভাগ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। কবিতার পংক্তির মধ্যে যে সমস্ত স্থানে একটু একটু ফাঁক আছে, সেই সমস্ত স্থানে একটু থামিয়া পড়িলে এই কবিতাগুলি পড়িতে আর কোন অসুবিধা হইবে না।

৩। মূল গ্রন্থের গল্প ও উপদেশগুলি যে পর্য্যায়ে সজ্জিত, আমিও সেই পর্য্যায় অনুসারে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রয়োজন মত এই অনুবাদ সহজে মূলের সহিত মিলাইয়া লইতে পারিবেন। ফারসী শিক্ষার্থী ছাত্রগণও ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। দুই এক ক্ষেত্রে এই নীতির অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

৪। বাঙ্গালা ভাষার রীতি (idiom) বজায় রাখিয়া প্রায়ক্ষেত্রেই আমি মূল লিখনের মর্ম্মানুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন স্থলে কবির মনের ভাব বা বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ কিছু বেশীকথা লিখিত হইয়াছে। আবার প্রয়োজন বোধে, এবং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে কচিৎ দুই একটি গল্প বা বয়াত বাদ দেওয়া হইয়াছে বা তাহাদের সারমর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মূল গ্রন্থের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য হানি হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পারস্য-সাহিত্যের বাক্‌ধারা যতদূর সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৫। অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত ৩৫৫ টি ফারসী বয়াত বাঙ্গালা অক্ষরে পাদ টীকায় লিখিত হইয়াছে। এইগুলির পংক্তি-সংখ্যা মোট ১০৯০। এই বয়াতগুলি এক কলামে ছাপিলে ৫০ পৃষ্ঠার একখানি স্বতন্ত্র

পুস্তক হইতে পারে। এই সমস্ত বয়াত উদ্ধৃত করায় পাঠকগণ গুলিস্তাঁর বাছা বাছা সমস্ত ফার্‌সী বয়াত কবিতানুবাদসহ এই গ্রন্থে পাইবেন। * ইহাতে অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে মূল বয়াতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সহজ হইবে। পক্ষান্তরে পারস্য-ভাষাশিক্ষার্থী পুরাতন ধরণের মাদ্রাসার ছাত্রগণের, এবং অল্পশিক্ষিত হেদায়াত-পন্থী মুন্‌শী মৌলভী সাহেবগণের পক্ষে এই পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্গালা ও ফার্‌সী উভয় ভাষাতেই কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা সহজ হইবে। প্রয়োজন মত এই সমস্ত ফার্‌সী বয়াত সভা সমিতিতে, ওয়াজ নছিহতে বা কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে।

৬। আরবী ও ফার্‌সী ভাষার س অক্ষর বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার সময় "ছ" অথবা "স" লিখিত হইবে, ইহা লইয়া বহুদিন হইতে মতবিরোধ ও তর্কবিতর্ক চলিতেছে; কিন্তু এখনো এই কলহের কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। এই বিবদমান দুইপক্ষের কোন পক্ষই আমি গোঁড়ামির সহিত অবলম্বন করি নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সমস্ত আরবী ফার্‌সী শব্দ সাধারণতঃ দন্ত্য "স" দিয়া লিখিত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় আমি দন্ত্য "স" দিয়াই লিখিয়াছি। তদ্ব্যতীত অন্যান্য শব্দ সাধারণের পড়িবার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "ছ" দিয়াই লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা "ছ" এর পক্ষপাতী তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ছুদ, ছরকার, ছাবেক, ছালিছ, হিছাব, ছিন্দুক, ছক্ত ইত্যাদি শব্দ লেখা আমার নিকট যেমন অশোভন মনে হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ "সরাসর্‌" "সেতম্‌গার," সিয়াসাত, বিসিয়ার্‌, এহ্‌সান্‌, সোখন্‌সঞ্জ্‌ ইত্যাদি রূপ বর্ণবিন্যাস দ্বারা আর্‌বী ফার্‌সী শব্দগুলির বিকৃত উচ্চারণের প্রশ্রয় দেওয়াও সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ, আমার দৃঢ় ধারণা, সাধারণ পাঠক দন্ত্য "স" কে কখনই

* এস্থলে বহু পংক্তিযুক্ত কেতা' ফের্দ্‌ ইত্যাদিও বয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

س এর ন্যায় পড়িবেন না ; "শ" এর ন্যায়ই পড়িবেন। س এর উচ্চারণ-প্রসঙ্গে আমার একটি বিশেষ নিবেদন এই যে.—এই গ্রন্থের কবির নামটি কেহ যেন "শা'দী" না পড়েন। বিশেষ সাবধানতার সহিত "সা'দী" শব্দটী "ছা'দী" পড়িবেন। স এর পর ' চিহ্ন দ্বারা আয়েন ع অক্ষরটি উচ্চারিত হইবে।

(৭) ফার্‌সী ভাষার বাঙ্গালায় অক্ষরান্তরীকরণের (Transliteration) কোন নিয়ম এ-পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। ـِ জেরকে কেহ "এ"কার কেহবা "ই"কার, ـُ পেশ্‌কে কেহ "ও"কার কেহবা "উ"কার উচ্চারণ করেন। "দেল্" "আ'লেম্" ও "গোল্" শব্দ আজকাল অনেকে যথাক্রমে "দিল্" "আ'লিম্" ও "গুল্" লিখিয়া থাকেন। ـَ জব কখন বা আকার কখন বা অকার রূপে লিখিত হয়। এই সমস্ত স্থানে আমি কোনই বাঁধাধরা নিয়ম পালন করি নাই। যেখানে যেরূপ সঙ্গত মনে হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছি। অভিজ্ঞ পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভ্রম-ক্রটী সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

মহাকবি শেখ সা'দীর প্রকৃত নাম শেখ্ মছ্‌লেহ্‌উদ্দীন শিরাজী। তৎকালীন পারস্য-সম্রাট আবুবকর্ বিন্ সা'য়াদ্ এর নামানুসারে তিনি "সা'দী" এই উপাধি গ্রহণ করেন। পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ নগরে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১) ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গুলিস্তাঁ এবং ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে বুস্তাঁ রচনা সমাপ্ত করেন।

মোস্‌লেম-জগতে গুলিস্তাঁর সমাদর অত্যন্ত অধিক, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ফার্‌সী শিক্ষার্থী মাত্রেরই গুলিস্তাঁ না পড়িলে চলে

(১) শেখ সা'দীর জন্ম ও মৃত্যু-কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

না। মানব-জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় ইহার উপদেশ ও শিক্ষাগুলি কাজে লাগিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে এই পুস্তকের আদর অপরিসীম। ইহার ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত **"বালাগল্ অলা বে কামালিহি"** শীর্ষক বয়াতটি দরূদ শরিফের ন্যায় প্রত্যেক মিলাদ্-মহ্ফেলে সমবেত-কণ্ঠে আবৃত্তি করা হয়। সাধারণ মুসলমান মাত্রই এই বয়াতটি অবগত আছেন। এই পুস্তকের অন্য কয়েকটি বয়াতও এইরূপ সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়াছে। (১)

লোকপ্রিয়তা এবং বহুলপ্রচারের দিক দিয়া সমগ্র জগতে এই মহাগ্রন্থের তুলনা নাই। পারস্যের মহাকবি জামী, কায়ানী ও খাওয়াবী ইত্যাদি গুলিস্তাঁর অনুকরণে কেতাব লিখিয়াছেন ; কিন্তু একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত সত্য যে, তাঁহাদের কেহই ইহার অনুকরণে সমর্থ হন নাই। মহাকবি মওলানা আবদুর রহ্মান জামী শেখ সা'দীকে কাব্য-জগতের পয়গম্বররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। *

শুধু এসিয়ার নহে, জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই মহাগ্রন্থের যথেষ্ট আদর হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে আমষ্টার্ডমে ল্যাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত Schlechta-

(১) কোন দ্রব্য চুরি হইলে চোরের নাম জানিবার জন্য এই কেতাবের প্রথম অধ্যায়ের একটি বয়াতের সাহায্যে প্রক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। অনেকে বিশ্বাস করেন, ইহাতে অনৈসর্গিক উপায়ে চোরের নাম জানিতে পারা যায়। মুসলমান-সমাজে এই প্রথা বহুলরূপে প্রচলিত আছে। অনুবাদক নিজে কয়েকবার এইরূপ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছেন। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কোরান শরিফের একটি ছুরা দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সফল করা যায় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

* در شعر سه کس پیمبرانند * هر چند که لا نبیّ بعدی
اوصاف قصیده و غزل را * فردوسی و انوری و سعدی
— جامی —

Wssehrd এবং K. H. Graf যথাক্রমে ১৬৫২ এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এবং অন্য একজন জার্ম্মান পণ্ডিত জনৈক ইরাণীর সাহায্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গুলিস্তাঁর জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। Barlier de meynard এবং Defremery যথাক্রমে ১৮৮০ এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া ১৬৩৪, ১৭৮৯ এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ফরাসী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় এবং ৯৮০৮, ১৮৫১, ১৮৫২ এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ইংরাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ বাহির হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদ গুলির মধ্যে ১৮০৮ এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দু'খানি এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য লিখিত মিষ্টার রসের অনুবাদ বিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত। ইংলণ্ডের Wisdom of the East-Series এর অন্তর্ভুক্ত একখানি গুলিস্তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ The Rose Garden of Sadi নামে পরিচিত। Mr. Harington, Dr. A. Springer প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ গুলিস্তাঁর বহুল প্রচারকল্পে নানা-প্রকার চেষ্টা ও সাহায্য করিয়াছেন। এসিয়াটিক জার্ণাল পত্রিকায় গুলিস্তাঁর কয়েকটি অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য নানা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর আরও বহু অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জন প্লেটের গুলিস্তাঁর অনুবাদ (১৭৭৩) ক্যাপ্‌টেন ক্লার্ক ও মেজর মাক্‌নিন কৃত গুলিস্তাঁর অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুর্কী ও আরবী ভাষায় গ্রন্থাকারে ও সংবাদপত্র-পৃষ্ঠায় গুলিস্তাঁর অনেকগুলি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি মিসরের জিব্‌রীল নামক একজন বিশিষ্ট আ'লেম আরবী ভাষায় গুলিস্তাঁর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে পদ্যের অনুবাদ পদ্যে ও গদ্যের অনুবাদ গদ্যে লিখিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গুলিস্তাঁর বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে বিখ্যাত লেখক মীর শের আলী ও তৎপরবর্ত্তী আরও অনেকে উর্দ্দু ভাষায়, গুজরাটের জনৈক পণ্ডিত গুজরাটী ভাষায়, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন লেখক পুষ্প-বাটীকা নাম দিয়া এবং দিল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মোহরচাঁদ দাস আগরওয়ালা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পুষ্পবন নাম দিয়া ব্রজ-ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, যে বাঙ্গালা-ভাষা বিশ্বের দরবারে আজ গৌরবোন্নত আসন লাভ করিতে চলিয়াছে, যে ভাষা তিন কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা, সেই ভাষায় তাহাদের প্রাণপ্রিয়, মোস্‌লেম-জগতের একান্ত শ্রদ্ধেয় এই মহাগ্রন্থের কোন উল্লেখযোগ্য অনুবাদ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

এই মহাগ্রন্থ সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই; অল্পকথায় তাহা সম্ভবপরও নহে। যাহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে, স্বর্গীয় ভাবের প্রাচুর্য্যে, বিশ্ববিমোহন অসাধারণ চমৎকারিত্বে জগত স্তম্ভিত, আমার সামান্য শক্তিতে তাহার যথাযথ সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কি অলী দরবেশ, কি রাজা বাদশা, কি পথের ফকির, কি ঘোর বৈষয়িক, কি চপল প্রকৃতির রসিক যুবক, কি গভীর প্রেমিক, প্রত্যেকেই তাহার প্রাণের কথা এই পুস্তকে পাইবেন,—সকলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশলাভে উপকৃত হইবেন। জীবনে এমন কোন অবস্থা নাই, যে সম্বন্ধে উপদেশ এই পুস্তকে প্রদত্ত হয় নাই। সমগ্র মানবজাতির প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়াই এই মহাগ্রন্থ সমগ্র মানবজাতি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছে। শেখ সা'দী তৎকালীন নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণসঞ্জাত

অভিজ্ঞতা এই মহাগ্রন্থ গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁয় সঞ্চিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় দীর্ঘ ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বের অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় আমরা তৎকালীন গৌরবোন্নত পারস্যের—তথা ইস্লামের মর্ম্মবাণী শুনিতে পাইতেছি। মহাগ্রন্থ গুলিস্তাঁও বুস্তাঁর ন্যায় সম্পূর্ণভাবে ইস্লামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত, তাই ইহা মোস্লেম-জগতে এমন বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত, অভিনন্দিত।

এই অনুবাদকালে আমি পদে পদে নিজের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি এবং সে-কথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেছি। কি গদ্য কি পদ্য, শেখ সা'দীর রচনা সর্ব্বত্রই যেন কি এক অপার্থিব সুষমায় পূর্ণ; লালিত্য ও অনুপ্রাসের অমিয়-লহরী যেন ইহার সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত হইতেছে! তাঁহার রচনাবলী বহুক্ষেত্রেই যেন মুক্তামালার ন্যায় আপন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। আমার সামান্য লেখনীর পক্ষে তাঁহার রচনা-সৌকর্য্যের অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র। আমি মূল সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা হয়ত আমি বহু ক্ষেত্রেই মহাগ্রন্থ গুলিস্তাঁর সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই। মহাকবি শেখ সা'দীর আত্মার উদ্দেশে আমার সহস্র সালাম। আশা করি, তিনি তাঁহার এই অকিঞ্চন ভক্তের অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে সহৃদয় পাঠকগণের নিকটেও আমার নানা ভ্রমত্রুটির জন্য, নানা অজ্ঞতার জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভ্রমত্রুটি প্রদর্শিত হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

এই অনুবাদকালে আমি কানপুর হইতে প্রকাশিত, জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মনির লথ্নবী সাহেব-সঙ্কলিত শরূহে গুলিস্তাঁনের অনেক সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূমিকা-অংশের জন্য প্রসিদ্ধ ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা, ইংলণ্ডের Wisdom of the East Seriesএর The Rose Garden of Sa'di এবং জনাব মৌলভী কাজী নওয়াজ খোদা সাহেব কর্তৃক লিখিত "মহাকবি সা'দী" নামক গ্রন্থ হইতে অনেক উপকরণ গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য এই সমস্ত গ্রন্থকারদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরীর ম্যানেজার মৌলভী এম, রহমান বি, এ, সাহেব এই পুস্তকের প্রকাশ-ভার গ্রহণ না করিলে ইহা এত শীঘ্র কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারিত না। তিনি এই পুস্তকখানি এবং ইতোপূর্ব্বে লিখিত আমার "বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ" প্রকাশিত করিয়া আমাকে নিরতিশয় উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার এবং উক্ত লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী মৌলভী এ, আহ্‌মদ সাহেবের নিকট আমার আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আশা করি, সুধিমণ্ডলীর স্নেহানুকুল্য লাভে এই পুস্তকখানি ধন্য হইবে!

১৫ই মে
১৯৩৩

বিনীত
শেখ হবিবর রহমান
বারাকপুর, গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, ২৪ পরগণা

সূচীপত্র

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

দিবাচা

(অবতরণিকা)

মহাপরাক্রান্ত খোদাতা'লার প্রতিই মানবের সমস্ত কৃতজ্ঞতা। তাঁহার এবাদত এবং উপাসনা দ্বারা লোকে তাঁহারই নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মানবের সম্পদ ও সৌভাগ্যই বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক নিশ্বাসপ্রশ্বাসে মানবের আয়ু বর্দ্ধিত হয়, প্রাণের তৃপ্তি সাধিত হয়। এই জন্য প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসেই খোদাতা'লার প্রতি দুইবার শোকর করা কর্ত্তব্য। *

কার সাধ্য হেন বচনে করমে
শোকর আদায় করে তাঁর ?
নিমেষে নিমেষে মানবের পরে
দয়া যে তাঁহার বেশোমার। † (১)

* শোকর = কৃতজ্ঞতা। † বেশোমার = অগণিত।

(১) আজ্, দস্ত্ ও জবানে কেহ্, বর্ আয়াদ্
কাজ্, ওহ্দায়ে শোক্‌রশ্, বদর্ আয়াদ্।

কোরান শরিফে আছে,—খোদাতা'লা হজরত দাউদ আলায়হে ছালামের বংশধরগণকে বলিয়াছিলেন,--তোমরা শোকর করিতে থাক। আমার বন্দাগণের মধ্যে শোকরকারী অত্যন্তই কম।

সেবক যে-জন সমুচিত তার
নিজ অপরাধ স্মরিয়া
রাজ রাজেশ্বর খোদার দর্‌গায়
ক্ষমা চাহে যেন সতত ;

তাঁর খোদায়ীর যোগ্য এবাদত
মানব-জীবন লভিয়া
করিতে যে পারে, জগতের পরে
আছে কে এমন বল ত ? (১)

তাঁহার অসীম অনুগ্রহ-বৃষ্টি সকলের উপরেই বর্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতুলনীয় খাদ্যভাণ্ডারপূর্ণ খাঞ্চা সর্ব্বত্রই সংস্থাপিত ; যে কেহ ইহা হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। পাপের জন্য তিনি কাহারো সম্মানের পর্দ্দা

(১) বান্দা হামাঁ বেহ্‌ কে জে তক্‌ছিরে খেশ্‌,
ওজ্‌র্‌ বদর্‌গাহে খোদা আওয়ারাদ্‌ ;
অর্‌না ছাজাওয়ারে খোদা অন্দিয়েশ্‌
কছ্‌ না তওয়ানাদ্‌ কে বজা আওয়ারাদ্‌।

বিদীর্ণ করেন না, দৈনিক নির্দ্ধারিত রুজী হইতে বঞ্চিত করেন না।

হে দয়াল, তুমি দিতেছ জীবিকা
গায়েব * হইতে সবারে,
তোমার দয়ায় বঞ্চিত নয়
মহাপাপী কেহ মহীতে।
নিরাশ তুমি কি পার করিবারে
অনুগত প্রিয়- জনারে ?
বিদ্রোহিগণও নহে গো নিরাশ
তোমার প্রসাদ লভিতে। (১)

প্রভাত-সমীরণ তাঁহার ফরাশের কার্য্যে নিযুক্ত; সে প্রতিদিন কেমন সুন্দর জমর্‌রদ প্রস্তর সদৃশ সবুজ তৃণাচ্ছাদন গালিচারূপে পৃথিবীর উপর বিস্তৃত করিয়া দেয়! তাঁহার আদেশে কাদম্বিনীকুল ধাত্রীরূপে পয়োধারা প্রদানপূর্ব্বক পাদপরাজীকে পৃথিবী-বক্ষে প্রতিপালন করে। তিনিই বৃক্ষলতা তৃণরাজীকে নওরোজের মহোৎসবোপযোগী কমনীয় হরিত

* গায়েব = অলক্ষ্য।

(১) আয় করিমে কে আজ্‌ গাঞ্জানায়ে গায়েব্‌
গেবর্‌ তর্‌ছা অজিফা খোর্‌ দারী
দোস্তাঁরা কুজা কুনী মহ্‌রুম্‌
তুকে বা দুশ্‌মনাঁ নজর্‌ দারী!

পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়াছেন। বসন্ত সমাগমে তিনিই নধর সুন্দর পল্লব-বালকুলের শিরদেশ মুকুল-মুকুটে সুশোভিত করেন। তাঁহারি অতুলনীয় মহিমায় পুষ্প-রস সুমিষ্ট মধুতে পরিণত হয়, তাঁহারি শিল্পচাতুর্য্যে শুষ্ক বীজ হইতে কেমন সুন্দর প্রাণারাম নধর বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

রবি শশী মেঘ আকাশ বাতাস
নিরত করম সাধনে,
এ হেতু যে, তুমি পাইবে খোরাক,
কিন্তু উদাসীন রবে না;

সমগ্র সংসার নিরত সতত
তোমার সেবার কারণে,
তুমি যদি সেবা নাহি কর, তাহা
কভু সুবিচার হবে না। (১)

(১) আব্‌রো বাদ্ ও মাহ্ ও খোর্‌শেদ্
ও ফলক্ দর্ কার্ আন্দ,
তা তু নানে বকফ্ আরি
ও বগফ্‌লত্ না খোরি;
হামা আজ্ বাহ্‌রে তু ছর্‌গশ্‌তা
ও ফর্‌মাঁ বর্‌দার,
শর্‌তে ইন্‌সাফ্ না বাশদ্
কে তু ফর্ম্মাঁ না বরি!

সৃষ্টির গৌরব, উভয় জগতের অনুগ্রহস্বরূপ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত রছুলে করিম ছল্লেল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম হাদিস শরিফে বলিয়াছেন,—

শফিওম্মতায়ো'ন্ নাবীওন্ করিম্
কছিমোন্ জছিমোন্ নছিমোন্ অছিম্।

নিখিল জগত-মান্য তুমি হে
শাফায়া'তকারী আখেরের,
এ দয়াল নবী, সে ভীষণ দিনে
বিলাবে ভাগ্য সকলের।
পুণ্য পবিত্র ও দেহ তোমার
ফুল্ল হসিত সুন্দর,
দোনো- জাহানের রহ্‌মত তুমি
গৌরব সকল মানবের!

বালাগাল্ ওয়ালা বে কামালিহী,
কাশাফাদ্দোজা বে জামালিহী,
হাছ্‌নাৎ জামিয়ো খেছালিহী,
ছাল্লু আলায়হে অ আলিহী।

অতি উচ্চ তব মহিমা মহান
পূর্ণ গুণগ্রামে হে নবী,

তব মাধুরীতে অমার আঁধার
বিদূরিত আজি রে সবি।
অতীব সুন্দর অতীব সুন্দর
তোমার সকল স্বভাবই,
সহস্র দরুদ উপরে তোমার
হে নবী রছুলে আরবী।

চে গোম্ দেওয়ারে উম্মত্ রা
কে দারদ্ চুঁ তু পশ্ত্তী বাঁ ?
চে বাক্ আজ্ মওজে বহর্ আঁরা
কে বাশদ্ নূহ্ কিশ্ত্তী বাঁ ?

হে নবী, সহায় তুমি যাঁহাদের
কি ভয় তাঁদের জগতী-তলে ?
নূহনবী যদি মাঝি জাহাজের
কি ভয় উত্তাল- তরঙ্গ দলে ?

হাদিস শরিফে হজরত রছুলে করিম (ছঃ) বলিয়াছেন,—কালচক্রনিষ্পেষিত, পাপ তাপ জর্জ্জরিত কোন হতভাগ্য যখন মহান খোদাতা'লার দরগায় হাত তুলিয়া ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় মোনাজাত করে, খোদা তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। সে দ্বিতীয়বার প্রাণের ভাষায় সেই মহান বিশ্বপাতার হুজুরে কাতর আবেদন পেশ করে ; এবারেও

তাহার আবেদন গ্রাহ্য হয় না। সে যখন পুনর্ব্বার বেদনা-ভরা হৃদয়ে, সরোদনে সেই বিশ্বমালেকের চরণারবৃন্দে নিবেদন জ্ঞাপন করে, তখন খোদাতা'লা বলেন,—হে ফেরেশ্তাগণ, এই দাস হইতে আমি লজ্জিত; আমি ব্যতীত ইহার আশ্রয় এবং আশা অন্য কেহই নাই। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, তাহার আশা পূর্ণ করিলাম।

খোদার করুণা কত অসীম অপার
পাপ করে নরে, কিন্তু শরম তাঁহার! (১)

যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান ধারণায়, মোরাকেবা মোশাহেদায় তন্ময়, তাঁহারাও স্ব স্ব এবাদতের ত্রুটীর জন্য লজ্জিত। হজরত রছুলে করিম (ছঃ) বলিয়াছেন,—তাঁহার যেরূপ এবাদত করা প্রয়োজন তাহা আমি করিতে পারি নাই, যে ভাবে তাঁহাকে জানা প্রয়োজন, তাহাও আমি জানিতে পারি নাই। হজরত নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন, অন্য পরে কা কথা?

তাঁহার স্বরূপ সুধাইলে কেহ
কি দিব উত্তর? দেওয়ানা আমি!
অতুলন সে যে, তাঁহারই প্রেমে
এ মন মাতিয়া রয়েছে মোর!

---

(১) করম্ বিঁ ও লোৎফে খোদাওন্দ্ গার্,
গোনা বান্দা কর্দস্ত্ ও উ শর্ম্ ছার!

মা'শুকের হাতে আশেক যে জন
মরিয়াই আছে দিবস- যামী,
কি কবে সে কথা ? মৃত সে যে সদা,
মরণ-নেশায় রয়েছে ভোর। (১)

একজন সাধক খোদাতা'লার ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন; মোরাকেবা ও মোকাশেফার * রহস্যময় মহা-সাগরের তলদেশে তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা বিগত হইবার পর, যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার জনৈক ধর্ম্মবন্ধু তাঁহাকে বলিলেন,—যে অতুলনীয় উদ্যানে আপনি এতক্ষণ ছিলেন, সেই উদ্যান হইতে বন্ধুগণের জন্য কি উপহার আনয়ন করিয়াছেন ? দরবেশ উত্তরে বলিলেন,—ইচ্ছা ছিল, যখন সেই পুষ্পতরুর পার্শ্বে উপনীত হইব, তখন

* মা'শুক=প্রেমাস্পদ। আ'শেক=প্রেমিক।

(১) গার্ কছে ওছ্‌ফে উ জেমন্ পোর্‌ছদ্
বে দেল্ আজ্‌ বেনেশাঁ চে গোয়াদ্ বাজ্‌ !
আশেকাঁ কোশ্‌ত্‌গানে মা'শুক্ আন্দ্‌,
বর্ না আয়াদ্ জে কোশ্‌ত্‌গাঁ আওয়াজ !

* মোরাকেবা=ধ্যান। মোকাশেফা—দরবেশ ও সুফীগণের অন্তর্দৃষ্টি। ইহার প্রভাবে মানব আধ্যাত্মিক জগতের বহু অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারে।

বন্ধুগণের জন্য আঁচল ভরিয়া পুষ্প আহরণ করিয়া আনিব। কিন্তু যখন তথায় উপনীত হইলাম, তখন ফুলের সুগন্ধ আমাকে এতই মাতোয়ারা ও আত্মহারা করিয়া তুলিল যে, আঁচল হাত হইতে খসিয়া পড়িল—পুষ্প আহরণের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

রে প্রভাত পাখি, প্রেম কি,
দিবে পতঙ্গম শিখায়ে,
নীরবে নীরবে জ্বলিয়া
দেয় আপনায় বিকায়ে।
দাবি করে প্রেম যাহারা
প্রেম কি তা' তা'রা জানেনা,
যাঁরা জানে ভবে প্রেম কি,
আছেন তাঁহারা লুকায়ে। (১)

যা কিছু শুনেছি, যা কিছু বুঝেছি,
তার চেয়ে তুমি উপরে,
আমার কল্পনা আমার খেয়াল
পারেনা তোমারে ধরিতে।

---

(১) আয় মোর্গে ছহর্ এশ্‌ক্ যে- পর্‌ ওয়ানা বেয়ামুজ্‌,
কাঁ ছুখ্‌তারা জাঁ শোদ্ ও আওয়াজ্‌ নয়ামাদ্;
ইঁ মদ্দায়ান্ দর্‌ তলবশ্‌ বে খবরানন্দ্‌,
কাঁরা কে খবর্ শোদ্ খবরশ্‌ বাজ্‌ নয়ামদ্।

জীবন আমার আসিল ফুরায়ে,
হইল অসাড় লেখনী,
আজিও যে আমি তেমনি অক্ষম
তব গুণগান করিতে। (১)

একদিন রাত্রিতে বিগত জীবনের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলাম; যে সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য আক্ষেপে হৃদয় চূর্ণ হইতেছিল; নয়ন জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। মনে মনে ভাবিতেছিলাম—

নিমিষে নিমিষে অমূল্য জীবন চলিয়া যায়,
কোথায় কি এক অতীতের নীরে মিশিছে হায়!
এ দীর্ঘ জীবন গাফেলী * করিয়া গিয়াছে চলি;
বাকী দুই দিন, অহেতু যাইতে দিওনা তায়! (২)

---

(১) আয় বরতর্‌, আজ্‌ খেয়াল্‌ ও কেয়াছ্‌ ও গুমান্‌ ও ওয়াহাম্‌
অজ্‌ হরচে গোফ্‌তা আন্দ্‌ শনিদেম্‌ ও খান্দায়েম্‌।
দফ্‌তর্‌ তামাম্‌ গশ্‌ত্‌ ও ব পায়াঁ রছিদ্‌ ওম্‌র্‌
মা হামচুনাঁ দর্‌ আউয়ালে অছ্‌ফে তু মান্দায়েম্‌

* গাফেলী=ঔদাসিন্য।

(২) হর্‌দম্‌ আজ্‌ ওমর্‌ মি রওয়াদ্‌ নফছে,
চু নেগা মি কুনাম্‌ না মানদ্‌ বছে।
আয়কে পাঞ্জা রফ্‌ত্‌ ও দর্‌ খাবী
মগর ইঁ পঞ্জ্‌ রোজ্‌ দর্‌ ইয়াবী।

আক্ষেপ তাহার তরে, চ'লে গেল যেই জন,
কর্ত্তব্য কিছুই তার করিল না সমাপন।
বিদায়ের ভেরি নাদ বাজিয়া উঠিল ভোরে
তবু যে পথিক থাকে ঘুমাইয়া অকাতরে,
সাথী হারা, পথ হারা হবে সে যে নিরুপায়,
মঞ্জেলে * গমন তার হইবেক মহা দায়।

যে কেহ এসেছে নূতন করিয়া
গড়িয়া তুলেছে বাড়ী তার,
দু'দিনের পরে গিয়াছে চলিয়া
রাখি' অপরের দখলে;
সে জনো আবার কত খেয়ালের
খেলিয়াছে খেলা অনিবার!
সে বাড়ী আজিও রয়েছে তেমন
সে জন নাই এ ভূতলে।
এমনি করিয়া যুগ যুগ কাল
চলিতেছে খেলা কি মায়ার
মোহমুগ্ধ নর এ খেলায় হায়
রহিয়াছে মাতি' সকলে। (১)

* মঞ্জেল—দীর্ঘপথগামী পথিকগণের পথে বিশ্রাম ও অবস্থিতি স্থান।

(১) হর্‌কে আমাদ্ এমারতে নও ছাখ্‌ত্‌
রফ্‌ত্‌ ও মন্‌জেল্ বদিগরে পর্‌দাখ্‌ত্‌।

আরামের আছ্বাব্ * পাঠাও কবরে ;
পাঠা'বেনা কেহ তব মরণের পরে।
এ জীবন-কাল তব বরফের মত
কমিতে কমিতে ক্রমে হয়ে যাবে গত। (১)

কে তুমি চলিছ ওগো খালি হাতে বাজারে?
ভয় হয় কেনা তব হইবে না কিছু ভাই;
যে জন বুনিনি' বীজ জমীনের মাঝারে,
নিশ্চয় ফসল লাভ তাহার কপালে নাই!
শুন মনোযোগ দিয়ে সা'দীর এ উপদেশ,
হও হও অগ্রসর, কল্যাণ যাহার চাই। (২)

ও আঁ দিগর্ পোখ্ত্ হামচুঁ হওছে,
ও ইঁ এমারত্ বহর্ নাবোর্দ্দ্ কছে!

* আছ্বাব = সামগ্রী।

(১) বর্গে আয়েশ্ বগোরে খেশ্ ফেরেস্ত্
কছ্নায়ারাদ্ জে পছ্ তু পেশ্ ফেরেস্ত,
ওম্র্ বর্ফ্আস্ত্ ও আফ্তাব্ তমুজ্
আন্দকে মন্দ্ ও খাজা গার্রা হনুজ্।

(২) আয় তিহি দস্ত্ রফ্তা দর্ বাজার,
তর্ছম্ পোর্ নয়ারী দেস্তার্
হর্কে মজরুয়ে খোদ্ খোর্দ্দ্ বোখোয়িদ্
অক্তে খের্মনশ্ খোশা বায়াদ চিদ্।

এই সমস্ত বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলাম,—আর নয়। এমন ভাবে আর সময় নষ্ট করিব না। এখন হইতে নিভৃতে এবাদত বন্দ্‌গীতে, মোরাকেবা মোশাহেদায় * সর্ব্বদা মগ্ন থাকিব। জগতের কাহারো সহিত আর কোন সংস্রব রাখিব না। যে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত লিখন দ্বারা আমার পুস্তক সমূহ পূর্ণ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিব! আর কোন কথাই বলিব না, অন্য কোন দিকেই মন দিব না।

রসনা যে জন পারে না
শাসনে রাখিতে আপনার,
ঘরে যেন চুপ থাকে সে—
সেই শত গুণ ভাল তার। (১)

এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া একাকী নিভৃতে দীর্ঘকাল সাধনায় নিমগ্ন থাকিলাম। একদিন আমার জনৈক ঘনিষ্ট ধর্ম্মবন্ধু আমার হুজ্‌রা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। * তিনি একান্ত আন্তরিকতার সহিত কখন গম্ভীরভাবে, কখনো বা পরিহাসের ভঙ্গিতে আমার ধ্যান ভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে

---

* মেশাহেদা=খোদা-দর্শন।

(১) জবাঁ বরিদা বকোঞ্জে নেশাস্তা ছোম্বোম্ বোকম্
বেহ্ আজ্ কছ্ কে নাবাশদ্ জবানশ্ আন্দর্ হোকম্

* হুজ্‌রা ঘর=এবাদত বন্দ্‌গীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র গৃহ।

লাগিলেন। আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিলাম না। এবাদতের জানুর ভিতর হইতে আমার মস্তক একটুও উত্তোলিত করিলাম না। তখন তিনি দুঃখিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

যতক্ষণ আছে ওহে ভাই, তব
কথা বলিবার সাধ্য,
হিতকর কথা কও কও সদা
আনন্দ উল্লাস মাখানো।

কাল যদি আসে মরণের দূত,
হইবেক তুমি বাধ্য
বন্ধ করিতে রসনা তোমার,
যাবে না তাহারে ঠেকানো। (১)

আমার জনৈক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বন্ধুবরকে আমার তখনকার অবস্থা ও প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া বলিলেন,—সা'দী জীবনে আর কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিবেন না; চিরজীবন

(১) কনুনত্ কে এম্কানে গোফ্তার্ হাস্ত্
বোগো আয় বেরাদর্ বলোৎফ্ ও খুশী।
কে ফর্দা চু পায়কে আজল্ দর্ রছদ্,
বহোক্মে জরুরত্ জবাঁ দর্ কুশী!

এবাদত বন্দ্‌গীতে মশ্‌গুল থাকিবেন। অতএব আপনি চলিয়া যাউন, এবং যদি পারেন, তবে এই ভাবে নিজের পরকালের সাধনায় নিযুক্ত হউন; নিজের মস্তক বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করুন। এ কথায় বন্ধুবর বলিলেন,—খোদার মহত্ত্বের কছম, আমাদের পুরাতন বন্ধুত্বের কছম, সা'দী যতক্ষণ আমার সহিত আগের মত খোশ্‌ মেজাজে আন্তরিকতার সহিত কথাবার্ত্তা না বলিবেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই এই স্থান হইতে নড়িব না। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া কাফারা আদায় * করিলে সহজেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে; কিন্তু বন্ধুজনের মনে কষ্ট দেওয়া মূর্খতা; সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তত সহজ নহে। হজরত আলীর জুল্‌ফিকার নামক বিশ্ব-বিখ্যাত তরবারি চিরদিন কোষে আবদ্ধ থাকিবে, মহাকবি ও অসাধারণ বাগ্মী শেখ সা'দীর রসনা নিস্তব্ধ থাকিবে, জ্ঞানী মনীষিবৃন্দের বিচারে ইহা কখনই সঙ্গত মনে হইতে পারে না।

জ্ঞানীর রসনা—দিতেছি তুলনা তোমারে—
চাবি যেন তাহা রতন-ভাণ্ডার দুয়ারে।

---

* কেহ হঠাৎ যদি এমন কোন শপথ করে যে, পরে তাহা ভাঙ্গিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করিলে বা দশজন দরিদ্র লোককে পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়াইয়া দিলে অথবা তিনটি রোজা রাখিলেই ইস্‌লামী শরিয়াত অনুসারে তাহার কাফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

কথা বলিলেই পারে নরগণ লভিতে,
যে রতন তার তুলনা নাই এ মহীতে! (১)

নীরবতায় অনেক উপকার আছে সন্দেহ, নাই; কিন্তু কখন কখন কথা বলাও প্রয়োজন; না বলিলে সেটা অন্যায় হইবে।

জ্ঞানীর সমুখে ব'সে কথা বলা যদিও
আদবের কাজ কভু নয়,
সাবধানে ধীর ভাবে তবু কথা কহিও
প্রয়োজন যদি মনে হয়।

সে জন নির্ব্বোধ ভবে অবশ্যই জানিও
অহেতু যে জন কথা কয়;
আর সে যখন কথা বলা চাই তবুও
না বলি' নীরবে বসি' রয়। (২)

(১) জবাঁ দর্ দাহানে খেরদ্‌মন্দ্ চিস্ত্?
কিলিদে দরে গঞ্জে ছাহেব্ হুনার্।
চু দর্‌বস্তা বাশদ্ চে দানদ্ কছে,
কে জওহর্ ফেরোশস্ত্ ইয়া পিলাওয়ার্?

(২) আগার্ চে পেশে খেরদ্ মন্দ্ খামুশী আদবস্ত্
অক্তে মছলেহাত্ আঁ বেহ্ কে দর্ ছোখন্ কোশী!
দো চিজ্ তিরায়ে আকল্ আস্ত্—দম্ ফেরো বস্তন্
ব অক্তে গোফ্তন্ ও গোফ্তন্ ব অক্তে খামুশী!

যাহা হউক, অবশেষে আমি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। তাঁহার সহিত কথা না বলা মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার আন্তরিক বন্ধু ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার আহ্বান আর উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইল না।

অগত্যা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বন্ধুবরের সহিত আমার কথা বলিতে হইল। সেই নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ হুজরা ঘর ত্যাগ করিয়া দুইজনে ভ্রমণে বাহির হইলাম। তখন শীতের অবসান; নব বসন্ত সমাগমে চারিদিক নূতন প্রাণে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ কুসুম-রাজীর মধুর বিলাসে চারিদিক আকুলিত।

আজি মধু মাসে চারিদিক হাসে, অমিয় নিঝর বরষে;
গাহে বুলবুল আহা কি অতুল, ! নাচে ফুলকুল হরষে।
গোলাপ-বালার কপোলে নিহার, যেন মুকুতার পাতি রে,
করে ঝলমল আহা কি উজল, যেন তারকার ভাতি রে।

ক্রোধোন্মত্ত মা'শুকের নিরুপম রক্তিমগণ্ডে ঘর্ম্মবিন্দু যেমন অতুলনীয় গৌরবের সহিত শোভা পায়, আজ বসন্ত-সমাগমে কুসুমকুলের সুকোমল বদনমণ্ডলে শিশিরকণিকা সকলও ঠিক সেইরূপ অতুলনীয় মুর্ত্তিতে শোভা পাইতেছিল।

ঘটনাক্রমে রাত্রে বন্ধুর সহিত বাগিচার মধ্যেই পরম আনন্দে অবস্থিতি করিলাম। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তখন বড়ই

মনোরম; সবুজবরণ, নধর পল্লব-লতিকাসকল মধুর সমীর-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। নানা জাতীয় নয়নাভিরাম কুসুমরাজী স্থানটীকে নন্দন কাননে পরিণত করিয়াছিল। দেখিয়া মনে হইল, যেন আকাশের তারার মালা স্থানচ্যুত হইয়া এই পাদপকুলের শাখায় শাখায় দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে! চাঁদের কিরণে বিক্ষিপ্ত হিরকখণ্ড সকল ভূতলে ঝলমল করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।

বেহেশ্‌তের সম ছিল সে বাগিচা,
এ জগৎ মাঝে অতুলন;
শাখায় শাখায় গে'তেছিল পাখী
মাতা'য়ে সবার প্রাণ মন।
নানা বরণের মুকুল মালায়
শোভিছে পল্লব রাজীরে!
নানা ধরণের ফল সমুদায়
র'য়েছে কেমন সাজি'রে।
তৃণ বিনির্ম্মিত সবুজ গালিচা
গাছের তলায় বিছানো
আহা কি সুন্দর চারিদিক আজি
এ হৃদয় মন মাতানো!

প্রভাতে যখন আমরা প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, আমার বন্ধু গোলাপ ও অন্য নানা

জাতীয় বিচিত্র বিচিত্র সুন্দর কুসুম সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সংগৃহীত এই সমস্ত ফুল দেখিয়া বলিলাম, তুমি নিশ্চয়ই জান, বাগিচার ফুলের কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই। বসন্তের ফুলের মত বসন্তেরও অস্তিত্ব অতি ক্ষণস্থায়ী; এই সমুদয় মানুষের ভালবাসার মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষা করিয়া চলে না। অকৃতজ্ঞ এবং নির্ভরের অযোগ্য অবিশ্বস্ত জগতের সমস্তই! এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, কোন ক্ষণস্থায়ী পদার্থ আমাদের ভালবাসা পাইবার উপযুক্ত নহে! "হর্‌চে না পায়াদ, দেল-বস্ত্‌গীরা নাশায়াদ"। বন্ধু উত্তর দিলেন; কিন্তু উপায় কি? স্থায়ী জিনিষ কোথায় পাইব? আমি বলিলাম,—যাঁহাদের অন্তর-নয়ন উন্মুক্ত আছে, তাঁহাদের নয়নতৃপ্তির জন্য, এবং জনসাধারণের সন্তোষ বিধানের ও জ্ঞান লাভের জন্য আমি "গুলিস্তান" বা "কুসুম কানন" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারি; হেমন্তের তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহ উক্ত কুসুম কাননের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। উহাতে চিরবসন্ত বিরাজ করিবে, বর্ষা বা শীতের অত্যাচারে উহার অনন্ত মাধুরী কিছুমাত্র পরিম্লান হইবে না।

কি কাজ তোমার ফুলের তোড়ায়?
শুকায়ে যাবে তা' অচিরে;
এ গুলিস্তানের লহ দু'টি ফুল,
অতুলন তাহা অতি রে।

চিরদিন ইহা রহিবে সমান
নধর সুন্দর হসিত;
শীতের হাওয়ায় কখনই তার
করিবে না কোন ক্ষতি রে। (১)

আমার এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে কুসুম রাশি খুলিয়া আমাকে প্রদান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "বেশ, প্রকৃত মানুষের মত কথা অনুসারে কাজ করা চাই। আমি তোমার "গুলিস্তাঁর" প্রতীক্ষায় থাকিলাম। সেইদিন হইতেই আমি গুলিস্তাঁ কেতাবের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে মনোনিবেশ করিলাম। বসন্ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই খোদাতা'লার অসীম অনুগ্রহে কেতাবখানি লেখা শেষ হইল। বেহেশ্‌ত্‌ যেমন আট অংশে বিভক্ত, আমিও সেইরূপ এই কুসুম কানন গুলিস্তাঁকে বিভিন্ন বিষয় ভেদে আট অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

হিজরীর ৬৫৬ অব্দে আমার জীবনের আনন্দময় দিনে এই কেতাব লেখা শেষ হইল। লোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য! খোদাতা'লার হস্তে আমার কেতাবখানি অর্পণ করিয়া আমি সংসার হইতে বিদায় লইতেছি।

---

(১) বচেহ্‌ কার আয়াদাত্‌ জে গুল্‌ তবকে,
আজ্‌ গুলিস্তানে মন্‌ বেবর্‌ অরকে।
গুল হামি পঞ্জ্‌ রোজ্‌ ও শশ্‌ বাশদ্‌
ইঁ গুলিস্তাঁ হামেশা খোশ্‌ বাশদ্‌।

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



প্রথম অধ্যায়



রাজ-চরিত্র

(১)

শুনিয়াছি, জনৈক বাদশা কোন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। হতভাগ্য বন্দীটি জীবনে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া তাহার নিজ ভাষায় বাদশাকে কঠোর ভাবে গালি দিতে আরম্ভ করিল। জীবনের আশা চলিয়া গেলে লোকে মনের সকল কথাই বলিয়া ফেলে।

বিপদের কালে পথ বন্ধ হ'লে পালা'বার
অগত্যা তখন লোকে ধরে অসি খরধার (১)

জীবনে নিরাশ হ'লে দেহে দুনো বল হয়,
বিড়ালও আঘাত করে কুকুরে না করি ভয়।

---

(১) অক্তে জরুরত্ চু নমানদ্ গোরেজ্
দস্ত্ বেগিরদ্ ছরে শোমশের তেজ্।

বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি বলিতেছে? একজন উজির হতভাগ্যকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, হুজুর, এ বলিতেছে,—খোদা প্রিয় ব্যক্তিগণ ক্রোধ দমন করেন, লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

এই কথা শুনিয়া ভূপতির মনে দয়া হইল। তিনি বন্দীর প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করিলেন।

অন্য একজন উজির উক্ত উজিরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। তিনি বলিলেন,—সম্রাটের নিকটে আমাদের মিথ্যা বলা উচিত নহে; এই লোকটি বাদশাকে গালি দিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অতি অনুপযুক্ত কথা বলিয়াছে।

বাদশা এই কথা শুনিয়া বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং বলিলেন,—উক্ত মিথ্যা আপনার সত্য অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রীতিকর মনে হইয়াছে। কারণ, উহার উদ্দেশ্য কল্যাণকর, কিন্তু আপনার সত্য কথনের উদ্দেশ্য হীনতামূলক। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—মিথ্যার উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তাহা অশান্তিকর সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়।

ভূপতি শুনেন সদা যাঁহার বারতা
আক্ষেপ, যদি সে বলে অকল্যাণ-কথা।



পারস্যের প্রসিদ্ধ বাদশা ফরিদুনের সমুন্নত প্রাসাদের তোরণে এই কথাগুলি লিখিত ছিল:—

হে ভাই, দুনিয়া কারো সাথে নাহি রবে
ভবের মালিক সহ বাঁধ মন সবে।
সংসারের রাজ্য ধনে করোনা নির্ভর,
তব সম এ জগতে ছিল বহু নর।
পালিয়া তা' সবে পুনঃ করেছে নিধন,
তাদের কোনই চিহ্ন নাইত এখন।
যখন বাহির হবে পবিত্র পরাণ
সিংহাসন কিম্বা মাটি দেখিবে সমান। (১)

(৩)

খোরাসানের জনৈক নৃপতি প্রসিদ্ধ বাদশা সুলতান মাহ্‌মুদ গজনবীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন সুলতান্ মাহ্‌মুদের সমস্ত দেহ বিগলিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল দু'টি চক্ষু অবিকৃত থাকিয়া চক্ষু কোঠরে চারিদিকে বিঘুর্ণিত হইতেছে এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্ঞানী লোকেরা এই অদ্ভুত স্বপ্নের কোনরূপ

---

(১) জাহাঁ আয় বেরাদর্ না মানদ্ বকছ্
দিল্ আন্দর্ জাহাঁ আফ্‌রিঁ বন্দ্ ও বছ্!
মকুন্ তাকিয়া বর্ মোল্‌কে দুনিয়া ও পোশ্‌ত্
কে বিছিয়ার্ কছ্ চুঁ তু পর্‌ওয়ার্দ্দ্ ও কোশত্।
চু আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনাদ্ জানে পাক্
চে বর্ তখ্‌ত্ মোর্দ্দন্ চে বর্ রুয়ে খাক্।

ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন দরবেশ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন,—সুলতান মাহ্‌মুদের অতি আকাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্য অপরের অধিকৃত; তিনি পরলোক হইতে একান্ত দুঃখ ও আক্ষেপের সহিত তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন

কতই বিখ্যাত লোক এই মৃত্তিকার নীচে
হয়েছেন সমাহিত, কোন চিহ্ন নাই তার।
আছে নাম নওশেরওয়াঁ একি ভাবে এ জগতে
যদিও গেছেন তিনি তেয়াগিয়া এ সংসার।
জীবন অমূল্য ধন কর কাজ তার আগে
যেদিন শুনিবে সবে তুমি ভবে নাই আর (১)

(৪)

একজন রাজপুত্র একান্ত খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যও তেমন অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতৃগণ দীর্ঘদেহ ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। বাদশা অনেক সময় উক্ত খর্ব্বাকৃতি রাজকুমারকে উপেক্ষার চক্ষে

(১) বছ্ নামোয়ার্ বজেরে জমীন্ দফন্ কর্দ্দা আন্দ্
কাজ হাস্তিয়াশ্ বরুয়ে জমীন্ বর্ নেশাঁ নামান্দ্।
জিন্দা আস্ত্ নামে ফোর্রোখ্ নওশেরওয়াঁ বখায়ের
গর্চে বছে গোজাশ্ত্ কে নওশেরওয়াঁ নামান্দ্
খায়ের কুন্ আয় ফলাঁ ও গনিমত্ শোমার্ ওম্র্
জাঁ পেশতর্ কে বাঙ্গ্ বর্ আয়াদ্ ফলাঁ নামান্দ্!

দেখিতেন। তিনি বিচক্ষণতা গুণে তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন পিতাকে বলিলেন,—হে পিতঃ, দীর্ঘদেহ নির্ব্বোধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কোন জিনিষের আকৃতি বড় হইলেই তাহার মূল্য অধিক হয় না। ক্ষুদ্র ছাগ হালাল এবং পবিত্র; কিন্তু প্রকাণ্ড হাতী কখনই হালাল নহে।

পাহাড়ের মাঝে তুর ক্ষুদ্র অতিশয়,
মহিমায় কোন গিরি তার সম নয়। (১)

কয়েছিলা কোন জ্ঞানী একজন
সুবিপুল দেহ নাদানে,—
দেহ অনুপাতে গুণ নাহি রহে,
জানে সবে ইহা জাহানে
আরবের ঘোড়া হলেও জয়িফ
কিমত কভু না কমে তার
একপাল গাধা তাহার সমান
কভু নয়, কে তা না জানে? (২)

---

(১) প্রসিদ্ধ তুর পর্ব্বতের উপরে হজরত মুসা আলায়হে সালাম খোদার জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইজন্য উক্ত পর্ব্বত অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(২) আঁ শনিদি কে লাগরে দানা
গোফ্‌ত্‌ বারে বা-আবলহে ফরবেহ্‌,
আছ্‌পে তাজী আগার্‌ জয়ীফ্‌ বুয়াদ্‌
হামচুনাঁ আজ্‌ তাবিলায়ে খর্‌ বেহ্‌

ক্ষুদ্রকায় পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া বাদশা হাস্য করিলেন। সভাসদগণেরও কথাগুলি বেশ পছন্দ হইল। কিন্তু অন্যান্য রাজপুত্রেরা দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন।

যতক্ষণ লোকে কোন কথা নাহি কয়,
দোষ গুণ যাহা কিছু গোপনেই রয়।
যে অবধি পরিচয় নাহি পাও তার
ভেবো না সামান্য তারে, হও হুশিয়ার।
কোন ঝোপ নিরাপদ ভাবিও না মনে
হয়ত শার্দ্দূল তাতে রয়েছে গোপনে (১)

এই ঘটনার অল্পদিন পরে উক্ত বাদশার একজন প্রবল শত্রু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল সম্মুখীন, যুদ্ধ আসন্ন, সেই সময় উক্ত ক্ষুদ্রকায় রাজপুত্রই সর্ব্বপ্রথমে শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই অবস্থায় তিনি জীমূতমন্দ্রে রণস্থল প্রকম্পিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

রণ ভূমে আমি দেখাইব পিঠ, তেমন বীর ত কখন নই,
সমুন্নত শির আহবে আমার,—এ জীবনে ভীত কভু না হই।

(১) তা মর্দ্দ্ ছোখন্ না গোফ্ তা বাশদ্
আয়েব্ ও হুনারশ্ নেহোফ্ তা বাশদ্।
হর বেশা গুমাঁ মবার্ কে খালিস্ত্
বাশদ্ কে পলঙ্গ্ খোফ্ তা বাশদ্।

নিজের শোণিত নিয়ে খেলা করে রণভূমে ঠিক বীর যেজন।
আপনারি সেনা করে সে বিনাশ পালায় যে ভয়ে নারী যেমন।*

এই বীরগাঁথা গাহিতে গাহিতে রাজপুত্র শত্রু-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যে অচিরে শত্রুদল পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। রাজপুত্রের অধীনস্থ একদল সৈন্য বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন তিনি বজ্রকণ্ঠে বলিলেন,—

বীরগণ, অগ্রসর, হও অগ্রসর,
পরুক নারীর বেশ কাপুরুষ নর!

রাজপুত্রের উৎসাহবাক্যে—সৈন্যগণের মনে সাহসের সঞ্চার হইল; তাহারা আবার দ্বিগুণ উদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুসৈন্য তাহাদের অতুল পরাক্রম আর সহ্য করিতে পারিল না। সেই দিনই রাজপুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—

ক্ষুদ্রকায় অশ্ব লাগে রণ ভূমে কাজে,
স্থূলকায় গরু তথা কাজে লাগে না যে!

---

* আঁ না মন্ বাশম্ কে রোজে জঙ্গ্ বিনি পোশ্‌তে মন্,
আঁ মানম্ গর্ দরমিয়ানে খাক্ ও খুঁ বিনি ছরে!
কাঁকে জঙ্গ্ আরদ্ বখুনে খেশ্ বাজী মি কুনাদ্
রোজে ময়দাঁ। ওআঁকে বেগ্রিজদ্ বখুনে লশ্‌করে।

বাদশা স্নেহের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চক্ষুতে ও মস্তকে চুম্বন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকেই রাজ্যের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই ঘটনায় অন্যান্য রাজপুত্র তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ভগ্নির অনুকম্পায় তিনি এই ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইয়া বলিলেন,—ইহা অসম্ভব যে, বিচক্ষণ ব্যক্তি নিহত হইবে, আর নির্ব্বোধ তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। বিচক্ষণ শক্তিমান ব্যক্তির বিজয় লাভই জগতে স্বাভাবিক।

আসিবে না কোনজন পেচক ছায়ায়,
হুমা যদি একটিও না রহে ধরায়! (১)

বাদশা এই সংবাদ অবগত হইয়া অন্য রাজকুমারগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে ভ্রাতৃগণের পরস্পরের ভিতরে যুদ্ধের ও শত্রুতার অবসান হইল।

(১) কছ্‌ না আয়াদ বজেরে ছায়ায়ে বুম্‌;
অর্‌ হুমা আজ্‌ জাহাঁ শওয়াদ্‌ মাদুম্‌।

হুমা একটি কল্পিত পক্ষী। এইরূপ প্রবাদ আছে যে,—ইহার ছায়া কাহারও শরীরের উপরে পতিত হইলে সে রাজা হইয়া থাকে।

দশজন সাধু পারেন শুইতে
একটি কম্বল উপরে
দুই বাদশার নাহি হয় স্থান
কিন্তু এক দেশ ভিতরে (১)

খোদাপ্রিয় সাধু যাঁরা আ'ধ পেট খেয়ে
অপর অর্দ্ধেক দীনে দেন বিলাইয়ে।
ভূপতি সাতটি দেশ করিলেও জয়,
পররাজ্য-লোভ তার যায়না নিশ্চয়। (২)

(৪)

আরব দেশের একদল দস্যু এক পাহাড়ের উপর তাহাদের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের ভয়ে দেশবাসী বিষম ভীত হইয়া পড়িল। বণিকগণ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। রাজ-সৈন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইল না। কারণ তাহাদের আশ্রয়-স্থান

(১) দহ্ দরবেশ্ দর্ গিলিমে বোখোছ্ পন্দ্
দো পাদ্শা দর্ একৃলিমে না গঞ্জন্দ্!
(২) নিম্ নানে গার্ খোরদ্ মর্দ্দে খোদা,
বজ্লে দর্বেশাঁ কুনাদ্ নিমে দিগর্।
হফ্ত্ একলিম্ গার্ বে গিরদ্ পাদ্শা
হাম্চুনাঁ দর্বন্দে একলিমে দিগর্।

পাহাড়ের বহু উর্দ্ধে, কোন নিভৃত স্থানে। কেহই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, ইহারা আরো কিছুদিন এইরূপ প্রশ্রয় পাইলে শেষে ইহাদিগকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে।

চারাগাছ একজনে পারে উপাড়িতে,
বড় হ'লে সম্ভব তা' হয় না কখন।
নির্ঝরের মুখ পার সহজে বাঁধিতে,
কিন্তু পরে হাতী তা'তে হইবে মগন (১)।

স্থির হইল, একদল গুপ্তচর ইহাদের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবে; তাহারা ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। কিছুদিন চেষ্টার পর ইহাদের আড্ডা আবিষ্কৃত হইল। একদল অসম সাহসী সৈনিক গুপ্তভাবে একদিন রাত্রিতে ইহাদিগকে

---

(১) দরখ্‌তে কে আকৃনু গেরেফ্‌তাস্ত্‌ পায়্‌
ব নায়রুয়ে শখ্‌ছে বর্‌ আয়াদ্‌ যে জায়ে।
ও গার্‌ হামচুনাঁ রোজগারে হেলী
বগর্‌ দুনশ্‌ আজ্‌ বেখ্‌ বর্‌ নাগ্‌ ছলী।
ছরে চশ্‌মে শায়দ্‌ গেরেফ্‌তন্‌ ব মীল্‌
চু পোর্‌ শোদ্‌ নশায়দ্‌ গোজাশ্‌তন্‌ বপীল্‌।

তাহাদের অনধিগম্য আড্ডায় সহ্য লুণ্ঠিত মালপত্র সহ গেরেফ্‌তার করিল। প্রাতে তাহারা সম্রাট-সদনে নীত হইলে তিনি তাহাদের প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করিলেন।

দস্যুদলে একটি সুন্দর অল্পবয়স্ক বালক ছিল। সে সবেমাত্র যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। একজন উজির সিংহাসন চুম্বন করিয়া বিনীত ভাবে উক্ত বালকটির প্রাণরক্ষার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এই বালকটি এখনও জীবনের রস আস্বাদ করে নাই, যৌবনের মাধুর্য্য উপভোগে এখনো সে বঞ্চিত। অধীনের বিনীত অনুরোধ, হুজুর স্বকীয় অসাধারণ দয়া ও অনুগ্রহ প্রভাবে ইহার সুন্দর জীবন রক্ষা করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।"

মন্ত্রীর অনুরোধে সম্রাট বিরক্ত হইলেন। তাঁহার রাজোচিত উচ্চ বুদ্ধিতে এই কার্য্য সঙ্গত বিবেচিত হইল না। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মন্দ স্বভাব সৎসঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় না। গোলাকার ফল যেরূপ গুম্বজের শীর্ষস্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ সুশিক্ষা অসৎবংশসম্ভূত ব্যক্তির মনে স্থায়ী হয় না। এই শ্রেণীর দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করাই কর্ত্তব্য। আগুন নিবাইয়া তাহার শেষ রাখা, সাপ মারিয়া তাহার ছানাকে প্রতিপালন করা জ্ঞানী লোকের কার্য্য নহে।

জীবনের বারি যদি করে মেঘ বরিষণ
ফলহীন বেদ-শাখে (১) তবু ফল ধরে না ;
নীচজন সহবাস করিও না কদাচন
নিমগাছে মিঠা ফল কেহ খোঁজ করে না। (২)

উজির ইচ্ছায়ই হউক অথবা অনিচ্ছায়ই হউক, বাদশাহের কথা সমর্থন করিলেন ; তাঁহার সুবিবেচনার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, সে আজিও বালক মাত্র ; এখনও সৎসঙ্গে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের সময় আছে , হয়ত সুশিক্ষা পাইলে কালে সে চরিত্রবান ও জ্ঞানী হইবে। হাদিস্ শরিফে (৩) আছে, প্রত্যেক শিশু মুসলমান অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তাহার মাতাপিতা বা আত্মীয়গণ তাহাকে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকে।

---

(১) বেদ—এক প্রকার অতি সুন্দর বৃক্ষ, নবাব বাদশাহ্গণ ইহা অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন।

(২) আব্র্ গর্ আবে জেন্দ্গী বারদ্
হর্গেজ্ আজ্ শাখে বেদ্ বর্ না খুরি।
বা ফেরোমায়া রোজ্গার্ মবর্
কাজ্ নায়ে বুরিয়া শকর্ না খুরি।

(৩) হজরত মোহম্মদ (দঃ) যাহা যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন অথবা যাহা যাহা দেখিয়াও নীরব থাকিয়াছেন, প্রধানতঃ সেই সমস্ত বিবরণ যে শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাকে "হাদিস" বলে।

মিশিল কুলোক সহ নূহ্ নবীজীর ছেলে
বংশের গৌরব তাই হ'ল তার সব লয় ;
আস্‌হাবে কাহাফ্ সহ মিশিয়া কুকুর সেই
হইল মানব সম অনন্ত গৌরব ময়। (১)

সভাসদ্‌দের মধ্যেও কেহ কেহ উজিরের সুপারিশের সহিত যোগদান করায় বাদশা অবশেষে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন ; এবং বলিলেন, যদিও কাজটা যুক্তিসঙ্গত হইল না, তথাপি উহাকে ক্ষমা করিলাম।

জান না কি "জাল" * কহিলা কি বাণী
রোস্তম মহা- পাহ্‌লোয়ানে ?
অরিরে কভু না ভাবিবে দুর্ব্বল,
তার কি শকতি সেই জানে।
নির্ঝর যখন হয় গো বাহির
দেখিতে সামান্য যদিও
ক্রমে হয় তাহা এমনি ভীষণ
দেখিলে আতঙ্ক জাগে প্রাণে।

(১) পেস্‌রে নূহ্ বা বদাঁ নেশাস্ত্
খান্দানে নবুওতশ্ গোম্ শোদ্।
সগে আসহাবে কাহাফ্ রোজে চন্দ্
পায়ে নেকাঁ গেরেফ্‌ত্ ও মর্দ্দম্ শোদ্।

* জাল=রোস্তমের পিতা

যাহা হউক, বালকটিকে সুখ-সম্পদের সহিত প্রতিপালন করা হইতে লাগিল। তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। তাহার জ্ঞান বুদ্ধিতে ও স্বভাব চরিত্রে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন উজির কথা প্রসঙ্গে বাদশার নিকট বালকটির প্রশংসা করায় তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন—

শার্দ্দুল শাবক ! শার্দ্দুল হবে শেষে সে,
যদিও পালিত হয় মানবের বেশে সে। (১)

কিছুদিন পরে ঘটনাক্রমে একদল দুষ্টপ্রকৃতি লোকের সহিত সে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিল। তারপর একদিন সুযোগ মত সমস্ত কৃতজ্ঞতার বন্ধন স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত উজির ও তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করতঃ বহু ধন-সম্পদ সহ দস্যুদলে যোগদান করিল।

বাদশা এই সংবাদে খেদে ও আক্ষেপে স্বীয় অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন।

ভাল লৌহ বিনা কভু ভাল অসি নাহি হয়
সুশিক্ষা বিফল সদা মানুষ যে নয় তার।

(১) আকেবত্ গোর্গ্ জাদা গোর্গ্ শওয়াদ্
গরচে বা আদমী বোজর্গ্ শওয়াদ্।

আকাশের বারিধারা যদিও কল্যাণময়,
মরুভূর তা'তে কিছু নাহি হয় উপকার। (১)

হয় না কুসুমোদ্যান অনুর্ব্বর ভূমিতে
অহেতু যতন তুমি করিও না তথা গো।
ইতরের উপকার এমনি অহিতকর
মহত জনের প্রতি অপকার যথা গো। (২)

(৫)

তুর্কিস্থানের বাদশা আগ্‌লামাশের প্রাসাদ সম্মুখে একজন সৈনিকপুত্রকে দেখিয়াছিলাম। তাহার ললাটে অসাধারণ জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান ছিল। শৈশব হইতেই মহত্ত্বের চিহ্ন তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল।

---

(১) শোম্‌শেরে নেক্ যে আহ্‌নে বদ্ চু কুনাদ্ কছে
নাকছ্ বতর্‌বিয়াত্ না শওয়াদ্ আয় হাকিম্ কছ্।
বারাঁ কে দর্ লতাফতে তব্‌য়শ্ খেলাফ্ নিস্ত্
দর্ বাগ্ লালা রোয়াদ্ ও দর্ শুরাহ্ বুম্ ও খছ্।
(২) জমিনে শুরা ছম্বল্ বর্ নয়ারাদ্
দরো তখ্‌মে আমল্ জায়ে মগর্দ্দাঁ।
নেকোয়ী বা বদাঁ কর্দ্দন্ চুনানস্ত্
কে বদ্ কর্দ্দন্ বজায়ে নেক্ মর্দ্দাঁ।

ছিল জ্ঞানী, চমকিত তাই নিরন্তর
উন্নতির তারা তা'র মাথার উপর।

ছেলেটির যেমন জ্ঞান গরিমা, তেমনি অসাধারণ সৌন্দর্য্য ছিল। সুতরাং অচিরেই সে বাদশার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

তওয়াঙ্গরী ব হোনর্ আস্ত্ না বমাল্
ও বোজর্গী ব অক্ল্ আস্ত্ না বছাল্।
বয়সে না বড় লোক, বড় হয় জ্ঞানে;
জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম ধন সকলেই জানে।
টাকা থাকিলেই লোকে ধনী নাহি হয়,
জ্ঞানীই প্রকৃত ধনী নাহিক সংশয়!

বাদশা সৈনিক-পুত্রকে অচিরে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; ইহাতে তাহার আত্মীয় স্বজন হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার ক্ষতি করিল; এমন কি, তাহার জীবননাশ করিতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু—"দুশ্‌মন্ চে কুনাদ্, চু মেহের্‌বান্ বাশদ্ দোস্ত্"—বন্ধু সহায় থাকিলে শত্রু তাহার কি করিতে পারে? শত্রুগণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

একদিন বাদশা সৈনিক-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে, লোকে তোমার এরূপ শত্রুতা করে কেন? সৈনিকপুত্র উত্তর করিল,—হুজুরের অনুগ্রহ-ছায়ায় থাকিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট

করিতে পারিয়াছি, কিন্তু হিংসুককে সন্তুষ্ট করিবার কোনই উপায় দেখি না। কারণ, তাহারা আমার ক্ষতি এবং ধ্বংস ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না! হুজুরের সম্পদ ও সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হউক।

কারো মনে যদি ব্যথা নাহি দেই, একেবার
হিংসুক তবুও আমার কল্যাণ চাবে না;
আপনার মনে জ্বলিয়া মরে সে অনিবার,
মরণ ব্যতীত এ জ্বলন তার যাবে না।

হতভাগা গণ সতত করে এ কামনা,
বিভব গৌরব অপরের যেন নাহি রয়।
মহান উজ্জল সুরুজের বল কি গোনা?
তার কর যদি চামচিকা-চোখে নাহি সয়!
শত চামচিকা হউক অন্ধ ভাল তা
রবির কিরণ কখন না যেন হয় লয়! (১)

(১) শুর বখ্‌তাঁ ব আর্‌জু খাহন্দ্‌
মোক্‌বেলাঁরা জওয়ালে নিয়ামত্‌ ও জাহ্‌।
গর্‌ না বিনদ্‌ বরোজ্‌ শপ্‌রা চশ্‌ম্‌
চশ্‌মায়ে আফ্‌তাব্‌রা চে গোনাহ্‌
রাস্ত থাহি হাজার্‌ চশ্‌মে চুনাঁ।
কোর্‌ বেহতর্‌ কে আফতাব্‌ ছিয়াহ্‌।
সুরুজ=সূর্য্য, গোনা=পাপ।

(৬)

আজমের একজন রাজা প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন; জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অবৈধ ভাবে টাকা আদায় করিতেন। ক্রমে ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, প্রজাগণ দেশ ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। প্রজা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আয়ও কমিয়া গেল; কোষাগার শূন্য হইয়া আসিল। চারি দিকে নানা দুর্দ্দশা আত্মপ্রকাশ করিল। এই সুযোগে শত্রুগণের লোলুপ দৃষ্টি উক্ত রাজ্যের উপর নিপতিত হইল। তাহারা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বিপদে যে জন চাহে অপরের উপকার,
সম্পদে তাদের ভাল যেন সদা করে সে।
ভাগিবে সেবক দূরে হ'লে রূঢ় ব্যবহার;
সুধী যে সেবক করে সদাচরে পরে সে। (১)

---

(১) হব্‌কে ফরিয়াদরছী রোজে মছিবত্‌ খাহদ্‌
গো দর্‌ আয়ামে ছালামত্‌ বজওয়াঁমর্দ্দী কোশ্‌।
বন্দায়ে হাল্‌কা বগোশ্‌ আর্‌ না নওয়াজী বেরওয়াদ্‌
লোৎফ্‌ কুন্‌ লোৎফ্‌ কে বেগানা শওয়াদ্‌ হাল্‌কা বগোশ্‌।

একদিন উক্ত রাজার সভায় বিখ্যাত শাহ্‌নামা গ্রন্থ পাঠ হইতেছিল। উজির কথা প্রসঙ্গে বাদশাকে বলিলেন, ফরিদুনের লোক লস্কর, বিভব সম্পদ তেমন কিছুই ছিল না, তথাপি তিনি কিরূপে রাজ্য লাভ করিলেন, হুজুর কি তাহা বুঝিতে পারেন? বাদশা বলিলেন—বহু লোক তাঁহার অনুগত ছিল, তাহাদের সাহায্যেই তিনি রাজ্য লাভ কারন। উজির বাদশাকে বিনীতভাবে বলিলেন—সাধারণের সহায়তাই যখন রাজ্য লাভের প্রধান কারণ, তখন হুজুর প্রজাবৃন্দের প্রতি অত্যাচার করেন কেন? হুজুরের কি রাজ্য রক্ষার দিকে তেমন মনোযোগ নাই?

জনগণে প্রাণপণে সেবা কর ভাল তাই,
জনমতে মজ্‌বুত বাদশার বাদশাই। (১)

বাদশা বলিলেন,—"কি করিলে প্রজা ও সৈন্যগণ অনুগত হয়? উজির বলিলেন,—"বাদশার পক্ষে দান ও অনুগ্রহ আবশ্যক, তাহা হইলে সাধারণে তাঁহার অনুগত হইবে, তাঁহার মহান আশ্রয়ে সকলে শান্তিতে বাসের আশা করিতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুরের মধ্যে এই দুইটিরই একান্ত অভাব।

(১) হমাঁ বেহ্‌ কে লশ্‌কর বজাঁ পরওয়ারী ;
কে সুলতাঁ বলশ্‌কর কুনদ্‌ ছরওয়ারী।

জালেম কখনো রাজত্ব করিতে পারে না,
রাখালের কাজ বাঘের কভু না সাজে হে।
যে রাজা জুলুম করে প্রজাদের উপরে,
রাজত্ব তাঁহার যা'বে দু'দিনের মাঝে হে। (১)

উজিরের উপদেশ বাদশার পছন্দ হইল না। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাদশার একজন পিতৃব্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অত্যাচারিত প্রজা-সাধারণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁহার শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। অচিরে অত্যাচারী বাদশার রাজত্বের অবসান হইল।

অত্যাচার যদি করেন ভূপতি
অধীন জনের উপরে
বিপদের দিনে বন্ধুগণও তার
ভীষণ দুশ্‌মন হবে গো।
রহিলে মিলন প্রজাগণ সনে
শত্রু হ'তে নাহি রবে ভয়;

(১) না কুনাদ্ জওর পেশা সুলতানী
কে নয়ারাদ্ জে গোর্গ্ চওপানী।
পাদ্‌শাহে কে তর্‌হে জোল্‌ম আফগানদ,
পায়ে দেওয়ারে মাল্‌কে খেশ্ বে কানাদ্।

ন্যায়পথগামী বাদ্‌শা যে জন
সেনা তাঁর প্রজা সবে গো। (১)

(৭)

একজন বাদশা আজম দেশীয় জনৈক গোলামের সহিত জলপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গোলামটি পূর্ব্বে কখনো সমুদ্র দেখে নাই; সমুদ্র ভ্রমণের কোন কষ্টও সহ্য করে নাই। সুতরাং সমুদ্র দেখিয়া সে বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। এমন কি, ক্রন্দন ও চীৎকারে জাহাজের সমস্ত লোককে উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করিয়া তুলিল। বাদশা অস্থির হইয়া উঠিলেন; কিন্তু এই আফত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই উপায় ছিল না। ঐ জাহাজের একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি বাদশাকে বলিলেন, হুজুর আদেশ করিলে আমি এই বেহুদা গোলামকে শান্ত করিতে পারি। বাদশা বলিলেন,—যদি তাহা পারেন, তবে একান্তই অনুগৃহীত হইব। হতভাগা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

(১) পাদশাহে কো রওয়া দারদ্ ছেতম্ বর্ জের্ দস্ত্,
দেস্ত্‌দার্‌শ রোজে ছখ্‌তী দুশ্‌মনে জোর আওরস্ত্।
বারায়েত ছোলেহ্ কোন্ ও জে জঙ্গে খশ্‌ম্ ইমন্ নশিন্,
জাঁকে শাহান্ শাহে আদল্‌রা রায়েত্ লশ্‌কর্ আস্ত্।

জ্ঞানী ব্যক্তিটি তখন গোলামকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সমুদ্রে পড়িয়া যখন সে হাবুডুবু খাইতে লাগিল, তখন একজন তাহার চুল ধরিয়া তাহাকে হা'লের সহিত বাঁধিয়া রাখিল; হতভাগ্যের কাতর চীৎকারে ও দাপাদাপিতে চারিদিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাকে জাহাজে তুলা হইল। তখন সে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল; আর কোনরূপ চীৎকার বা গোলযোগ করিলনা। বাদশা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহার মধ্যে কি কৌশল ছিল? গোলামটিকে আপনি কি উপায়ে শান্ত করিলেন? জ্ঞানী ভদ্রলোকটি বলিলেন,—গোলাম জাহাজের নিরাপদতা সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। কষ্টে না পড়িলে লোকে নিরাপদতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। ঠিক এইরূপ আমাদের স্বাস্থ্য যে কিরূপ অমূল্য সামগ্রী, পীড়িত ব্যতীত অপরে তাহা বুঝিতে পারে না।

উদর পূরিয়া যার হয়েছে আহার,
কোন খাদ্য ভাল নাহি লাগিবে তাহার!
ক্ষুধার্ত্ত যে যাহা পায় খায় সমাদরে
শান্তির আদর বুঝে শান্তিহীন নরে!

আমি যারে ভালবাসি সদা প্রাণে মনে,
হয়ত কুরূপ সেই তোমার নয়নে।

স্বরগের হুর ভাবে এরাফে নরক
এরাফে বেহেশ্‌ত্‌ ভাবে দোজখী যে লোক। (১)

মা'শুকেরে বুকে ল'য়ে কাহারো শয়ন,
বিরহ-ব্যথায় কারো ঝরিছে নয়ন;
হরষে মগন কেহ প্রিয়তমে পেয়ে,
প্রতীক্ষায় পথ পানে কেহ আছে চেয়ে।
কত যে বিভেদ আহা এই দুই জনে,
বুঝিবে কেমনে তুমি বুঝিবে কেমনে? (২)

(৮)

আজম দেশের একজন বৃদ্ধ বাদশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। এরূপ অবস্থায় একদিন জনৈক অশ্বারোহী দূত তাঁহার নিকট আসিয়া

(১) আয় ছের্‌ তোরা নানে জোয়ীন্‌ খোশ্‌ না নোমায়াদ্‌
মা'শুকে মনস্ত্‌ আঁাকে বনজ্‌দিকে তু জেশ্‌ত্‌স্ত্‌।
হুরানে বেহেশ্‌তীরা দোজখ্‌ বুয়াদ্‌ এরাফ্‌
আজ্‌ দোজাখিয়াঁ বো পোছ্‌ কে এরাফ্‌ বেহেশ্‌তস্ত্‌।
এরাফ সুখ দুঃখ বিজড়িত বেহেশ্‌ত্‌ ও দোজখের মধ্যবর্ত্তী স্থান।
(২) ফরক্‌ আস্ত্‌ মিয়ানে আঁাকে ইয়ারশ্‌ দর্‌বর্‌
বা আঁা কে দো চশ্‌ম্‌ এন্‌তেজারশ্‌ বর্‌ দর্‌।

এইরূপ সুসংবাদ দান করিল যে, অমুক দুর্গ হুজুরের সৈন্যগণ অধিকার করিয়াছে। শত্রুগণকে বন্দী করা হইয়াছে, এবং দেশের জনসাধারণও হুজুরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া বাদশা বলিলেন, এই সুসংবাদ আমার জন্য নহে; বরং আমার শত্রুস্বরূপ উত্তরাধিকারীদিগের জন্য, যাহাদের জন্য আমি কতই না পাপ করিয়াছি!

চিরদিন আশা ছিল মনে এই অভাগার,
টাকাতেই হয় সকল কামনা পূর্ণ।
পূরেছে কামনা; জীবন ফিরে না পাব আর,
এই খেদে আজি হইছে হৃদয় চূর্ণ। (১)

মরণের দূত বিজয়-বাজনা বাজায়ে যায়!
হে মম নয়ন, হে মম শ্রবণ, বিদায় দাও!
এই বাহুবল অতুলন আর রবে না হায়!
হে দেহ সুন্দর সুঠাম গঠন, বিদায় দাও!
সংসার তোমার চরণে এ দাস বিদায় চায়,
মরণের দূত বিদায় বাজনা বাজায়ে যায়!

(১) দরিঁ ওমেদ্ বছর্ শোদ্ দেরেগ্ ওম্রে আজিজ্
কে আঁচে দর্ দিলম্ আস্ত্ আজ্ দেরম্ ফরাজ্ আমাদ্।
ওমেদে বস্তা বর্ আমাদ্ অলে চে ফায়দা জাঁকে
ওমেদ্ নিস্ত্ কে ওম্‌রে গোজাশ্‌তা বাজ্ আয়াদ্!

(৯)

বাদশা হরমুজ তাঁহার পিতার সময়ের জনৈক উজিরকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুর, উজীরের কি অপরাধ ছিল? বাদশা বলিলেন,—তাঁহার কোন অপরাধ ছিল বলিয়া আমি জানি না; তবে আমি নিশ্চিত ভাবে জানিতাম যে, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, সর্ব্বদা আমাদ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। আমার আশঙ্কা হইত, তিনি আত্মরক্ষার জন্যই আমার ধ্বংস কামনা করিতেছেন। জ্ঞানিগণের উপদেশ অনুসারে এরূপ লোককে ভয় করিয়া চলা উচিত। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

যেজন তোমারে ডরে ডর ডর তাহারে
শতগুণ শ্রেষ্ঠ তুমি হইলেও হে জ্ঞানি,
বিষধর এই ভয়ে কামড়ে গো রাখালে
কখন তাহার শির বিচূরিবে কি জানি!
বিড়াল মরিয়া হ'লে নখরের আঘাতে
উপাড়ে বাঘের আঁখি কোন বাধা না মানি'। (২)

---

(২) আজাঁ কজ. তু তর্‌সদ্‌ বেতর্‌স. আয় হাকিম্‌,
অগর্‌ বা চন্দ্‌ ছদ্‌ বর্‌আয়ী বজঙ্গ.।

(১০)

দামেশক্ সহরের জামে মস্জেদে হজরত ইয়াহিয়া আলায়হে সালামের কবরের শিরোদেশে এক সময় আমি এতেকাফে নিযুক্ত ছিলাম। (১) আরব দেশের একজন নামজাদা অত্যাচারী রাজা একদিন উক্ত কবরের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নামাজ ও দোয়া পড়িয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ধনী বা দরিদ্রে হেথা কোন ভেদ নাই
নগণ্য ধূলির সম এখানে সবাই।
ধনী যে তাহারি হেথা বেশী প্রয়োজন,
যদি সে সৌভাগ্য নিজ করে অন্বেষণ। (২)

আজাঁ মায়্ বয়্ পায়ে রায়ে জনদ্
কে তহ্দ্ ছরশ্ রা বোকুবদ্ বছঙ্গ্।
না বিনি কে চুঁ গোর্বা আজেজ্ শওয়াদ্
বর আরাদ্ বচঙ্গাল্ চশ্মে পলঙ্গ।

(১) সম্পূর্ণ এবাদতের নিয়তে মস্জেদে বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় খোদার উপাসনায় নিমগ্ন থাকাকে এতেকাফ বলে। ইহা অন্ততঃ পক্ষে ২৪ ঘণ্টা হওয়া আবশ্যক। রমজান মাসের শেষ দশদিনের মধ্যে একবার এতেকাফ করা ওয়াজেব বা অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশের ধার্ম্মিক মুসলমানগণ অনেকে এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন।

(২) দরবেশ্ ও গণী বান্দায়ে ইঁ খাকে দরন্দ্
আনাঁ কে গণী তরন্দ্ মোহ্তাজ্ তরন্দ্

উক্ত ভূপতি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হুজুর, দরবেশগণের দোয়া খোদাতা'লার দরগায় কবুল হইয়া থাকে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন; দোয়া করুন, যাহাতে আমি বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমার এক ভয়ানক শত্রুর জন্য বড়ই চিন্তিত আছি। আমি তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকুন, কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করিবেন না, অবিচার করিবেন না; তাহা হইলে প্রবল শত্রুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবেন।

শক্তিমান তুমি যদি, অন্যায় তোমার
দুর্ব্বল জনের পরে করা অত্যাচার!
অত্যাচার করিতে কি নাহি হয় ভয়?
একি ভাবে চিরদিন যায়না সময়।
অত্যাচারী জন যদি হয় নিপতিত,
তুলিবে না কেহ তারে, এ কথা নিশ্চিত। (১)

অশুভের বীজ বুনিয়া
শুভফল চায় যাহারা,

---

(১) ববাজুয়ে তওয়ানা ও কুওতে ছরে দস্ত্
খাতা আস্ত্ পাঞ্জাযে মিছ্কিনে নাতওয়াঁ। বেশকস্ত্।
না তর্চ্ছদ্ আঁকে বর্ ওফ্তাদগাঁ না বখ্শায়ান্দ্
কে গর্ জে পায়ে দর্ আয়াদ্ কছশ্ নাগীরদ্ দস্ত্।

পাগলের মত বেহুদা
খেয়াল পাকায় তাহারা!
তোমারো বিচার এক দিন
আছে ইহা ঠিক জানিও।
কর কর ভাই সুবিচার,
হইবে খোদার পেয়ারা (১)

হয়েছে আদম হ'তে সমগ্র মানব
একই দেহের মত তাই নর সব।
শরীরের এক ভাগে ব্যথা যদি হয়
অস্থির সকল দেহ হইবে নিশ্চয়।
কেমন মানব তুমি? অপরের দুখে
একটু বেদনা তব নাহি বাজে বুকে!
মানব তোমারে বলা সমুচিত নয়
মানবের মত নয় তোমার হৃদয়। (২)

(১) হর্ আঁকে তোখ্মে বদি কাশ্ত ও চশ্মে নেকী দাশ্ত্
দেমাগে বেহুদা পোখ্ত্ ও খেয়ালে বাতেল্ বস্ত্।
জে গোশ্ পোম্বা বেরুঁ আওয়ার্ দাদে খল্ক্ বেদেহ্;
আগার তু মি না দিহি দাদ্ রোজে দাদে হস্ত্।

(২) বনি আদম্ আজায়ে এক্ দিগরন্দ্
কে দর্ আফ্রিনশ্ জে এক্ জওহরন্দ!

(১১)

এক সময় বাগ্‌দাদ্ সহরে একজন বিখ্যাত দরবেশ আগমন করিয়াছিলেন। নামজাদা জালেম বাদশা হাজ্জাজ ইউসোফ্ তাঁহাকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হুজুর, আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করুন। দরবেশ দোয়া করিলেন,—খোদা, এই অত্যাচারী বাদশার প্রাণ গ্রহণ করুন। বাদশা এইরূপ দোয়া শুনিয়া বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—খোদার ওয়াস্তে বলুন, আপনার এ কিরূপ দোয়া হইল? দরবেশ বলিলেন,—আপনার তিরোধানে আপনার নিজের এবং সমস্ত দেশবাসীর কল্যাণ। কারণ তাহাতে আপনি পাপকার্য্য হইতে এবং জনসাধারণ আপনার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে।

ওহে অত্যাচারি, এ সুদিন তব
র'বে কত দিন ভাব তাই,
জুলুম হইতে মরণই যে ভাল
সন্দেহ তাতে কিছু নাই।

চু ওজ্‌বে বর্দ্দি্ আওয়ারাদ্ রোজ্ গার্,
দিগর্ ওজব্‌হারা নামানদ্ কারার্।
তুকাজ্ মেহ্‌নতে দিগরাঁ বেগমী,
না শায়াদ্ কে নামত্ নেহাদ্ আদ্‌মী!

(১২)

একজন অবিচারী রাজা জনৈক ধাম্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ এবাদত (উপাসনা) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ধাম্মিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন,—দিবসে নিদ্রা যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম এবাদত; কারণ, তাহা হইলে অন্ততঃ ঐ সময়টা আপনি অত্যাচারের পাপ হইতে মুক্ত থাকিবেন।

দুপুর বেলায় নিদ্রিত দেখি জালেমে
কহিলাম ও যে ফসাদ, সতত
নিদ্রিত থাকা ভাল ওর।
জীবন হইতে মরণ তাহার ভাল গো,
রজনী তাহার এ জীবনে যেন
কখনই নাহি হয় ভোর। (১)

(১৩)

একজন রাজা সমস্ত রাত্রি আমোদ-প্রমোদে মত্ত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। প্রভাতে অতি খোশমেজাজে তিনি গাহিতেছিলেন,—

(১) জালেমেরা খোফ্‌তা দিদাম্ নিম্ রোজ্;
গোফ্‌তম্ ই ফেৎনাস্ত্ খাবশ্ বোর্দ্দা বেহ্।
ও আঁকে খাবশ্ বেহ্‌তর্ আজ্ বেদারিস্ত্
আঁ চুনা বদ্ জেন্দ্‌গানী মোর্দ্দা বেহ্।

সমগ্র জীবনে এ চেয়ে মোদের
সুখের সময় আর নাই,
দুখ বা সুখের কিংবা মানবের
নাই মনে কোন ভাবনাই।

একজন ফকির বাহিরে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছিল, সে বাদশার কথা শুনিয়া বলিল,—

বিভব অতুল তোমার ভূপতি,
নাহি মনে কোন চিন্তা;
আমার মতন গরীব জনের
কি উপায় ব'লে দিন তা'। (১)

ভিখারীর কথায় বাদশা সন্তুষ্ট হইলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বহু মুদ্রা ও সুন্দর পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফকির উহা নষ্ট করিয়া ফেলিল।

চালুনির মাঝে রহে না সলিল,
প্রেমিকের মনে শান্তি,

(১) আয় আঁ কে বা একবালে তু দর্ আলম্ নিস্ত্
গিরম্ কে গমত্ নিস্ত্; গমে মা হম্ নিস্ত্?

আজাদ জনের * হাতে থাকে টাকা,
মনে করা এক ভ্রান্তি। (১)

বাদশা উক্ত ফকিরের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে আবার বাদশার নিকট উপস্থিত হইলে কেহ কেহ বাদশাকে তাহার দুরবস্থার কথা জানাইল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—এই অপব্যয়ী ভিক্ষুককে দূর করিয়া দাও। বয়তুল্মাল তহবিলের টাকা গরীব দুঃখীদের অসন বসনের জন্য, অপব্যয়ী "শয়তানের ভ্রাতাদের" বিলাস ব্যসনের জন্য নহে। (২)

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতী,
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি।" (৩)

---

* আজাদ—মুক্ত পুরুষ, যাঁহার সংসারে কোন বন্ধন নাই

(১) করায়্ দর্ কফে আজাদ্গান্ নাগিরদ্ মাল্
না সবর্ দর্ দিলে আশেক্ না আব্ দর্ গরবাল্

(২) অপব্যয়কারী শয়তানের ভ্রাতা (কোরান শরীফ)

(৩) এই অনুবাদটী কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত প্রসিদ্ধ "সদ্ভাব শতক" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

মূল পারসী কবিতাটি এই—

আবলাহে কো রোজে রওশন্ শমা'য়ে কাফুরী নেহাদ্
জোদ্ বিনী কশ্ বশব্ রওগান্ নমানদ্ দর্ চেরাগ্।

একজন উজির বলিলেন,—হুজুর, অধীনের মতে এরূপ লোকের জন্য মাসিক বা দৈনিক সামান্য অর্থ বৃত্তি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই সঙ্গত ; যাহাতে তাহার কোনরূপে জীবন রক্ষা হয়, অথচ সে অপব্যয় করিবার সুযোগও না পায়। তাহার প্রতি হুজুর যে কঠোর আদেশ দিয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় সহৃদয় সম্রাটের উপযুক্ত নহে। প্রচুর অনুগ্রহে যাহার আশা বাড়াইয়া দিয়াছেন, নিরাশায় আহত করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

লোভী জনে কখনই দিওনা প্রশ্রয়,
যদি দিয়ে থাক, তবে হ'য়োনা নিদয়।
খুলিয়াছ যার তরে অনুগ্রহ দ্বার
একেবারে বন্ধ তাহা করিও না আর। (৩)

অপেয় লবণময় জলাশয় কেনারে
পিপাসিত পান্থগণে কে দেখেছে আসিতে ?
সুমিষ্ট সলিল ভরা নির্ঝরের দু'ধারে
সবে আসে বড় আশে তিষাজ্বালা নাশিতে। (৪)

---

(১) বরোয়ে খোদ্ দরে তমা' বাজ্ নাতওয়াঁ। কর্দ্
চু বাজ্ শোদ্ বদোরশ্তী ফরাজ্ নাতওয়াঁ। কর্দ্

(২) কছ্ না বিনাদ্ কে তেশ্নাগানে হেজাজ্
বর্ লবে আবে শুর্ গের্দ্ আয়ান্দ !

(১৪)

পূর্ব্বকালে জনৈক বাদশা প্রজাগণের সুখ-সুবিধার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না। এমন কি তাঁহার সৈন্যগণেরও দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই সমস্ত কারণে সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অচিরে এক শত্রু উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিল। উক্ত বাদশার সৈন্যগণ তেমন আন্তরিক ভাবে যুদ্ধ করিল না; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অচিরেই তাহারা পলায়ন করিল। সুতরাং বাদশার পরাজয় হইল।

রাজা যদি সৈন্যগণে মুক্তহস্তে দান
না করেন, তারা কেন খোয়াবে পরান?
যে সিপাই নাহি পায় পাওনা তাহার
খালি হাতে বীরত্ব সে নারে দেখা'বার! (১)

হর্ কুজা চশ্‌মায়ে বুয়াদ্ শিরিন্।
মর্দ্দম্ ও মোর্গ্ ও মুর্ গের্দ্দ্ আয়ান্দ্।
(১) চুঁ দারন্দ্ গঞ্জ্ আজ্ ছিপাহী দেরেগ্
দেরেগ্ আয়াদশ্ দস্ত্ বোর্দ্দিন্ বতেগ।
চে মর্দ্দী কুনাদ্ দর্ ছফে কার্‌জার্
কে দস্তশ্ তিহী বাশদ ও কার জার!

বাদশার যে সমস্ত সৈন্য এই ভাবে পলায়ন করিয়া প্রকারান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের একজনের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাহাকে বলিলাম,—ওহে. তোমার এ কেমন কাজ হইল বলত? এত দিনের পুরাতন মনিবের প্রতি এইরূপ অকৃতজ্ঞতার, এইরূপ হীনতার পরিচয় দেওয়া কি তোমার সঙ্গত হইয়াছে? সে উত্তরে বলিল,—হুজুর, মাফ করিবেন; দেখুন, আমার অশ্বটি কতকাল হইতে একরূপ অনাহারে কাটাইতেছে। সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই। যে বাদশা সৈন্যগণকে টাকা দিবার বেলায় কৃপণতা করেন, তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা করিয়া বিরত্ব দেখাইতে পারে না।

টাকা দাও সৈন্যগণে, দিবে তারা শির;
ভুলিবে ভাবনা তবে সারা পৃথিবীর। (২)
খালি পেটে বীরত্ব না আসে কদাচন
খেতে দাও সৈন্যগণে করিয়া যতন।

(১৩)

কোন বাদশার জনৈক মন্ত্রী কর্ম্মচ্যুত হইয়া দরবেশগণের দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের সংস্রবের গুণে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া

---

(২) জর্ বেদেহ্ মর্দ্দে ছিপাহীরা তা ছর্ নেহেন্দ্
অগরশ জর্ না দিহী ছর্ বেনেহাদ্ আন্দর্ আ'লম্।

গেল। প্রকৃত শান্তি তিনি লাভ করিলেন, সংসারের আবিলতার প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাদশারও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে উক্ত মন্ত্রীকে পুনরায় নিয়োগপত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্রী কিন্তু উক্ত পদ আর গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা মুক্ত থাকাই ভাল।

রয়েছে যাঁহারা জগতের এক
কোণে নিরাপদে শান্তিতে,
কি লাভে তাঁহারা জড়াবে আবার
এই আবিলতা ভ্রান্তিতে?
ভাঙ্গিয়া লেখনী, ছিঁড়িয়া কাগজ
দুনিয়ার এক কোণে রয়,
নিন্দুকের ভয় নাই তাঁহাদের,
শান্তি-সুধা তাঁরা চান্ পিতে! (১)

মন্ত্রীর অসম্মতিতে বাদশা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, রাজ্য পরিচালনার জন্য আপনার ন্যায় একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী

(১) আঁনাকে বকোঞ্জে আঁ'ফিয়াত্ বেনেশ্স্তন্দ্
দান্দানে ছগ্ ও দহানে মর্দ্দম্ বস্তন্দ্।
কাগজ্ বেদরিদন্দ্ ও কলম্ বেশেকস্তন্দ্
ও আজ্ দস্ত্ ও জবানে হরফ্ গিরাঁ রস্তন্দ্।

লোকের আবশ্যক। মন্ত্রী বলিলেন,—প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য যে, তিনি যেন এমন কার্য্য কখন গ্রহণ না করেন।

এই হেতু পক্ষী মাঝে মহিমা হোমার,
অস্থি খায়, কারো পরে নাই অত্যাচার।

(১৬)

বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ফেউ থাকে, তাহা সকলেই জানেন। ফেউএর ডাক শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারে যে, ব্যাঘ্র আসিয়াছে। একদিন কেহ একটি ফেউকে বলিল, ওহে তুমি এ ভাবে বাঘের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? ইহাতে তোমার স্বার্থ কি? ফেউ উত্তর করিল,—তা বুঝি জান না? তবে শুন,—প্রথম কথা এই যে, বাঘ সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিকারী; সে শিকার করিয়া খাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই দিব্য আরামে আমার খোরাকীটা চলিয়া যায়; সেজন্য আর আমাকে কষ্ট করিতে হয় না। বিনা খরচে, বিনা কষ্টে উদরান্নের সংস্থান, সেটা কি বড় কম কথা? দ্বিতীয়তঃ, আমি ব্যাঘ্রের অনুচর, এটা সকলেই জানে। কাজে কাজেই অন্য প্রাণীগণও আমাকে বিশেষ সম্মান ও ভয় করিয়া থাকে। ইহাতে বন-বিভাগে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বড় কম নহে। লোকটি বলিল,—বেশ, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ওহে ভাগ্যবান ব্যাঘ্র-অনুচর, তুমি তোমার এত উপকারী ব্যাঘ্রের সংস্রব

এরূপ সাবধানে এড়াইয়া চল কেন? তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহার মোসাহেবী করিতে পারিলে তোমার ভাগ্য যে আরো প্রসন্ন হইতে পারে! হয়ত তুমি তাহার খাস বন্ধুতে পরিণত হইয়া মহান গৌরবের অধিকারী হইতে পার! জ্ঞানী ফেউটি একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—যাহা বলিলে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভাই, সত্য কথা বলিতে কি, বাঘকে তেমন বিশ্বাস করিতে পারি না; তাই একটু দূরে দূরে থাকাই ভাল মনে করি।

যদি কোন জন শত বছরও
আগুনের পূজা করেছে,
পড়িলে আগুনে জানিবে নিশ্চয়
নিমেষেই পুড়ে মরে হে! (১)

বাদশার মোসাহেবগণ অনেক সময় যথেষ্ট টাকা ও নানা উপহার পাইয়া থাকেন, একথা সত্য; কিন্তু অনেক সময় বাদশার মেজাজের সামান্য ব্যতিক্রম হইলে তাঁহাদের মস্তকও দিতে হয়। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—বাদশার মেজাজের প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কখন সালাম করিলেই তিনি রাগিয়া যাইতে পারেন, আবার কখনো তাঁহাকে গালি দিয়াও

---

(১) আগার্ ছদ্ ছাল্ গেবর্ আতেশ্ ফেরোজদ্
আগার্ একদম্ দরো ওফ্তদ্ বোছুজদ্!

উপহার মিলিয়া যাইতে পারে (১)। কথিত আছে, মোসাহেবগণের পক্ষে হাস্য-রসিকতা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু পদমর্য্যাদা সম্পন্ন, জ্ঞানী গুরুগম্ভীর ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষাবহ!

হাসি, খেলা, রসিকতা নহে ভাল সকলের,
মোসাহেব মাঝে তাহা গুণ বলি' গণ্য!
গম্ভীর হইতে হবে শ্রদ্ধেয় অপরের
বড় পদ লাভে যিনি হয়েছেন ধন্য! (২)

(১৭)

আমার একজন বন্ধু অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি অনেক সময় আমার নিকট তাঁহার দুরবস্থার কথা বলিতেন। তাঁহার সামান্য আয়, কিন্তু সংসারে ব্যয় অনেক। কিছুতেই আর কুলাইয়া উঠিত না। কখনো কখনো তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। সেখানে কোন বন্ধুবান্ধব তাঁহার দুঃখ দুর্গতির সন্ধান পাইবে না। বিদেশে—

---

(১) শেখ সা'দীর এই উপদেশটি শুধু বাদশাগণের সহিত ব্যবহারক্ষেত্রে প্রযুজ্য, তাহা নহে; বড় লোক বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য।

(২) তু বর্‌ছরে কদ্‌রে খেশ্‌তন্‌ বাশ্‌ ও ওকার
বাজী ও জরাফত্‌ ব নদিমাঁ বোগোজার।

কত লোক অনাহারে রহে কেহ না জানে,
মরিলেও বারি কারো নাহি ঝরে নয়ানে। (১)

কিন্তু তিনি শত্রুগণের অপবাদে ভীত হইতেন। তাহারা উপহাস করিয়া বলিতে পারে, কাপুরুষ পরিবারবর্গকে দুঃখ-দৈন্য ও অভাবের মধ্যে রাখিয়া নিজের সুখের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে।

দেখ দেখ ঐ কাপুরুষ জনে দেখহ!
সৌভাগ্যের মুখ দেখিবে না কদা- চন সে।
পুত্র-পরিবারে ফেলি' দুর্গতির মাঝারে
আপন আরাম শুধু করে অন্বে- ষণ সে। (২)

একদিন উক্ত বন্ধুটি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আপনি জানেন, গণিত শাস্ত্রে আমার কিছু জ্ঞান আছে। যদি আপনার অনুগ্রহে ও সোপারিশে হিসাব বিভাগে আমার

(১) বছ্ গোরুছ্না খোফ্ত্ও কছ্ নাদানদ্ কে কিস্ত্,
বছ্ জাঁ বলব্ আমাদ্ কে বরো কছ্না গিরিস্ত্।
(২) বেবিঁ আঁ বে-হামিয়াত্রা কে হর্গেজ্
নাখাহাদ্ দিদ্ রুয়ে নেক্ বখ্তী?
কে আছানী গুজিন্দ্ খেশ্তন্ রা
জন্ ও ফরজন্দ্ বোগোজারদ্ বছখ্তী।

একটি স্থায়ী চাকুরীর যোগাড় হয়, তবে অবশিষ্ট জীবন অভাব-শূন্য হইয়া একটু শান্তিতে কাটাইতে এবং আপনার কৃতজ্ঞতা বন্ধনে চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে পারি।

তাঁহাকে বলিলাম,—ভ্রাতঃ, সরকারী চাকুরীর দু'টি দিক আছে, আশা ও ভয়; অর্থাৎ আশা জীবিকা ও মানের এবং ভয় হীনতা ও প্রাণের। জ্ঞানিগণের মতে এরূপ আশায় এরূপ ভয় বরণ করিয়া লওয়া উচিত নহে।

বন্ধু বলিলেন,—আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারিতেছি না। যে অন্যায় করে, সেই ভয়ে কম্পিত হয়।

খোদার সন্তোষ সাধন সতত সত্যে,
সত্য-বাদীরে কে পারে বিনাশ কর্‌তে? (১)

অপরাধী ব্যক্তি পুলিস দেখিলে ভীত হয়। নির্দোষ ব্যক্তির ভয়ের কোনই কারণ নাই। রজক মলিন বস্ত্রই অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া পাটে আছড়াইয়া থাকে।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—শৃগালের একটি গল্প আছে। গল্পটি তোমার অনুধাবন করা উচিত। একদিন এক শৃগাল উঠিয়া পড়িয়া দৌড়িতেছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—

(১) রাস্তি মৌজুবে রেজায়ে খোদাস্ত্‌
কছ্‌না দিদাম্‌ কে গম্‌ শোদ্‌ আজ্‌ রাহেরাস্ত্‌।

কিহে, ব্যাপার কি? এত দৌড়িতেছ কেন? শৃগাল উত্তর করিল,—শুনিলাম, ব্যাঘ্র সমূহকে ব্যাগার ধরা হইতেছে। লোকেরা হাসিয়া বলিল,—বাপুহে, তাহাতে তোমার কি? বাঘের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? তোমার চৌদ্দ পুরুষের কেহই ত বাঘ ছিল না। শৃগাল বলিল,—নির্ব্বোধ! ইহা বুঝিলে না? আমরা একই বনে বাস করি; হয়ত কেহ মনে করিবে বা শত্রুতাবশে বলিবে, এ ব্যাঘ্র-শাবক। কাজ কি! পূর্ব্ব হইতেই সরিয়া পড়া ভাল। আমি বিপদে পড়িলে কে আমাকে রক্ষা করিবে? বিপদের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে করিতে হয়ত আমার জীবন শেষ হইয়া যাইবে। ইরাক হইতে ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবনান্ত হইয়া যাইবে। (১)

আপনার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেক ও পরহেজ-গারীতে আপনার তুলনা নাই। কিন্তু যদি আপনার শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার বিরুদ্ধে কোন ভীষণ অভিযোগ সম্রাটের নিকট উপস্থিত করে, তখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে? যে অন্যায় কাজ আপনি করেন নাই, তাহাই হয়ত করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এইরূপ ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কাও আছে। অতএব আপনার ন্যায় ধর্ম্মভীরু

(১) ইরাকের তর্‌য়াক্ নামক পাথর সর্প দংশনের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রবাদ আছে।

লোকের সন্তোষ অবলম্বন করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য।

সাগরে বিপদ আছে, আছে লাভ তাই;
নিরাপদে র'তে হ'লে ভাল যে ডাঙ্গাই!

বন্ধু এই কথায় বিরক্ত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—আপনার এ কিরূপ বিবেচনা, বুঝিতেছি না। জ্ঞানিগণ যথার্থ ই বলিয়াছেন, কারাগারেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়, নিজের ভোজনাগারে শত্রুগণকেও বন্ধু বলিয়া ভ্রম হয়। বিপদে না পড়িলে শত্রু ও মিত্রের বাছাই হয় না।

সম্পদে যেরে সখা বলি' দেয় পরিচয়,
সে জন তোমার সখা নয় নয় কভু নয়।
বন্ধু সে জন, বিপদ কালে যে ধরে হাত,
ছায়ার মতন তখনো যে পাশে-পাশে রয়। (১)

দেখিলাম, বন্ধুবর ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন এবং আমার উপদেশ স্বার্থমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। অগত্যা আমি তাঁহাকে লইয়া হিসাব বিভাগের একজন প্রধান

---

(১) দোস্ত্ মশোমার্ আঁকে দর্ নিয়ামত্ জনদ্
লাফে ইয়ারী ও বেরাদর্ খান্দ্গী
দোস্ত্ আঁ দানম্ কে গিরদ্ দস্তে দোস্ত্
দর্ পেরেশাঁ। হাল্ ও দর্ মান্দ্গী।

কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট ইহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সৎস্বভাবের বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া সোপারিশ করায় তিনি উহাকে সামান্য একটী স্থায়ী চাকুরীতে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে কার্য্যদক্ষতা ও সৎস্বভাবের গুণে বন্ধু উচ্চতর রাজকার্য্যে উন্নীত হইলেন। দিন দিন তাঁহার সৌভাগ্য-নক্ষত্র উচ্চ গগনে উঠিতে লাগিল। কিছুদিন বিশেষ গৌরব ও প্রশংসার সহিত কার্য্য করার পর তিনি সম্রাটের শুভদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন, এবং শীঘ্রই একটী গৌরবময় পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম—

ভে'বনা যদ্যপি আশা সফল না হয়,
আহত হৃদয়ে দিন করো'না যাপন।
সুখ দুখ পাশাপাশি এ ভবে নিশ্চয়
এক ভাবে চিরদিন রহে না কখন। (১)

বিপদে হতাশ হয়ে বিলাপ করিতে নাই,
ছবর করহ ভাই, স্মরি সেই খোদারে;
তাঁহার বিধানে রাজী সততই থাকা চাই,
অনুগ্রহ আছে তাঁর বিপদের মাঝারে

(১) দর্‌ কারে বস্তাময়ান্দেশ্‌ ও দিল্‌ শেকেস্তা মদার্‌
কে আবে চশ্‌মায়ে হায়ওয়ান দরূনে তারিকিস্ত্‌।

বিষণ্ন বদনে থেক'না বসিয়া ধৈর্য্য ধরহ ধরহ ;
সবরের ফল বড়ই মধুর, কিছুদিন দেরি করহ। (১)

এই সময় আমি বন্ধুদের সহিত বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। মক্কা শরীফ ঘুরিয়া দেশে ফিরিতেছি, সামান্য পথ বাকি আছে, দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দীনবেশ দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধু, ব্যাপার কি? তিনি বলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোক নানা কারণে আমার শত্রু হইয়া পড়ে; তাহারা একটী ভীষণ অভিযোগের সহিত আমাকে জড়াইয়া ফেলে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যাপারের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। বাদশা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য কোনই চেষ্টা করিলেন না। পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সত্যকথা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন, এতদিনের বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইলেন!

দেখনিকি যারা সম্পদশালী জগতে
করযোড়ে সবে তাঁহাদের গুণ গাহে গো ;

---

(২) মনশিন্ তোর্‌শ্ আজ্ গর্দ্দিশে আয়াম্ কে ছব্‌র্
তল্‌খস্ত্ ওয়া লেকেন্ বরে শিরিন্ দারদ্।

কিন্তু অসময়ে পদাঘাত করে সকলে
করুণ নয়নে কেহ না ক্ষনেক চাহে গো (১)

যাহা হউক, এই ঘটনায় আমি গেরেফ্‌তার হইলাম, আমার উপর নানারূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এই সপ্তাহে হাজীগণের নিরাপদ প্রত্যাগমনের সুসংবাদের জন্য আমি মুক্তি পাইয়াছি।

তাঁহাকে বলিলাম,—পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সরকারী চাকুরী সমুদ্র-ভ্রমণের মত বিপদসঙ্কুল, অথচ লাভজনক; ইহাতে যথেষ্ট ধন-সম্পদ পাইতে পার, আবার তুফানে জীবন হারাইতেও পার।

হয়ত দু'হাত ভরি' আনিবে রুপিয়া,
নতুবা সাগর-জলে মরিবে ডুবিয়া।

ব্যথিতের অন্তরে অধিক বেদনা দিতে, কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা দিতে আর ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম,—

---

(৩) না বিনি কে পেশে খোদাঅন্দে জাহ্‌
ছেতায়েশ কুনাঁ দস্ত্‌ বর্‌ বর্‌ নেহান্দ্‌।
আগার্‌ রোজ্‌ গারশ্‌ দর্‌ আরাদ্‌ যে পায়ে
হামা আ'লমশ্‌ পায়ে বর্‌ ছর্‌ নেহান্দ্‌।

জান না কি তুমি দেখিবেক বেড়ী চরণে,
যদি কানে তব নাহি ঢুকে সৎ- উপদেশ।
বিছার কামড় যদি নাহি পার সহিতে
বিবরে তাহার ক'রোনা আঙ্গুল সমাবেশ। (১)

(১৮)

আমার কয়েকজন ধর্ম্ম-বন্ধু খোদার পথের পথিক ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে প্রকৃত সাধক দরবেশ বলিয়া মনে হইত। একজন উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তি ইঁহাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন; এইজন্য তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এক সময়ে ইঁহাদের একজন ঘটনাক্রমে একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন। কাজটি ফকির দরবেশগণের একেবারেই উপযুক্ত নহে। পূর্ব্বোক্ত ধনী ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে দরবেশদের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িল। লোক-চক্ষে ইঁহাদের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গেল। আমি ইঁহাদের দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া যাহাতে পূর্ব্ববৃত্তি

(১) না দানেস্তি কে বিনি বন্দ্ বর্ পায়ে
চু দর্ গোশত্ নয়ায়াদ্ পন্দে মর্দ্দম্।
দিগর্ রাহ্ গর্ নাদারী তাকতে নেশ্
মকন্ আঙ্গশ্ত্ দর্ ছুরাখে কস্দম্।

যথানিয়মে প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে সংকল্প করতঃ একদিন পূর্ব্বোক্ত পদস্থ ধনী ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দ্বারবান আমাকে ঢুকিতে দিল না। বরং আমার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন,—

ভূপতি, উজির কিংবা বড়লোক যাঁহারা
অহেতু তাঁদের ধারে যাওয়া কভু ভাল নয়।
বিদেশী গরীব লোক কেহ যারে চেনে না
দ্বারী আর কুকুরেরে সমভাবে করে ভয়।
দ্বারী যে ধরিবে ঘাড় হাঁকাইয়া দিবে সে,
কামড়িবে কুকুরে ও ছিঁড়িবে বসন চয়। (১)

ঘটনাক্রমে উক্ত আমীরের পারিষদদের কেহ কেহ আমার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাকে সসম্মানে আহ্বান করিলেন। উচ্চতম স্থানে তাঁহারা আমাকে বসাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমি বিনীত ভাবে নিম্নের আসনই গ্রহণ করিলাম; বলিলাম,—

(১) দরে মীর্ ও উজির্ ও সুল্তান্রা
বে অছিলত্ মগর্দ্দ্ পায়রামন্
ছগ্ ও দরয়ান্ চু ইয়াফ্তন্দ গরীব্
ইঁ গরিবানশ্ গিরদ্ ও আঁ দামন্।

ক্ষমা কর, আমি হীন বান্দা একজন,
সেবক দলের মাঝে আমার আসন।

এই কথায় আমীর বলিলেন,—আহা! আহা! এ কি কথা!

নয়নের মণি তুমি, তব স্থান নয়নে;
তোমায় অদেয় কিছু নাহি মোর ভুবনে। (১)

যাহা হউক, আসন গ্রহনান্তর নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে প্রাগুক্ত দরবেশদের কথা উঠিয়া পড়িল্। বিবিধ আলোচনার পর বলিলাম,—

চিরদিন অন্নদাতা, কোন্ দোষে বল ত
সেবকে এমন তরো হীনভাবে রাখিলে?
খোদা ত মহান অতি ক্ষমাশীল সতত,
জীবিকা সবারে দেন শত দোষও থাকিলে।

আমীর এই উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করিলেন। দরবেশগণের পূর্ব্ববৃত্তি পুনর্ব্বার যথা নিয়মে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এমন কি, যে সময়ের বৃত্তি বন্ধ ছিল, তাহাও দিবার হুকুম দিলেন।

(২) গর্ বর্ ছর্ ও চশ্‌মে মা নশিনী
নাজত্ বে কশম্ কে নাজনিনী!

আমি তাঁহার এই বদান্যতায় অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। এবং বলিলাম,—

কামনা পূরণ হয় গেলে কাবা শরিফে,
দূর দেশ হ'তে সবে তাই তথা ছুটে যায়।
মানবের অত্যাচার সহেন মহান জন।
ফলহীন তরুতে কে পাথর মারিতে ধায়? (১)

(১৯)

একজন রাজা তাঁহার পিতার প্রচুর অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দানের হস্ত অত্যধিক প্রসারিত করিলেন। প্রজা ও সৈন্যগণ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইল। প্রায় কেহই তাঁহার নিকট বঞ্চিত হইল না।

আগুনে না দিলে ধুপ হয়না সৌরভ তার,
দান না করিলে টাকা নাহি তা'তে উপকার।
বীজ না বুনিলে তা'তে গাছ কভু নাহি হয়,
মহত্ত্ব যদ্যপি চাও, কর দান মহাশয়।

---

(১) চু কা'বা কেব্‌লায়ে হাজত্‌ শোদ্‌ আজ্‌ দিয়ারে বাইদ্‌
রওয়ান্দ্‌ খল্‌ক্‌ বদিদারশ্‌ আজ্‌ বছে ফর্‌ছঙ্গ্‌।
তুরা তহম্মল্‌ এম্‌ছালে মা বেবায়দ্‌ কর্দ্‌
কে হিচ্‌ কছ্‌ নাজনদ্‌ বর্‌ দরখ্‌তে বেবর্‌ ছঙ্গ্‌

রাজার একজন স্বল্পবুদ্ধি সভাসদ একদিন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—হুজুরের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ কত যত্নে এই অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজনের সময় এই অর্থ কাজে আসিবে, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্দ্দিকে অনেক শত্রু; কখন কি বিপদ হয়, বলা যায় না। অধিক দান করিলে হয়ত প্রয়োজনের সময় নিরুপায় হইয়া পড়িতে পারেন।

রাজার ভাণ্ডার সাধারণ মাঝে
কর যদি দান করহ,
প্রতি জনে তার এক রতি হ'তে
বেশী নাহি পাবে কখনি!

রতি ভর সোনা সকলের পরে
বেশী যদি কর ধরহ,
প্রতিদিন তব জমিবে ভাণ্ডার
দেখিবে আপনি আপনি! (১)

রাজা এই উপদেশে বিরক্ত হইয়া উক্ত সভাসদকে ধমক

(১) আগার্ গঞ্জে কুনি বর্ আমিয়া বখ্‌শ্‌
রছদ্ হর্ কদ্ খদায়ী রা বেরঞ্জে!
চেরা নাছ্‌তানী আজ্‌ হর্ এক্ জোয়ে ছিম্?
কে গের্দ্দ আয়াদ্ তুরা হর্ রোজ্‌ গঞ্জে।

দিয়া বলিলেন,—আমি ভোগ করিব ও দান করিব, এই জন্যই খোদাতা'লা এই রাজ্য দিয়াছেন। চৌকিদারের মত ধনসম্পদ পাহারা দিবার জন্য নহে। *

হয়েছে কারুণ ধ্বংস
ছিল তার টাকা বেশোমার,
অমর নওশেরওয়াঁ যে
যেহেতু সুযশ আছে তাঁর। (১)

(২০)

সুবিচারক বাদশা নওশেরওয়াঁ একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়াক্ষেত্রে রন্ধনের জন্য লবণের অভাব হইল। এক ব্যক্তি পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে লবণ চাহিয়া আনিবার জন্য যাইতেছিল; বাদশা নওশেরওয়াঁ বলিলেন, লবণ কিনিয়া আনিবে, কদাচ বিনামূল্যে আনিবে না। একজন সঙ্গী বলিলেন, সামান্য লবণের আবশ্যক; এতটুকু চাহিয়া আনিলে ক্ষতি কি? এরূপ সামান্য দ্রব্যের মূল্য সাধারণতঃ কেহই লয়

(১) কারুন্ হালাক্ শোদ্ কে চেহেল্ খানা গঞ্জ্ দাশ্‌ত্,
নওশেরওয়াঁ না মোর্দ্ কে নামে নেকো গোজাশ্‌ত্।

* সাধারণ লোকের ন্যায় রাজাগণেরও দান সম্বন্ধে মধ্যপথ অবলম্বন করা উচিত। অধিক দান করিয়া নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়া কখনই ইসলাম বা রাজনীতি অনুমোদন করে না। এই গল্পে দুই দিকের দুইটি চরম মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই মধ্যপথ অবলম্বন করিবেন। (অনুবাদক)

না। বাদশা উত্তর করিলেন,—জুলুমের ভিত্তি প্রথমে সামান্যই থাকে, ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে এত অধিক হয় যে, দেখিলে দুঃখিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

ভূপতি প্রজার, বাগ হ'তে যদি
করেন গ্রহণ ফলটি,
অনুচরগণ শিকড় সমেত
তুলিয়া আনিবে গাছ তার।
বেশী কিছু নয়, দু'টি ডিম যদি
করেন গ্রহণ বাদশা,
হাজার হাজার মুরগী কাড়িয়া
খা'বে সেনাপতি আফ্ছার। (১) (২)

(২১)

একজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রজাসাধারণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন। নানারূপে তাহাদের অর্থ শোষণ করিয়া তিনি বাদশার আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন।

---

(১) আফ্ছার—উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী—Officer.

(২) আগার যে বাগে রায়েত্ মালেক্ খোরদ্ ছেবে
বর্ আওয়ারান্দ্ গোলামানে উ দরখ্ত্ আজ্ বেখ্।
বা পঞ্জ্ বয়জা কে সুল্তান্ ছেতম রওয়াঁ দারদ্
জনদ্ লশ্করিয়ানশ্ হাজার্ মোর্গ্ বছিখ্।

তাঁহার ধারণা ছিল, ইহাতে বাদশা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। বাদশা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তিনি ঘটনাক্রমে সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এই অত্যাচার ক্ষমা করিলেন না। নানা লাঞ্ছনার সহিত তাঁহার প্রাণ দণ্ডের বিধান করিলেন।

রাজার সন্তোষ যদি কর আকিঞ্চন,
প্রজা সবে তাঁর সুখী রাখ সর্ব্বক্ষণ।
বিধাতার অনুগ্রহ চাহ যে সতত,
সৃষ্টির কল্যাণে তাঁর থাকহ নিরত।

কথিত আছে, একজন অত্যাচারিত ব্যক্তি উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

হবে না এ কভু, বাহুবল আছে যাহাদের
অপরের মাল হজম করিবে সহজে।
চিরিবে উদর যায়ও যদি নীচে হলকের
কঠোর অস্থি, জালেম জনেরে কহ যে,—(১)

(১) না হর্কে কুয়াতে বাজু ও মন্‌ছবে দারদ্‌
বছুল্‌তনত্‌ বোখোরদ্‌ মালে মর্দ্দুমাঁ বগোজাফ্‌।
তওয়াঁ বহল্‌ক্‌ ফেরো বোর্দ্দন ওস্তখাঁ দোরশ্‌ত্‌
ওলে শোকেম বেদরদ চু বেগীরদ্‌ আন্দর নাফ্‌।
হলক = কণ্ঠনালী।

জালেম যে জন চিরদিন কভু রবে না
অভিশাপ তার পরে কভু শেষ হবে না।

(২২)

কথিত আছে, একজন জালেম * কোন নিরীহ ব্যক্তির মস্তকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল। বেচারার প্রতিশোধ লইবার সাধ্য ছিল না; সুতরাং সে এই অত্যাচার নীরবেই সহ্য করিল। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড কিন্তু সে সাবধানে তুলিয়া রাখিল। কিছু দিন পরে উক্ত অত্যাচারী ব্যক্তি রাজ-কোপে নিপতিত হওয়ায় তাহাকে একটি কূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরাহত অত্যাচারিত ব্যক্তি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত কূপের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তাহার উপর পূর্ব্বে নিক্ষিপ্ত সেই প্রস্তরখানি জালেমের মস্তকের উপর ফেলিয়া মারিল। তাহাকে দেখিয়া কূপের ভিতর হইতে জালেমটি বলিল,—ওহে তুমি কে? অহেতু আমাকে কেন আঘাত করিতেছ? উপর হইতে লোকটি উত্তর দিল,—আমাকে চিনিতেছ না? আমি অমুক। অমুক তারিখে তুমি আমাকে অহেতু প্রস্তরাঘাত করিয়াছিলে। এতদিন আমি তাহার প্রতি-শোধ লইতে পারি নাই। আজ উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইলাম।

* জালেম—অত্যাচারী, যে জুলুম করে।

অত্যাচার করে যদি দুরাচারগণ
নীরবে সহেন তাহা বুদ্ধিমান জন!
যে দিন সুদিন তার নাহি রহে আর,
সেই দিনই প্রতিশোধ লইবে তাহার

(২৩)

একজন বাদশার পীড়া হইয়াছিল; এমন কি, তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। ইউনানের হাকিমগণ একবাক্যে বলিলেন,—এ ব্যাধির কোনই ঔষধ নাই। * তবে এই এই গুণবিশিষ্ট একজন অল্পবয়স্ক যুবক যদি নিজ জীবন দান করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার পিত্ত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধে বাদশার জীবন রক্ষা হইতে পারে। চারিদিকে অন্বেষণের ধুম পড়িয়া গেল। হাকিমগণ যে যে গুণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই সেই গুণ বিশিষ্ট এক গ্রাম্য বালককে পাওয়া গেল। তাহার মাতাপিতা বহু অর্থের বিনিময়ে তাহাকে সম্রাটের হস্তে আনন্দের সহিত সমর্পণ করিল। কাজী ফতোয়া দিলেন, বাদশার জীবন রক্ষার জন্য একজন সাধারণ লোকের জীবন নষ্ট করা যাইতে পারে।

* ইউনান = গ্রীস। প্রাচীনকালে গ্রীস দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিল; গ্রীসের জ্ঞানই বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি।

জল্লাদ বালকটিকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে কিন্তু তখন আকাশের দিকে চাহিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। * বাদশা বলিলেন,—এ অবস্থায় হাসির কি আছে? বালকটি উত্তর করিল,— সন্তানের আব্দার মাতাপিতার নিকটেই চলিয়া থাকে। কাজীর নিকটে লোকে বিচার চাহে। আর বাদশার নিকটে লোকে বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমার মাত-পিতা সামান্য অর্থ-বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন; কাজী আমার প্রাণহননের জন্য ফতোয়া দিয়াছেন; আপনি বাদশা, আপনিও আমার প্রাণবধের মধ্যেই নিজের কল্যাণ দেখিতেছেন। জগতে আমার আর কোনই আশ্রয়স্থান নাই। মহাপরাক্রম খোদার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

ইহাই বিধান যদি হে খোদা, তোমার,
তোমারই কাছে চাই তোমার বিচার। (১)

এই কথায় বাদশার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নয়নে

(১) পেশে কেহ্ বর্ আওয়ারম জে দস্তত্ ফরিয়াদ্?
হাম্ পেশেতু আজ্ দস্তে তু গার্ খাহম্ দাদ্!

* বালকটির হাস্য করিবার কারণ এস্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। লোকে অত্যন্ত আনন্দের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ বিপদ যখন একেবারে ঘনিভূত ও আসন্ন, তখনও একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় হাস্য করা সম্ভবপর।

অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—এরূপ নির্দ্দোষ বালকের জীবন হনন অপেক্ষা আমার মরণ সহস্রবার বাঞ্ছনীয়। তিনি আদর করিয়া বালকটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন; তাহার মস্তকে ও চক্ষে স্নেহের সহিত অজস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাহাকে বহু ধনরত্ন পুরস্কার-স্বরূপ দান করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।

শুনিয়াছি, ঐ সপ্তাহেই বাদশা আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

কি সুন্দর এক কহিলা বয়াত সেই যে
হাতী-অধিপতি নীল নদী তীরে এক দিন,—
হাতীর চরণ নিম্নে তোমার যে দশা
তব পদতলে সেইরূপ পিপী- লিকা ক্ষীণ। (১)

(২৯)

কোন বাদশার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

---

(১) হাম্ চুনাঁ দর্ ফেক্র্ আঁ বয়তম্ কে গোফ্ত্
পিল্বানে বর্ লবে দরিয়ায়ে নীল,—
জেরে পায়ত্ গর্ বেদানী হালে মূর্
হামচু হালে তোস্ত্ জেরে পায়ে পীল্

সাক্ষাতে তিনি সকলকেই সম্মান করিতেন, এবং অসাক্ষাতে প্রশংসা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার কোন কার্য্যে বাদশা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অর্থদণ্ডসহ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজকীয় প্রহরিগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ এবং নানা সূত্রে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ ছিল। এই জন্য যতদূর সম্ভব, তাঁহার সহিত কোমল ব্যবহার করিত। কখনই কোন কারণে তাহারা তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করে নাই।

চাও যদি ভাই, আরতির সাথে সন্ধি,
সে যদি তোমার অপবাদ করে,
তুমি সদা গুণ গাও তার।
মুখ হইতেই বাহিরায় কটু- বারতা;
যদি, মিঠাকর মুখ, মুখ হ'তে যাহা
বাহিরিবে মিঠা তাও তার। (১)

এইভাবে কিছুদিন চলিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী একজন রাজা এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে হস্তগত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে তাঁহার নিকট গোপনে

(১) ছোলেহ্ বা দুশ্‌মন্ আগার খাহী হর্‌গা কে তোরা
দর কফা আয়েব্ কুনাদ্ দর্ নজরশ্ তহ্‌ছীন কুন্
ছোখন্ আগার্ ব'দহন্ মি গোজারাদ্ মূজী মূজী' রা
ছখন্‌শ্ তলখ্ না খাহী দাহানশ্ শিরীন্ কুন্।

লিখিলেন,—"আপনার প্রভু আপনার ন্যায় মহাজন ব্যক্তির কদর বুঝিতে পারেন নাই ; সেইজন্য লাঞ্ছনার সহিত আপনাকে কারাগারে রাখিয়াছেন ; যদি আপনার আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমরা উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি ; সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার মনোরঞ্জন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই রাজ্যের জনসাধারণ আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষায় আছে। আপনার অভিপ্রায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।"

কর্ম্মচারীটি এই পত্রখানি পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে উক্ত পত্রের অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন যে, উহা কোনরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে কোন গোলযোগ না ঘটে।

এক ব্যক্তি এই সমস্ত ব্যাপারের কিছু কিছু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল ; সে বাদশাকে বলিল,—অমুক ব্যক্তিকে আপনি কারাগারে রাখিয়াছেন ; কিন্তু তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজার সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। হয়ত বা তিনি আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছেন। এই সংবাদে বাদশা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। গোপন-সন্ধানে পূর্ব্বোক্ত পত্রবাহককে গেরেফ্‌তার করা হইল। তাহার নিকট হইতে পত্রখানি খুঁজিয়া বাহির করিলে দেখা গেল, তাহাতে লেখা আছে,—

"অধীন সম্বন্ধে আপনাদের ন্যায় মহত্ ব্যক্তিগণের ধারণা সত্য হইতে অনেক উপরে। আপনারা আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে কাজ করা অধীনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, সে এই রাজবংশের অনুগ্রহেই চিরদিন প্রতিপালিত। মনিবের মনোভাবের সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য চিরদিনের প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা কখনই করা যাইতে পারে না।"

চিরদিন যিনি নানা উপকার
করিলেন তব যতনে,
তিনি যদি কভু করেন জুলুম,
রেখ' না তা কভু স্মরণে। (১)

সম্রাট তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাকে তন্মুহূর্ত্তেই মুক্তিদান করিয়া যথেষ্ট ধন-সম্পদ ও খেলাত উপহার দান করিলেন এবং বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন,—আপনার ন্যায় নিরপরাধ ব্যক্তিকে অহেতু কষ্ট দিয়া অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি। কর্ম্মচারীটি বলিলেন,—হুজুর, বান্দা এই ব্যাপারে হুজুরের কোনই অপরাধ বুঝিতে পারিতেছে না। খোদার বিধান এইরূপ ছিল যে, আমাকে কিছু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। আপনি আমার প্রিয়তম

(১) আঁরা কে বজায়ে তোস্ত্ হয়্দম্ করমে,
ওজ্রশ্ বেনেহ্ আর্ব কুনাদ্ ব ওম্‌রে ছেতমে।

প্রভু, সুতরাং আপনার হাত হইতে এই লাঞ্ছনা সহ্য করা আমার পক্ষে প্রীতিকরই হইয়াছে। নানা প্রকারেই আমি হুজুরের নিকট কৃতজ্ঞ। বোজর্গ লোকেরা বলিয়াছেন,—

মানব হইতে মনে যদি পাও বেদনা,
বিরক্ত তাহাতে হ'ও না তাহার উপরে ;
সবার মালিক রয়েছেন যিনি
তাঁরে কেন মনে ভাবো না ?
সবার হৃদয় আছে তাঁর হাত ভিতরে।
লাগে যদি তীর, তীরের উপরে
রেগ' না হে ভাই, রেগ'না ;
চেয়ে দেখ ঐ তীরান্দাজ কে সে
দাঁড়াইয়া দূরে কি করে। (১)

(২৫)

আরবের জনৈক বাদশা একদিন তাঁহার কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে,—অমুক কর্ম্মচারীর

(১) গর্ গজন্দত্ রছদ্ জে খল্‌ক্ মরঞ্জ্
কে না রাহত্ রছদ্ জে খল্‌ক্ না রঞ্জ্।
আজ্ খোদা দাঁ খেলাফে দুশ্‌মন্ ও দোস্ত্
কে দিলে হর্‌দো দর্ তছর্‌ফে উস্ত্।
গার্‌চে তীর্ আজ্ কামাঁ হমি গোজারাদ্
আজ্ কামান্দার্ বিনদ্ আহ্‌লে খেরাদ্।

াহিয়ানা ও পদ-গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইবে ; কারণ তিনি সর্ব্ব-াই কার্য্যে মনোযোগী থাকেন। বাদশার সন্তোষের প্রতি তাঁহার ার্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে। তিনি হাসি খেলায় বা আলস্যে সময় নষ্ট ্করেন না। এই কথা শুনিয়া একজন হৃদয়বান দরবেশ ব্যক্তি ভাবাবেশে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, ক হইয়াছে? তিনি বলিলেন,—খোদাতা'লা মানবগণের কার্য্যের কিরূপ বিচার করিবেন, তাহার নমুনা এখানে দেখিতে পাইতেছি। যে সর্ব্বদা খোদার কার্য্যে নিরত থাকে, কখন সময় নষ্ট করে না, পরকালে তাঁহার মর্তবা এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

দুই দিন সেবা করিয়া রাজার
খুশী কর যদি তাঁহারে,
পরদিন পাবে অনুগ্রহ তাঁর,
নাহিক তাহাতে সংশয়।
প্রাণ মন দিয়া করে কাজ যাঁরা
করিতে খুশী সে খোদারে,
মহা পুরস্কার পাইবেন তাঁরা,
রহিবেন সদা নির্ভয়। (১)

---

(১) দো বামদাদ্ গার্ আয়াদ্ কছে বখেদমতে শাহ্‌
ছুওম্ হর্ আয়না দর্ ওয়ে কুনাদ্ বলোৎফ্‌ নেগাহ্‌।
ওমেদ্ আস্ত্‌ পোরস্তদ্‌গানে মোখ্‌লেছ্‌ রা.
কে না ওমেদ্ না গর্দ্দন্দ্‌ জে আস্তানে এলাহ্‌!

হুকুমের তাবে' যারা * বড় তাঁরা হয় ;
অবাধ্য লাঞ্ছিত সদা, নাহিক সংশয়।
সৌভাগ্য সম্পদ আছে কপালে যাঁহার,
অনুগত সদা সে যে চরণে তাঁহার। (১)

(২৬)

এক ব্যক্তি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। সে দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জোর করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ কম মূল্যে ক্রয় করিত, এবং তৎসমুদয় ধনীদিগের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। একজন হৃদয়বান ব্যক্তি একদিন তাহাকে বলিলেন,—

সাপ নাকি তুমি ? যাহাকেই দেখ
কামড়িয়া তার বধ প্রাণ !
পেচক কি তুমি ? যেখানেই বস'
করহ উজাড় সেই স্থান ! (২)

---

* তাবে' = অনুগত

(১) মেহ্‌তরী দর্ কবুলে ফরমানস্ত্;
তর্কে ফরমাঁ দলিলে হরমানস্ত্।
হর্‌কে ছিমায়ে রাস্তাঁ দারদ্
ছরে খেদ্‌মত্ বর্ আস্তাঁ দারদ্।

(২) মারী তু কে হরকেরা বেবিনী বেজনী ?
ইয়া বুম্ কে হর্ কজা নশিনী বেকনী ?

পেচকের সমাগম অকল্যাণ সূচনা করে বলিয়া এদেশেও জনপ্রবাদ আছে। উজাড় = ধ্বংস, বিরাণ।

আমাদের সাথে চলিছে জুলুম,
কিন্তু ইহা ঠিক জানিও,—
অন্তরযামী খোদার সহিত
এ জুলুম নাহি চলে হে।
জগতবাসীর পরে অত্যাচার
ক'রোনা হে ভাই, ক'রোনা ;
অত্যাচারিতের মরম-উচ্ছ্বাসে
খোদার আরশ টলে হে। (১)

লোকটি তাঁহার কথায় বিরক্ত হইল। এই অমূল্য উপদেশের প্রতি সে কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করিল না।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে রন্ধনশালা হইতে অজানিতভাবে তাহার কাষ্ঠের গোলায় অগ্নি নিপতিত হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গেল। বেচারাকে নরম বিছানা ত্যাগ করিয়া গরম ছাই-গাদার উপর আসন গ্রহণ করিতে হইল। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত উপদেশক সহৃদয় ব্যক্তিটি ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, জালেম তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিতেছে,—আমার গৃহে কিরূপে

(১) জোরত্ আয্ পেশ্ মিরওয়াদ্ বা মা,
বা খোদাওন্দে গায়েব্ দাঁ না রওয়াদ্।
জোর্মন্দী মকুন্ বর্ আহ্‌লে জমীন্
তা দোয়ায়ে বর্ আছমাঁ না রওয়াদ।

অগ্নি-সংযোগ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অগ্রসর হইয়া উত্তর দিলেন,—বুঝিতে পারিতেছ না ? তুমি দরিদ্রগণের অন্তরে যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছ, সেই আগুনের শিখা হইতেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে !

আহত মনের বেদনা হইতে
ডর ডর ডর ডরহে,
ভবিষ্য তোমার হইবে নষ্ট
এই বেদনার কারণে !
তিলেক বেদনা দিওনা কারেও,
হবে ধ্বংস চরা- চরহে,
আহত জনের মরম-বিদারী
একটি সে আহা- বচনে । (১)

মহাপরাক্রান্ত সম্রাট কায়খছ্রুর মুকুটে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত ছিল।

কত কাল চলে গেছে কত কত মহাজন
নীরবে এ ধরিত্রীর গরভে হয়েছে লয় !

---

(১) হজর্ কুন্ জে দুদে দরুণ্ হায়ে রেশ্,
কে রেশে দরুণ্ আকেবত্ ছর্ কুনাদ্।
বহম্ বর্ মকুন্ তা তওয়ানি দিলে,
কে আহে জাহানে বহম্ বর্ কুনাদ্।

যেমন তাঁদের হ'তে পাইয়াছি রাজ্য ধন,
তেমনি পরের হাতে চলে যাবে সমুদয়। (১)

(২৭)

একব্যক্তি কুস্তীতে অসাধারণ ওস্তাদ ছিলেন। সে সময় এই বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ অন্য কেহই ছিল না। অন্যান্য ওস্তাদগণও তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি অসাধারণ কৌশলপূর্ণ ৩৬০ প্রকার কুস্তীর পেঁচ জানিতেন, শিষ্যদিগকে এক এক দিন এক এক প্রকারের পেঁচ শিখাইতেন। একটি শিষ্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে কুস্তীর প্রায় সমস্ত পেঁচই শিক্ষা দিয়াছিলেন। একটি মাত্র পেঁচ তিনি তাহাকে শিখান নাই। কুস্তী বিদ্যায় তাঁহার অন্য কোন শিষ্যই এই শিষ্যের সমকক্ষ ছিল না।

অসাধারণ কুস্তীবিদ্যাবিদ্ বলিয়া যুবকটীর মনেমনে বিশেষ অহঙ্কার ছিল। একদিন সে বাদশার সম্মুখে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল,—ওস্তাদজীকে ওস্তাদ বলিয়া মান্য করি, শিক্ষাদাতা হিসাবে সম্মান করি। নতুবা কুস্তীর

---

(১) চে হাল্‌হায়ে ফেরওয়াঁ ও ওমর্‌হায়ে' দারাজ্
কে খাল্‌ক্ বর্ ছরে মা বর্ জমিন্ বে খাহাদ্ রফ্‌ত্
চুনাঁ কে দস্ত্‌বদস্ত্ আমাদস্ত্ মোল্‌ক্ বমা
বদস্ত্ হায়ে দিগর্ হাম্‌চুনি বে খাহাদ্ রফ্‌ত্।

কৌশলে, বা শারীরিক শক্তিতে আমি তাঁহা অপেক্ষা কোন প্রকারেই কম নহি।

কথাটি বাদশার নিকট ভাল শুনাইল না। তিনি যুবকের এই উদ্ধত উক্তির জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বাদশা কুস্তীর বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সুবিস্তৃত একটি স্থান সুসজ্জিত করা হইল। বাদশা স্বয়ং, উজির, নাজির, পাত্রমিত্র, দেশবিদেশের যাবতীয় নামজাদা পাহ্‌লোয়ান এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মল্লভূমিতে সমবেত হইলেন। মত্তহস্তীর ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী কুস্তীগীর যুবক-শিষ্যটি যেন পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া আখ্‌ড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন সে এক আঘাতে বিশাল পর্ব্বতও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। ওস্তাদ জানিতেন, তাঁহার এই যুবক শিষ্যটি শারীরিক শক্তিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তিনি তাহাকে কুস্তীর যে কৌশলটি শিক্ষা দেন নাই, সেইটিই তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল।

অবিলম্বে গুরু-শিষ্যের মধ্যে কুস্তী আরম্ভ হইয়া গেল। আখ্‌ড়ার সমস্ত লোক অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই অদ্ভুত কুস্তী দেখিতে লাগিল। গুরু শিষ্যের অজানিত কৌশলটি অবলম্বন করিয়া কুস্তী চালাইতে লাগিলেন। শিষ্য তাহার প্রতিরোধের উপায় জানিত না;

সুতরাং নিরুপায় হইয়া পড়িল। ওস্তাদ তাহাকে দুই হস্তে মস্তকের উপর উত্তোলন করিলেন এবং মাটিতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিলেন। চারিদিকে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস তুমুল ভাবে উত্থিত হইল; জয় নিনাদে যেন আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল।

বাদশা অত্যন্ত প্রীত হইয়া ওস্তাদকে যথেষ্ট পুরস্কার ও সম্মানজনক খেলায়া'ত উপহার প্রদান করিলেন। শিষ্য-পাহ্‌লোয়ানটিকে তাহার ঔদ্ধত্যের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—তুমি নির্ব্বোধ ও বেয়াদব! তাই নিজ প্রতিপালক ওস্তাদের সহিত সমকক্ষতার দাবী করিতে লজ্জাবোধ কর নাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ত তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিলেনা! যুবক শিষ্যটি একান্ত লজ্জিত ও বিনীত ভাবে বলিল,—হে নিখিল জগতের মালিক শাহান্‌শাহ্‌, আমার ওস্তাদ শক্তিতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন নাই। কিন্তু কি করিব! কুস্তীর সমস্ত কৌশল আমাকে শিখান হয় নাই। দেখিতেছি, সমস্ত জীবন শিক্ষালাভ করিলেও তিনি আমাকে কোন কোন শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়াছেন! আজ সেই জন্যই আমি পরাজিত হইয়াছি।

ওস্তাদজী তাহার কথার উত্তরে বলিলেন,—আমি এই দিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। কারণ, অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন, কোন বন্ধুকে এত শক্তিশালী করিও না, যাহাতে সে ইচ্ছা

করিলেই তোমার সহিত শত্রুতা করিয়া জয়ী হইতে পারে। এক ব্যক্তি নিজের প্রতিপালিতের হস্তে বিশেষরূপে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুন নাই ?

তিনি বলিয়াছিলেন,—

কৃতজ্ঞতা বলে' কিছু হয় ত জগতে নাই ;
যদি থাকে এখন তা' কেহই না করে আর !
যে কেহ শিখেছে তীর- চালনা আমার ঠাঁই,
আমারেই একদিন করে'ছে সে লক্ষ্য তার ! (১)

(২৮)

একজন দরবেশ কোন প্রান্তরের মধ্যে একাকী বাস করিতেন। একদিন একজন বাদশা তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ফকিরের অন্তর সর্ব্বদা সন্তোষে পূর্ণ, তিনি কাহারো নিকটে কিছুরই প্রার্থী নহেন ; সুতরাং বাদশার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বাদশার প্রভুত্ব-গৌরব ইহাতে আহত হইল। তিনি বলিলেন,—আজকালকার এই সকল খেরকাধারী ফকিরের দল পশুসদৃশ ! ভদ্রতা বা মনুষ্যত্ব ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র নাই।

(১) ইয়া ওফা খোদ্ নাবুয়াদ্ দর্ আলম্,
ইয়া মগর্ কছ্ দরিঁ জমানা না কর্দ্দ্ ;
কছ্ নয়ামুখ্‌ত্ এল্‌মে তীর্ আজ্ মন্
কে মরা আঁকেবত্ নেশানা না কর্দ্দ্ ।

উজির ফকিরের নিকটে গিয়া বলিলেন,—হে সাধু পুরুষ, আপনার নিকট দিয়া দেশাধিপতি সুলতান গমন করিলেন, আর আপনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিলেন না! তাঁহার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপই করিলেন না। ইহা কেমন হইল? সম্রাটের প্রতি কি আপনার কোনই কর্ত্তব্য নাই? ফকির উত্তর করিলেন,—বাদশাকে বলুন, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী, তিনি তাঁহার নিকট হইতেই সম্মান প্রাপ্তির আশা করিতে পারেন। তাঁহাকে আরও বলিলেন, বাদশা প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, প্রজা-সাধারণ বাদশার মনোরঞ্জনের জন্য নহে।

যদিও রাজার বহু আড়ম্বর দেখিছ
রাজা ভিখারীর সেবক ব্যতীত কিছু নয়!
রাখালের তরে মেষপাল কভু নহে গো—
কি হেতু রাখাল? পালিবারে শুধু মেষ চয়। (১)

কোনজনে ভাগ্যবান দেখিতেছ জগতে,
নিরাশায় আহত বা কাহারও হৃদয়-প্রাণ।

(১) পাদ্‌শা পাছ্‌বানে দরবেশ্‌ আস্ত্‌
গরচে রামশ্‌ বফর্রে দওলতে উস্ত্‌।
গোছ্‌পন্দ্‌ আজ্‌বরায়ে চওপা নিস্ত্‌
বল্‌কে চওপা বরায়ে খেদ্‌মতে উস্ত্‌।

দেখিবে দু'দিন পরে এমন রবেনা আর,
গরব গৌরব সব হইবেক তিরোধান।
শমন আসিবে যবে নিরমম বেশে গো—
রাজ্‌গী বা ফকিরীর হ'য়ে যাবে অবসান!
কবরের মাটি যদি ফেলে কেহ তুলিয়া
আমীর বা ফকিরের দেখিবে না ব্যবধান। (১)

ফকিরের কথায় বাদশা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বাক্যের সারবত্তা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করুন। ফকির উত্তরে বলিলেন,—প্রার্থনা,—আর কখনও আমার নিকটে আসিবেন না। বাদশা আবার বলিলেন,—আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। ফকির বলিলেন ;—

(১) একে এম্‌রোজ্‌ কামরান্‌ বিনী,
দিগরে রা দিল্‌ আজ্‌ মোজাহেদা রেশ্‌ ;
রোজ্‌ কম্ব চান্দ্‌ বাশ্‌ তা বেখোরদ্‌
খাক্‌ মগ্‌জে ছরে খেয়াল্‌ আন্দেশ্‌ !
ফর্‌কে শাহী ও বন্দ্‌গী বর্‌খাস্ত্‌
চু কাজায়ে নবেশ্‌তা আমাদ্‌ পেশ্‌,
গার্‌ কছে থাকে মোর্দা বাজ্‌ কুনান্দ্‌
না শনাছদ তওয়াঙ্গর্‌ আজ্‌ দর্‌বেশ্‌।

যতক্ষণ রাজ্য ধন আছে তব অধিকারে,
তোষহ জগত-জনে এর সৎ ব্যবহারে।
বিভব ক্ষমতা কভু এক ভাবে থাকে না,
ক্ষণস্থায়ী জেনো সব দু'দিনের এ সংসারে। (২)

(২৯)

একজন উজির প্রসিদ্ধ অলী জোন্নুন্ মিছ্রীর নিকট গিয়া দোয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—আমি দিনরাত বাদশার সেবায় প্রাণপণে নিযুক্ত থাকি ; সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় করি, এবং তাঁহার কল্যাণাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। জোন্নুন মিছ্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আপনি যেমন বাদশার পূজা করিতেছেন, যদি আমি সেইরূপ খোদাতা'লার পূজা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ছিদ্দিক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম।

আরামের আশা না থাকিত যদি,
সাধনায় নানা কষ্ট,
সাধকের পদ মাটিতে না থেকে
উঠিত ও উচ্চ আকাশে!

(২) দর্ ইয়াব্ কনূঁ কে নিয়ামত্ হস্ত্ বদস্ত্
কিঁ দৌলত্ ও মুল্ক্ মিরওয়াদ্ দস্ত্ বদস্ত্!

ফেরেশ্তার মত হইত উজির
দেখিতে পারিতে পষ্ট,
ডরিলে খোদায়, রাজারে যেমন
ডরে নিশিদিন সদা সে। (১)

(৩০)

একজন রাজা কোন কারণে বিরক্ত হইয়া জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। লোকটি নিরুপায় হইয়া বলিল,—হুজুর, আপনি আমার প্রতি রাগান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এই রাগের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করিলে ইহার প্রতিফল পরলোকে চিরকাল আপনাকে ভোগ করিতে হইবে। আমার উপর আপনার এই অন্যায় শাস্তি কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া যাইবে।

মাঠের সমীর সম সময় সতত ধায়,
সুখ, দুখ সেই সাথে সবি চলি' যায় গো;

(১) গার্ না ওমেদ্ ও বীম্ ও রাহাত্ ও রঞ্জ্?
পায়ে দোরবেশ্ বর্ ফলক্ বুদে!
গার্ উজির্ আজ্ খোদ্া বেতর্ছিদে
হামচুনাঁ কাজ্ মালেক্ মালাক্ বুদে।

করিলে যে অত্যাচার, নিমেষেই হবে শেষ;
কিন্তু চিরতরে রবে তা' তব মাথায় গো। (২)

বাদশা এই উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করিলেন।

(৩১)

একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় বাদশা নওশেরওয়াঁর মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা সভায় সমবেত হইয়া পরামর্শ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক এক জন এক এক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিতেছিলেন; কাজেই বিষয়টার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইল না। অন্য মন্ত্রিগণের ন্যায় বাদশাও তাঁহার অভিমত ব্যক্ত কারলেন। বোজর্চ্‌মেহের নামক বিখ্যাত জ্ঞানী মন্ত্রী বাদশার মতই সমর্থন করিলেন।

সভা অন্তে অন্যান্য মন্ত্রিগণ বোজর্চ্‌মেহেরকে বলিলেন,—আপনি অন্যান্য জ্ঞানী সচীবগণের মতের প্রতিকূলে বাদশাকে সমর্থন করিলেন কেন? তাঁহার মত্‌ এমন কি মূল্যবান ছিল?

---

(২) দওরানে বাকা চু বাদে ছাহারা বোগোজাশ্‌ত্‌
তল্‌খী ও খুশী ও জেশ্‌ত্‌ ও জীবা বোগোজাশ্‌ত্‌।
পেন্দাশ্‌ত্‌ ছেতম্‌গার্‌ কে জফা বর্‌ মন্‌ কর্দ্দ্‌,
বর্‌গর্দ্দনে উ বেমানদ্‌ ও বর্‌ মা বোগোজাশ্‌ত্‌।

বোজর্চ্‌মেহের উত্তর করিলেন,—সমস্যাটি অতি গুরুতর। ভবিষ্যত খোদার হাতে; কি ঘটিবে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আপনারা যিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ করিলে ফল ভাল কি মন্দ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। আমিও নিঃসন্দেহরূপে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলাম না। এরূপক্ষেত্রে বাদশাহের মতের সমর্থনই সঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিলাম। কারণ, তাহা হইলে পরিণাম ভাল না হইলেও ইহা বাদশাহের নিজেরই মত বলিয়া কোন বিপদের বা অপ্রীতিভাজন হইবার ভয় থাকিবে না। একটি বয়াত আছে,—

রাজার মতের বিপরীত কথা বলাটা
তরবারি-তলে রাখা যেন নিজ গলাটা!
রাজা ক'ন যদি দিন নহে ইহা, রজনী,
ঐ তারা চাঁদ বলা চাই, ভাই, তখনি। (১)

---

(১) খেলাফে রায়ে সুল্‌তান্‌ রায়ে জুস্ত্‌তন্‌
বখুনে খেশ্‌ বাশদ্‌ দস্ত্‌ শোস্ত্‌তন্‌।
আগার্‌ শাহ্‌ রোজ্‌রা গোয়াদ্‌ শবস্ত্‌ ইঁ
বে বায়াদ গোফ্‌তন্‌ ইনক্‌ মাহ্‌ ও পরভি।

* এই মোসাহেবী নীতিটা কখনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও তেজস্বীব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। জগতে এক শ্রেণীর লোক এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। উপরোক্ত গল্পে বোজর্চ্‌মেহেরের এই নীতি গ্রহণ অন্যায় হয় নাই, তাঁহার কারণ তাঁহার উক্তিতেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। (অনুবাদক)

(৩২)

একজন ভ্রমণকারী নানা দেশ ভ্রমণান্তর হাজীদের কাফেলার সহিত এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চুলের ভঙ্গিমা দেখিলেই বুঝা যায়, লোকটি ধড়িবাজ। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সে রাজার প্রশংসামূলক একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিল এবং ইহাও প্রচার করিল যে, সে সম্প্রতি হজ করিয়া আসিতেছে ও কবিতাটি তাহার স্বরচিত। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু উপহার প্রদান করিলেন।

বাদশার একজন মোসাহেব এই সময় দীর্ঘকাল সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন,—আমি উহাকে এই বৎসর বস্‌রাতে হজের সময় ইদজ্জোহার নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাহার এই বৎসর হজ করিবার কথা মিথ্যা। আর একজন সভাসদ বলিলেন,—আমি উহাকে ভালরূপে চিনি। তাহার পিতা খ্রীষ্টান। মালাতিয়া দেশে তাহার নিবাস। কোন ভদ্রবংশে তাহার জন্ম হয় নাই। সে যে কবিতাটি তাহার নিজের লেখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাও তাহার লেখা নহে। "দেওয়ানে আনোয়ারী" নামক প্রসিদ্ধ কেতাবে ঐ কবিতাটি আছে। বাদশাহ্ এই সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন, ইহাকে প্রহার কর এবং উপহার রূপে প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া উহাকে এ দেশ হইতে

দূর করিয়া দাও। কি আশ্চর্য্য! সে একসঙ্গে এতগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে!

অতঃপর সেই প্রতারক ব্যক্তিটি বলিল,—"হে দুনিয়ার মালিক বাদশা নামদার, আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এ-কথা সত্য; কিন্তু অধীনের আর একটি কথা আছে, তাহা খেদমতে আরজ করিতে চাই। যদি তাহাও সত্য না হয়, তাহা হইলে যতরূপ শাস্তি ইচ্ছা হয়, আমাকে দিবেন। বাদশা কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে বলিলেন,—সেই কথাটা কি? লোকটী উত্তর করিল—

গরিব গোয়ালা যদি দেয় ঘোল তোমারে,
তাহা তুমি ভালবাস, আদর করিয়া খাও।
মিশান দু'ভাগ জল থাকে তার মাঝারে,
এক ভাগ দুধ, ঠিক থাকে কিনা থাকে তাও।
অভিজ্ঞ চতুর যা'রা দুনিয়ার বাজারে,
সত্য কহে কম তা'রা, দেখিবে যেখানে যাও।

---

(১) গরিবে গরত্ মাস্ত্ পেশ্ আওয়ারাদ্
দো পয়মানা আবস্ত ও এক্ চাম্চা দোগ্,
আগার্ রাস্ত্ মিথাহী আজ্ মন্ শনো,
জাহাঁ দিদা বিছিয়ার্ গোয়াদ্ দোরোগ্।

ঘোল গ্রীষ্মের সময় বড় লোকদের অতি উপাদেয় পানীয়। ইহা শরবতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এই কথাটি শুনিয়া বাদশা হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগ পানি হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—ঐ বদ্‌বখ্‌ত্‌ বোধ হয় তাহার জন্মাবধি এমন সত্য কথা আর একটিও বলে নাই। তাহাকে যে সব উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, বাদশা তাহা ফিরাইয়া লইবার হুকুম প্রত্যাহার করিলেন এবং তাহাকে খুশী করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

(৩৩)

বাদ্‌শা হারুনর্‌ রশিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিলেন,—অমুক সিপাহি-পুত্র আমাকে মাতৃপ্রসঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে। বাদশা সভাসদগণকে বলিলেন,—এরূপ ব্যক্তির শাস্তি কি হওয়া উচিত? একজন বলিলেন,—হুজুর, তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করুন। অপর একজন বলিলেন,—যে জিহ্বা দ্বারা সে এরূপ কথা উচ্চারণ করিয়াছে, সেই জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেই উচিত শাস্তি হইতে পারে। কেহ কেহ জরিমানা বা দেশান্তরিত করা সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। হারুনর্‌ রশিদ বলিলেন,—"হে পুত্র, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা কর, তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কিন্তু যদি তাহাতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে তুমিও তাহাকে তাহারই মত গালি দিতে পার। কিন্তু সাবধান, যেন সীমা

অতিক্রম না কর। যদি তুমি তাহাকে অধিকতররূপে গালি দাও, তাহা হইলে তোমারই অপরাধ প্রমাণিত হইবে। সেরূপ-ক্ষেত্রে তোমার শত্রু ফরিয়াদী এবং তুমি আসামী হইয়া দাঁড়াইতে পার।

মত্ত করী সহ লড়াই করে যে সাহসে,
জ্ঞানিগণ তারে কভু মহাবীর বলে না;
সেই মহাবীর ক্রোধ যে পারে দমিতে;
তাহার সহিত তুলনা কাহারো চলে না। (১)

(৩৪)

একদিন কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত একত্রে নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমাদের নৌকার পার্শ্বেই ঘটনাক্রমে একখানি ডিঙ্গি ডুবিয়া যায়। তাহার ফলে দুই ভ্রাতা ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের নৌকায় একজন বড়লোক মাঝিদিগকে বলিলেন, এই লোক দু'টিকে বাঁচাইতে পারিলে প্রত্যেকের জন্য পঞ্চাশ দিনার

(১) না মর্দস্ত্ আঁ বনজ্দিকে খেরাদ্মন্দ্
কে বা পীলে দমা পয়কার্ জোয়াদ্।
বলে মর্দ্ আঁ কছস্ত্ আজ্ রুয়ে তহ্কিক্
কে চুঁ খশম্ আয়াদশ্ বাতেল্ না গোয়াদ্।

করিয়া পুরস্কার দিব। মাঝি এই কথায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং একজনকে কোনরূপে উদ্ধার করিল। অপর ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মারা গেল। বড় লোকটি বলিলেন,—আহা, ঐ লোকটির হায়াত * ছিল না, তাই আজ এ ভাবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু হইল। মাঝি এ কথার উত্তরে বলিল,—আপনি যাহা বলিয়াছেন সত্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে আরো একটি কারণ আছে। একদিন আমি নিবিড় অরণ্যে পীড়িত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেইদিন এই ভদ্রলোক আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; নিজের উটের উপর চড়াইয়া আনিয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতার জন্য ইহার উদ্ধারার্থে আমার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক ছিল। পক্ষান্তরে যে লোকটি ডুবিয়া মরিল, বাল্যকালে একদিন বিনা কারণে সে আমাকে চাবুক মারিয়াছিল। সেই জন্য তাহার উদ্ধারে আমার তেমন আগ্রহ হয় নাই।

আমি বলিলাম,—খোদাতা'লা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করে, সে নিজের জন্যই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করে, তাহার ফলও সে নিজেই ভোগ করে। (১)

* হায়াত=পরমায়ু।

(১) ছাদাকাল্লাহো তা'লা মান্ আমেনা ছালেহান্ ফালে নাফ্ছিহি ওয়ামন্ আছায়া ফা আলায়হা!

যতক্ষণ পার কারো মনে ব্যথা দিও না,
জানিও এ পথে রহিয়াছে ভাই, কাঁটা ঢের;
পড়ে'ছে যে দায়ে পূরাও তাহার কামনা;
তুমিও যে আশা করিছ করুণা অপরের। (১)

(৩৬)

দুই ভাইয়ের একজন চাকুরি করিতেন, অপরে স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন। চাকুরিয়া ভাই বড়লোক, ধনী। তিনি একদিন তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন,—ওহে, তুমিও চাকুরী কর না; তাহা হইলে আয় উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে; কাজ করিবার জন্য এতটা পরিশ্রমও করিতে হইবে না। ভ্রাতা এই কথার উত্তরে বলিলেন,—ভাই, আপনি বরং চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে অপরকে সেবা করার হীনতা হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—কোমরে সোণার চাপরাস আঁটিয়া অপরের সেবার জন্য দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা শাকান্ন আহার করিয়া স্বাধীন ভাবে বসিয়া থাকা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

(১) তা তওয়ানি দরুনে কছ্‌ মখরাশ্‌,
কান্দরিঁ রাহ্‌ খারহা বাশদ্‌!
কারে দরবেশে মস্তমন্দ্‌ বর্‌ আর্‌
কে তুরা নিজ্‌ কারহা বাশদ্‌!

কি খাইব কি পরিব, সদা এই খেয়ালে
অমূল্য জীবন মম ফুরায়ে আসিল হায়।
হে অবোধ, শাকভাতে থাক খুশী, তা হ'লে
নোয়াতে হবে না মাথা নিরবধি পরপায়। (১)

(৩৬)

প্রসিদ্ধ বাদশা নওশেরওয়াঁর নিকটে কেহ এই সংবাদটি দিয়াছিল যে, হুজুরের অমুক শত্রু পরলোকে গমন করিয়াছে। বাদশা তাহা শুনিয়া বলিলেন,—এমন কোন সংবাদ দিতে পারেন কি যে, অচিরে আমিও মরিব না।

শত্রুর মরণে সুখী হইও না ভাই,
কে কখন মরে তার ঠিক কিছু নাই!

(৩৭)

প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হাকীম বোজর্চ্ মেহের একদিন সম্রাট-দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। বড় একটি সমস্যার বিষয় তখন সভায় আলোচিত হইতেছিল। অন্যান্য জ্ঞানিগণ অনেক কথা

(১) ওম্‌রে গেরাঁ মায়া দরিঁ ছরফ্ শোদ্
তা চে খোরম্ ছয়েফ্ ও চে পোশম্ শেতা।
আয় শেকমে খিরা, বনানে বেছাজ্,
তা না কুনী পোশত্ বখেদ্‌মত্ দোতা।

বলিতেছিলেন ; কিন্তু বোজর্চ্‌ মেহের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কোন কথা না বলায় একজন তাঁহাকে বলিলেন,—হুজুর, আপনি এ সম্বন্ধে কেন আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেছেন না ? তিনি উত্তর দিলেন,—মন্ত্রিগণ চিকিৎসকের স্থায়। প্রয়োজন না বুঝিলে যেমন চিকিৎসকেরা রোগীকে ঔষধ দেন না, জ্ঞানী লোকেরও তেমনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলা উচিত নয়। আপনাদের আলোচনা যখন ঠিক পথেই পরিচালিত হইতেছে, তখন আমার কথা বলার কি প্রয়োজন ?

আমি কথা নাহি বলিলে
কোন কাজ যদি শেষ হয়,
মোর কথা কওয়া তাহাতে
সমুচিত নয়, কভু নয়।
অন্ধ জনেরে দেখিলে
যাইতে কূপের নিকটে,
হবে মহা অপরাধী সে
কেহ যদি চুপ করি রয়। (১)

---

(১) চু কারে বে ফজুলে মন্‌ বর্‌ আয়াদ্‌
মরা দর্‌ওয়ে ছোখন্‌ গোফ্‌তন্‌ না শায়াদ্‌।
অ গার্‌ বিনম্‌ কে নাবিনা ও চাহ্‌ আস্ত্‌
আগার্‌ খামুশ্‌ বেনেশিনম্‌ গোনাহ্‌ আস্ত্‌

(৩৮)

মিসর দেশ যখন হারুনর্ রশীদ্ বাদশার অধীনে আসিয়াছিল, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, পূরাকালে একদিন এই মিসরেই মহা দাম্ভিক বাদশা ফেরা'উন নিজেকে খোদা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। অতএব আমি এই অভিশপ্ত দেশে আমার অধীনস্থ এক নিরেট মূর্খ গোলামকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব। তদনুসারে খোজায়েব নামক জনৈক হাব্শী মূর্খ গোলামকে ঐ দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, একবার অতিবৃষ্টিনিবন্ধন জল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় নীল নদীর পার্শ্বস্থ বহু স্থান প্লাবিত হয় এবং তাহার ফলে তুলার আবাদ নষ্ট হইয়া যায়। কৃষকেরা তাহাদের রাজপ্রতিনিধির নিকট এতদ্বিষয়ক অভিযোগ জানাইলে মূর্খ রাজপ্রতিনিধি হাব্শী গোলামটি উত্তর করিল,—আগামী বৎসর হইতে তোমরা তুলার পরিবর্ত্তে বরং পশম বপন করিও। তাহা হইলে হয় ত জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট না হইতেও পারে। লোকটির জ্ঞান এমনই প্রচণ্ড যে, পশম বপন করিতে হয় না, এ কথাটাও তাহার জানা ছিল না। ভাগ্যগুণে এমন লোকও মিসর দেশের শাসনকর্ত্তা হইতে পারিয়াছিল।

জ্ঞান-অনুপাতে হইত যদি রে উপার্জ্জন,
অবোধের মত রহিত না দান কোন জন।
মূর্খ জনের আয় উপার্জ্জন দেখিয়া
জ্ঞানিগণ রহে অবাক হইয়া বসিয়া! (১)

সৌভাগ্য হয় না শুধু গুণের গৌরবে,
খোদায়ী মদদ্ * বিনা কি হয়েছে কবে?
দারিদ্র্য সহেন কত পণ্ডিত সুজন,
নির্ব্বোধ অবাধে লভে রাশি রাশি ধন!
জ্ঞানিগণ সদা কত সহেন দুর্গতি,
অশুচ অবোধ কত ভাগ্যবান অতি!

(৩৯)

একজন বাদশার জন্য চীন দেশ হইতে একটি পরমা সুন্দরী বান্দী আনয়ন করা হইয়াছিল! বাদশা প্রমত্ত অবস্থায় তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে বাদশাকে উপেক্ষা করিল। ইহাতে তিনি একান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া একান্ত কুৎসিৎ একটি হাব্শী

(১) আগার্ রুজী বদানেশ্‌ দর্ ফজুদে
জে নাদাঁ তঙ্গ্‌ তর্ রুজী না বুদে!
বনাদানাঁ চুনাঁ রুজী রেছানদ্
কে দানা আন্দরাঁ হয়রাঁ বেমানদ্!

* খোদায়ী মদদ=ঐশ্বরিক সাহায্য।

গোলামের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। বান্দীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়াই রাজার উদ্দেশ্য ছিল। গোলাম রাজার জন্য মনোনীত বান্দীর কোনরূপ অবমাননা করিবে, ইহা রাজা মনে করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, উক্ত হাব্‌শী গোলামটার চেহারা এমন বিশ্রী ছিল যে, জগতে তাহার তুলনা মিলিত না। তাহার উপরের ঠোঁট খরগোশের ন্যায়; নিম্নের ঠোঁট গলদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকিত। তাহার চেহারা দেখিয়া ছোকরজনি নামক প্রসিদ্ধ কুৎসিৎ দৈত্যও ঘৃণায় দূরে পলায়ন করিত। তাহার বসনের দুর্গন্ধে নিকটস্থ ব্যক্তিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত।

ইউছোফ ছিলেন যথা সৌন্দর্য্যের খনি,
কুরূপের আদর্শ সে আছিল তেমনি।

হাব্‌শী গোলামটি উক্ত অনিন্দ্যসুন্দরী বান্দীকে দেখিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে বাদশা অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। অতঃপর আদেশ দিলেন, উক্ত গোলাম ও বান্দীকে একত্রে বন্ধন করিয়া উচ্চ প্রাসাদের ছাদ হইতে গভীর গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া হত্যা করা হউক। একজন সৎস্বভাব-বিশিষ্ট উজির বাদশাহী আদবের সহিত রাজাকে বলিলেন,—হুজুর, অধীনের নিবেদন, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন। ক্ষণিক মতিভ্রমের জন্য ইহাদিগকে প্রাণে মারিবেন না। রাজা

বলিলেন,—হতভাগা গোলামটী যদি এক রাত্রির জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আমি ইহাকে এই বান্দীর মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা দান করিতাম। উজির উত্তরে বলিলেন,—হুজুর যাহা বলিলেন, অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু আপনি কি শুনেন নাই যে, জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

পিপাসা-অনলে দগ্ধ যে জন,
দেখিলে পানির নির্ঝর
ভেবো না সে কভু ডরিবে মাতাল হাতীরে;
দিনে মোনাফেক জনহীন ঘরে
নিরখিলে খানা বিস্তর,
করেনা পরহেজ কভু রমজান- খাতিরে! (১)

উজিরের উক্তি বাদশা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—যা'ক, উহাদিগকে ক্ষমা করা হইল। হাব্‌শী গোলামটিকে আপনাকে দান করিলাম; কিন্তু এই বান্দীটিকে কি করি! মন্ত্রী বলিলেন, উহাকে দয়া করিয়া ঐ গোলামকেই দান করুন। সেই তাহার উপযুক্ত।

মোনাফেক = কপট মুসলমান।

(১) তেশ্‌নায়ে ছুখ্‌তা বর্‌ চশ্‌মায়ে রওশন্‌ চু রছদ্‌
তু মপেন্দার্‌ কে আজ্‌ পিলে দেমাঁ আন্দেশদ্‌;
মোল্‌হেদে গোর্‌ছনা দর্‌ খানায়ে খালি পোরখাঁ
আকেল্‌ বাওর না কুনাদ্‌ কাজ্‌ রমজাঁ আন্দেশদ্‌।

অপরের কাছে যায় যে জন তোমারে ফেলে,
বেসোনা তাহারে ভাল, রেখোনা নিকটে তায়!
দুর্গন্ধ নোংরা মুখে ভাল জল কেহ খেলে
হলেও তৃষিত তা'কি খাইতে মানস চায়? (১)

৪০

বাদশা আলেক্জাণ্ডারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ সমূহ আপনি কিরূপে অধিকার করিলেন? আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের ত ধনবল জনবল আপনার অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, তথাপি এরূপ বিজয় লাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আলেক্জাণ্ডার উত্তর করিলেন,—খোদার অনুগ্রহে যে কোন দেশ আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, উহার জনসাধারণকে কোনরূপ কষ্ট দি' নাই; মৃত ব্যক্তিগণ যে সমস্ত সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রচলিত রাখিয়াছি; এবং বিগত বাদশাগণের নাম গৌরবের সহিত ব্যতীত উচ্চারণ করি নাই। ইহাই আমার গৌরব ও রাজ্য বৃদ্ধির কারণ।

(১) হরগেজ্ উরা বদোস্তী মপছন্দ্
কে রওয়াদ্ জায়ে না পছন্দিদা।
তিশ্না রা দিল্ না খাহাদ্ আবে জালাল্
নিম্ খোর্দ্দা দাহানে গন্দিদা!

মহৎ তাহারে কভু জ্ঞানিগণ নাহি কয়,
মহতের নাম যারা অশ্রদ্ধার সাথে লয়।

এ সকল কিছু নয় যাহা চ'লি' যায় গো,
ধন জন সিংহাসন ক্ষণস্থায়ী সকলি।
চাহ যদি তব নাম রহিবেক চিরদিন,
রাখ মহাজন-নাম পদে তাহা না দলি'। (১)

(১) ইঁ হামা হিচস্ত্ চু নি বোগোজারাদ্
বখ্ত্ ও তখ্ত্ ও আম্র্ ও নেহী ও গীর্ ও দার্
নামে নেকে রফ্ত্গাঁ জায়ে' মকুন্,
তা বেমানদ্ নামে নেকত্ পায় দার্!

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



দ্বিতীয় অধ্যায়



দরবেশ-চরিত *

(২১)

কোন মহৎ ব্যক্তি একজন দরবেশকে বলিলেন,—অমুক ফকিরের সম্বন্ধে আপনার মত কি? লোকে কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা করে, নানা ভাবে তাঁহাকে উপহাস করে। তিনি উত্তর করিলেন,—বাহিরে তাঁহার কোন আয়েব (২) দেখিনা,

* শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে দরবেশ অর্থে ভিক্ষুক এবং দোরবেশ অর্থে সাধু হওয়া উচিত। কিন্তু এই পুস্তকে সাধারণ-ব্যবহৃত অর্থের অনুসরণ করিয়া দরবেশ শব্দই সাধু এবং ভিক্ষুক এই উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইবে। দরবেশ বলিতে সংসারে নির্লিপ্ত উদাসীন সাধু ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। ফকির শব্দটিও এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(২) আয়েব - দোষ।

ভিতরের অবস্থার বিষয়ে কোন গায়েব (৩) জানি না। আভ্যন্তরীণ অবস্থা একমাত্র খোদাতা'লাই জানেন।

সাধুর পোষাক পরা দেখিবে যাঁহার
উচিত তোমার তাঁরে ভাবা সাধুজন।
ভিতরে কি আছে কে তা' পারে জানিবার ?
খোদাই অন্তরযামী, নহে নরগণ। (১)

(৪৯)

একজন দরবেশকে দেখিয়াছিলাম, কা'বা শরিফের আস্তানায় মাথা রাখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—হে দয়াময়, হে দাতা, তুমিই জান, জলুম ও জহুল হইতে কি সৎকার্য্য হইতে পারে ? *

---

(১) গায়েব—গুপ্ততথ্য।

(১) হর্‌কেরা জামায়ে পারছা বিনি,
পারছা দাঁ ও নেক্ মর্দ্দ আঙ্গার্!
অর না দানি কে দর্ নেহানশ্ চিস্ত্
মোহ্‌তছেব্‌রা দরুনে খানা চে কার ?

* কোরান শরিফে মানবকে লক্ষ্য করিয়া জলুম ও জহুল অর্থাৎ অত্যন্ত অত্যাচারকারী এবং অত্যন্ত মূর্খ বলা হইয়াছে—"ইন্নাহু কানা জলুমান্ জহুলা"!

যে রূপ সাধনা করা ছিল সমুচিত,
প্যারি নি' করিতে, তাই হতেছি লজ্জিত।
পাপীরা তওবা করে পাপের কারণে,
সাধনা ত্রুটীতে সাধু দুখ পান মনে!

সওদাগারেরা লাভের আশা করেন, এবং সাধকেরা খোদা-তা'লার নিকট পুরস্কারের আশা করিয়া থাকেন। আমার কিন্তু আশা করিবার কিছুই নাই! কেবল তোমার অনুগ্রহের আশাতেই আমি তোমার আস্তানায় আসিয়াছি।

তোমার চরণে আমি নিয়েছি আশ্রয়,
ইচ্ছা হয় ক্ষমা কর, মার ইচ্ছা হয়।
বলিবার কিছু মোর নাই, কিছু নাই,
পূরুক সতত প্রভো, তোমার ইচ্ছাই।

(৪৩)

একদিন হজরত বড়পীর শেখ আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লা আলায়হে কা'বা শরিফের পার্শ্বে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন,—

হে খোদাতা'লা, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু যদি আমাকে একান্তপক্ষে ক্ষমা না করিয়া শাস্তি দিবারই তোমার ইচ্ছা

থাকে, তবে হাশরের দিনে আমাকে অন্ধ করিও। তাহা হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সমক্ষে আমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।

কতই কাতরে কত প্রাণের ভাষায়
হে সখে, তোমায় ডাকি, স্মরি যে তোমায়!
তোমায় ভুলিনে আমি—ভুলিনে কখন;
তুমি কি আমায় কভু করহ স্মরণ? (১)

(২২)

কোন দরবেশের ঘরে একদিন একটি চোর আসিয়াছিল। সে অনেক খুঁজিয়াও চুরি করিবার মত কিছুই পাইল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া সে ফিরিতেছে, এমন সময় দরবেশ সহানুভূতিপরবশ হইয়া তাঁহার বিছানার কম্বলটি চোরের পথের উপর ফেলিয়া দিলেন, যাহাতে সে একেবারে শূন্যহাতে না যায়!

(১) রুয়ে বর্ খাকে অজ্জ্ মি গোয়াম্
হর্ ছহর্‌গাহ্ কে বাদ্ মি আয়াদ্,
আয় কে হর্‌গেজ্ ফরামোশ্‌ত্ না কুনাম্
হিচত্ আজ্ বান্দা ইয়াদ্ মি আয়াদ্?

শুনেছি খোদার পথিক যাঁহারা ভুলেও
অরাতির মনে নাহি দেন কভু বেদনা ;
তেমন সাধ্য হইবে তোমার কবে গো ?
বন্ধুর সাথে যুদ্ধ যখন কামনা ! (১)

পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণের ব্যবহার সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে একই প্রকার। তাঁহারা এরূপ নহেন যে, তোমার সম্মুখে তোমার জন্য মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমার নিন্দায় পঞ্চমুখ।

সমুখে মেষের মত নিরীহ সুজন,
পিছনে শার্দ্দূল-সম অতীব ভীষণ।
কহে যে পরের দোষ তোমার নিকটে,
তব নিন্দা অপরে সে কহে অকপটে। (২)

(৪৫)

কতকগুলি লোক একসঙ্গে দেশ ভ্রমণে নিরত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রত্যেকে অপরের সুখদুঃখের

---

(১) শনিদাম্ কে মর্দ্দানে রাহে খোদা
দিলে দুশ্‌মনাঁরা না কর্দ্দন্দ্ তঙ্গ্।
তুরা কয় ময়চ্ছর্ শওয়াদ্ ইঁ মকাম্ ?
কে বা দোস্তাঁনত্ খেলাফস্ত্ ও জঙ্গ্

(২) এই কবিতাটি সদ্ভাবশতক হইতে গৃহীত।

সঙ্গী। আমি তাঁহাদের সহবাসের আগ্রহ জানাইলাম। কিন্তু তাঁহারা সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম,—দরিদ্র ব্যক্তিকে নিরাশ করা, সঙ্গজনিত উপকার হইতে বঞ্চিত করা মহৎ-ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ ও মহত্ত্বের উপযুক্ত কার্য্য নহে। আমার এরূপ শক্তিসামর্থ্য আছে যে, আপনাদের বোঝা-স্বরূপ হইব না; বরং বন্ধুরূপে আপনাদের সেবা করিতে পারিব।

আমার কথার উত্তরে তাঁহাদের একজন বলিলেন,—আমাদের কথা শুনিয়া আপনি মনক্ষুণ্ণ হইবেন না। কারণ, ইতিমধ্যে একজন দস্যু সাধুজনের ছদ্মবেশে আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের সহিত মিশিয়াছিল। আমরাও তাহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম।

পোষাক দেখিয়া কে কেমন লোক,
কখনই চেনা যায় না।
লেখকই জানে চিঠিতে কি লেখা,
অপরে সে খোঁজ পায় না। (১)

তাহার দরবেশ-জনোচিত পোষাক দেখিয়া আমরা তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

---

(১) চে দানন্দ্ মর্দ্দম্ কে দর্ জামা কিস্ত্?
নভেছান্দা দানদ্ কে দর্ নামা চিস্ত্?

এস্থলে চিঠি অর্থে লেফাকা-বদ্ধ চিঠি।

সাধুদের বাহিরের ফকিরের বেশ
সাধারণ লোক মাঝে শোভা পায় বেশ।
কর সদা ভাল কাজ, পর খুশী যাহা,
শাহী বেশে ধরি' চল ফকিরের রাহা। *

কামনা ত্যাগের মাঝে সাধুতা বিরাজে,
কভু ভাই, দোষ নাই রাজকীয় সাজে।
বীরবেশ মাঝে চাই মহাবীর-দেহ,
সাঁজোয়ার * মাঝে ক্লীব দেখেছে কি কেহ? (২)

আমরা এক সঙ্গে সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে একটি দুর্গের নিকটে আসিয়া রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য অবস্থিতি করিলাম। গভীর রাত্রে হতভাগ্য দস্যু একজনের একটী লোটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আমরা মনে করিলাম, সে পায়খানায় যাইতেছে; কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না।

* রাহা—রাস্তা।
* সাঁজোয়া=বর্ম্ম

(২) ছুরতে হালে আ'রেফাঁ দেল্‌কস্ত্‌,
ইঁ কদর্‌ বছ্‌ চু রুয়ে দর্‌ খল্‌কস্ত্‌,
দর্‌ আমল্‌ কোশ্‌ হর্‌চে খাহী পোশ্‌,
তাজ্‌ বর্‌ ছর্‌ নেহ্‌ ও আ'লম্‌ বর্‌ দোশ্‌!

দেখ না খেরকাধারী সাধুতে কি করে কাজ!
কা'বার গেলাফে (১) যেন ক'রেছে গাধার সাজ! (২)

এই রূপে সে আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোন কৌশলে দুর্গের বুরুজে প্রবেশ করে এবং ধনরত্ন পূর্ণ একটি ছোট বাক্‌শ চুরি করিয়া বহু দূরে সরিয়া পড়ে। আমরা এ সমস্ত কিছুই জানিতাম না। নিরুদ্বেগে শুইয়া আছি, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া আমাদিগকে দুর্গের মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল। আমরাই বাক্‌শ চুরি করিয়াছি, এইরূপ সন্দেহ করিয়া তাহারা আমাদিগকে নিদ্দয়ভাবে প্রহার করিল এবং কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখিল। সেই দিন হইতেই অজানিত লোকের সংস্রব বর্জ্জন করিয়া আমরা নির্জ্জনতার ফল অর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। নির্জ্জনতাতেই নিরাপদতা।

তর্‌কে দুনিয়া ও শহ্‌ওয়াত ও হাওছ্‌,
পারছায়ী, না তর্‌কে জামা ও বছ্‌।
দর কজাগন্দ মর্দ্দ বায়দ বুদ্‌
বর্‌ মখন্নছ্‌ ছলাহে জঙ্গ্‌ চে ছুদ্‌?

(১) কা'বা শরীফের গেলাফ বা আচ্ছাদন-বস্ত্র অত্যন্ত পবিত্র বিবেচিত হয়।

(২) পারছা বিন্‌ কে খেরকা দরবর্‌ কর্দ্দ্‌
জামায়ে কা'বারা জোল্লে খর্‌ কর্দ্দ।

দলের ভিতরে একজন যদি করে দোষ
ছোট বড় কারো সম্মান তা'তে রয় না।
পরশস্যভোজী একটি গরুর কারণে
সমস্ত গ্রামের বদনাম কি গো হয় না?

আমি বলিলাম,—মহান খোদাতা'লাকে ধন্যবাদ, কারণ আপনাদের ন্যায় মহাজনগণের সহবাসের সুফল হইতে আমি একেবারে বঞ্চিত হইলাম না, যদিও বাহ্যতঃ আপনাদের সঙ্গ-সুখ আমার অদৃষ্টে জুটিবে না, তথাপি এই গল্প চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে; চিরদিন আমি ইহা হইতে উপকার লাভ করিব।

একজন অর্ব্বাচীন রূঢ় কথা কহিলে
সভার সকল জ্ঞানি- জনে হ'ন ক্ষুণ্ণ;
নাপাক হাওজ হবে শারমেয় পড়িলে
কেওড়া গোলাপ জলে যদিও তা' পূর্ণ! (২)

(১) বয়েক্ না তরাশিদা দর্ মজ্লেছে,
বেরঞ্জদ্ দিলে হোশ্মন্দাঁ বছে,
আগার্ বোর্কায়ে পোর কুনান্দ্ আজ্ গোলাব্
ছগে দর ওয়ে ওফতদ্ শওয়াদ্ মন্জলাব্

(১) চু আজ্ কওমে একে বেদানেশী কর্দ্,
না কেহ্ রা মন্জেলত্ বাশদ্ না মেহ্ রা।
নমি বিনি কে গাওয়ে দর্ অলফ্ জার্,
বেয়ালায়াদ্ হামা গাওয়ানে দেহ্ রা।

(২৬)

একজন ফকির বাদশা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের সময় তিনি যেরূপ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা কম খাইলেন; কিন্তু নামাজ পড়িবার সময় তিনি যেরূপ অভ্যাস তাহা অপেক্ষা বেশী পড়িলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এইরূপ করিলে তাঁহার সম্বন্ধে বাদশার ধারণা খুব উচ্চ হইবে।

যে পথে চলিছ তুমি ওহে বনবাসি,
আশঙ্কা, কা'বার পথ নহে এ কখন;
নও তুমি কভু কা'বা- দর্শন প্রয়াসী,
তুরকীস্থান দিকে দেখি তোমার চলন! (১)

সাধু বাটী ফিরিয়া আসিয়া আবার আহারের জন্য দস্তরখান বিছাইতে বলিলেন। তাঁহার এক জ্ঞানী পুত্র ছিল, সে ব্যাপার সমুদয় বুঝিতে পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, সম্রাটের সভায় আপনি কেন প্রয়োজন মত আহার করেন নাই? পিতা বলিলেন,—বাবা, উহাদের সম্মুখে সঙ্কোচের সহিত এমন কিছুই খাওয়া হয় নাই, যাহাতে কাজ হইতে পারে। পুত্র বলিল,—নামাজও কাজা পড়ুন; কারণ, সেখানে আপনার এমন কিছু পড়া হয় নাই, যাহা আপনার কাজে লাগিতে পারে!

(১) তরছম্ না রছী বকা'বা আয় আরাবী,
কিঁ রাহ্ কে তু মিরভী বতোর্কস্তান্ আস্ত্।

গুণগুলি তব রাখিয়া দিয়াছ
হাতের তালুর উপরে,
যাহারে তাহারে দেখায়ে বেড়াও,
বাড়াও নিজের মূল্য।
রাখ নিজ দোষ গোপনে লুকায়ে
দুই বগলের ভিতরে।
আমল * তোমার অভাবের দিনে
মেকি রুপিয়ার তুল্য। (১)

(৪৭)

স্মরণ আছে, বাল্যকালে আমি অত্যন্ত এবাদত করিতাম! বহু বিনিদ্র রজনী এবাদতে অতিবাহিত হইত। পরহেজগারী ও খোদাপোরস্তীতে আমার তুলনা মিলিত না। একদিন রাত্রিতে আমার পিতার সহিত (খোদা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন) এবাদতে মশগুল ছিলাম। সমস্ত রাত্রির মধ্যে নয়নদ্বয় একটুও মুদ্রিত করি নাই। প্রিয় কোরান শরীফ

* আমল = কার্য্য।

(১) আয় হুনর্‌হা নেহাদা বর্ কফে দস্ত,
আয়েব হা বর্ গেরেফ্‌তা জেরে বগল্।
তা চে খাহী খরিদন্ আয় মগ্‌রুর্
রোজে দর্‌মন্দগী বছীমে দগল্?

সম্মুখে সংন্যস্ত ছিল। আমাদের নিকটেই একদল লোক গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। অলেদ সাহেবকে বলিলাম,—ইহাদের মধ্যে কেহই সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও মাথা তুলিল না—দুই রাকা'ত নামাজও পড়িল না। দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা ঘুমাইয়া নাই, একেবারে মরিয়া আছে। পিতা উত্তর করিলেন,—বাবা, তুমিও যদি উহাদের মত ঘুমাইয়া থাকিতে, তাহা হইলে এইরূপ পরনিন্দা অপেক্ষা অনেক ভাল হইত। উহারা ঘুমাইয়া অন্ততঃ কোন পাপ করিতেছে না, কিন্তু তুমি জাগিয়া থাকিয়া পরনিন্দারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে।

অহঙ্কারী জনে অপরের কথা
নাহি পারে কভু ভাবিতে,
খেয়ালের এক পরদা রঙ্গীন
টাঙ্গান তাহার সামনে।
অন্তর-নয়ন যদি খোদা তোমা
করিতেন দান, দেখিতে
তোমার মতন নিরুপায় আর
নাহি কেহ এই ভুবনে! (১)

(১) না বিনদ্ মোদ্দায়ী জোজ্ খেশ্তন্‌রা
কে দারদ্ পর্‌দায়ে পেন্দার্ দর্‌পেশ্।
গরত্ চশ্‌মে খোদা বিনী বে বখ্‌শদ্
না বিনী হিচ্ কছ্ আজেজ্‌তর্ আজ্ খেশ্।

(৪৮)

একবার সভার মধ্যে বহু লোকে একজন বোজর্গ ব্যক্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছিলেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহার গুণগ্রাম অত্যন্ত বাড়াইয়া বলিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রশংসিত ভদ্রলোকটী সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি নীরবে সমস্ত শুনিয়া অবশেষে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অতি সংক্ষেপে বলিলেন, "মন্ আঁনম্ কে মন্ দানম্।" অর্থাৎ আমি কেমন লোক তাহা আমিই জানি।

ভাল বলি' জানে মোরে লোক সমুদয়,
আমি যে কেমন, মোর অজানা তা' নয়।
যে দোষ আমার মাঝে রয়েছে গোপন
লজ্জায় মরিয়া যাই করিতে স্মরণ।
ময়ূরের রূপে তার সবে গুণ গায়
বিমর্ষ সতত সে যে পায়ের লজ্জায়।

(৪৯)

আরব দেশের অন্তর্গত লেবানন নামক স্থানের একজন দরবেশ ধর্ম্মপরায়ণতা ও পরহেজগারীতে অত্যন্ত বিখ্যাত

ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও কারামতের কথা দূর-দূরান্তরের লোকেরাও অবগত ছিল। একদিন তিনি বাগ্‌দাদের অন্তর্গত কোলাছা নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র হাওজে অজু করিতে-ছিলেন। হঠাৎ পা সরিয়া তিনি হাওজের মধ্যে পড়িয়া যান, এবং বহু কষ্টে অনেকক্ষণ পরে তিনি উহা হইতে উদ্ধার লাভ করেন। নামাজান্তে তাঁহাকে সিক্ত অবস্থায় দেখিয়া এবং ব্যাপার সমুদয় জানিতে পারিয়া সকলে দুঃখিত ও বিস্মিত হইল। একজন বলিলেন,—হুজুর, আমি একটি সমস্যায় পড়িয়াছি, উহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অনুমতি হয়, তবে খেদমতে আরজ করিতে পারি। দরবেশ বলিলেন,—আপনার সমস্যাটি কি? তিনি উত্তর করিলেন আমার স্মরণ হয়, হুজুর এক সময় লিবাৎ সাগরের উপর দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন পানিতে হুজুরের পদযুগলও সিক্ত হয় নাই। কিন্তু আজ আপনার এ কি অবস্থা! সামান্য হাওজের পানিতে হাবুডুবু খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার কারণ কি?

দরবেশ এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাহার পর বলিলেন,—আপনি কি শুনেন নাই, হজরত রসুল (সঃ) বলিয়াছেন,—সময় সময় খোদাতা'লার সহিত আমার বিশেষ যোগ সাধিত হইয়া থাকে। জিব্রাইল, মিকাইল ইত্যাদি বড় বড় ফেরেশ্‌তা পর্য্যন্ত ঐ অবস্থার সন্ধান রাখেন না।

হজরত ইহাও বলিয়াছেন যে, সর্ব্বদা এইরূপ অবস্থা থাকে না। এমন অবস্থাও অনেক সময় আসিয়াছে যে, তিনি তাঁহার বিবিগণের পর্য্যন্ত সন্ধান রাখিতে পারেন নাই।

শুধাইলা একজন পুত্রহারা নবীরে,—
জ্ঞানী তুমি, বাতেনের * বুঝ ভেদ সবি রে।
মিসরে আছিল জামা, গন্ধ তার পাইলে,
কেনানে কুয়াতে পুত্র, সেদিকে না চাইলে!
কহিলা,—মোদের দশা দামিনীর সম গো,
ক্ষণেক চমকে, ক্ষণে সুগভীর তম গো!
কভু বা আরশ-শীর্ষে আমাদের ঠাঁই হে,
কভু বা পিছনে কি তা বুঝিতে না পাই হে! (১)

---

(১) একে পুর্‌ছিদ আজাঁ গম্ কর্দ্দা ফর্‌জন্দ্,
কে আয় রওশন্ গহর্‌ পীরে খেরদ্‌মন্দ্
জে মেছ্‌রশ্ বুয়ে পায়র্‌হানশ্ শনিদী,
চেরা দর্‌ চাহে কেনা'নশ্ না দিদী?
বোগোফ্‌ত্ আহ্‌ওয়ালে মা বর্‌কে জাহানস্ত্
দমে পয়দা ও দিগর্‌ দম্ নেহানস্ত্
গাহে বর্‌ তারেমে আলা নশিনম্
গাহে বর্‌ পোশ্‌তে পায়ে খোদ্ নাবিনাম্
আগার দোরবেশ্ বর্‌হালে বেমন্দে
ছরে দস্ত্ আজ্ দো আ'লম্ বর্‌ ফেশন্দে!

* বাতেন—গুপ্ততত্ব।

একি "হাল"* ফকিরের যদি সদা থাকিত,
সহযোগ কারো সাথে কিছু সে না রাখিত।

(৮০)

বলবক্ নামক স্থানের জামে মসজিদে একদিন আমি ওয়াজের † ধরণে কতকগুলি কথা বলিতেছিলাম। শ্রোতাগণ সকলেই মৃত-প্রাণ; আমার ওয়াজে তাহাদের মনের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছিল না। আমার কথার মধ্যে যে সমস্ত গভীর অর্থ ছিল, তাহারা কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। সিক্ত-কাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত হয় না, তাহাদের ঠাণ্ডা মনের ভিতরে আমার বক্তৃতার প্রভাব কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইল না। আমার আক্ষেপ হইল, এই সমস্ত গর্দ্দভদিগকে আমি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি! অন্ধজনের সম্মুখে দর্পণ উপস্থিত করিয়াছি! আমার তখন কথার দরজা খুলিয়া গিয়াছে; ভাবের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। বক্তৃতার ঝোকে কোরান শরিফের সেই আয়াতটিতে আসিয়া পড়িলাম, যাহাতে খোদাতা'লা

---

* হাল—অবস্থা।

† ওয়াজ—ধর্ম্মবক্তৃতা।

বলিতেছেন,—আমি মানবের ঘাড়ের শিরা অপেক্ষাও নিকটে আছি! (১)

সখা মোর নিকটেই আমারই মাঝারে,
অথচ আজব, আমি রহিয়াছি দূরে তার!
পরাণের মাঝে পূরে রাখিয়াছি যাঁহারে
তাঁহারি বিরহে সদা করিতেছি হাহাকার। (২)

এই কথার মদিরায় আমি ক্রমশঃ মত্ত হইয়া উঠিলাম; জগত-সংসার ভুলিয়া গেলাম। এই সময় একজন পথিক সেই মস্‌জিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে এই বয়াতটি শুনিয়া আমাদের সভার মধ্যে মত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিল। ভাবাবেশে চীৎকার করিতে করিতে সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যে বিভু-প্রেমের অগ্নি জ্বলিয়াছিল, যেন সভাস্থ সকলেরই অন্তরে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। সভায় যাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন ধরণের লোক ছিল তাহারা পর্য্যন্ত যেন প্রেমবশে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

(১) নাহ্‌নো আক্‌রাবো এলায়হে মেন্‌ হাব্‌লেল্‌ অরিদ্‌।

(২) দোস্ত্‌ নজদিক্‌ তর্‌ আজ্‌মন্‌ বমন্‌ আস্ত্‌
ইঁ আজব্‌ তর্‌ কে মন্‌ আজ্‌ ওয়ে দূরম্‌;
চে কুনাম? বা কে তওয়াঁ গোফ্‌ত্‌ কে উ
দর্‌ কেনারে মন্‌ ও মন্‌ মজহুরম্‌।

চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সভা যেন স্বর্গীয় প্রেম-সুরায় অভিষিক্ত হইয়া গেল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—সোবহান্ আল্লা! খোদা-তা'লার কি অপার মহিমা। যে দূরে ছিল, এতক্ষণ আমার কথা কিছুই শুনে নাই, সে আমার কথায় এতটা বিচলিত ও মুগ্ধ হইল; কিন্তু যাহারা এতক্ষণ নিকটে বসিয়া আমার ওয়াজ শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে ইহা কিছুমাত্র আছর করিল না।

হৃদয়বান ব্যক্তি দূরে থাকিলেও নিকটে, আর হৃদয়হীন ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও দূরে।

শ্রোতাগণ যদি মনোযোগ দিয়ে না শুনে
বক্তার মনে তা'তে কদাচন
উৎসাহ কিছু রয় না;
আগ্রহ যদি থাকে তাহাদের হৃদয়ে,
বক্তৃতার খেলা চলিবে এমন
তুলনা তাহার হয় না।

---

(১) ফাহ্‌মে ছোখন্ চুঁ না কুনাদ্ মোস্তমা'
কুয়াতে তবা' আজ্ মোতাকাল্লাম্ মজোয়ে;
বা ছাহাতে ময়দানে এরাদত্ বেয়াব্
তা বে জনদ্ মর্দ্দে ছোখন গোয়ে গোয়ে।

(৮১)

নদীর ধারে একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলাম। ব্যাঘ্র-দংশনে তাঁহার শরীরে ভয়ানক ক্ষত হইয়াছিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগেও উক্ত ক্ষত আরোগ্য হয় নাই। বেচারা বহুকাল ধরিয়া ভীষণ ক্ষতের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, আর মহান, প্রতাপান্বিত খোদাতা'লার শোকর করিতেছে। কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল; নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও খোদাতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তুমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছ? সে উত্তর করিল,—এই জন্য শোকর করিতেছি যে, আমি অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে রহিয়াছি, কিন্তু কোন পাপে নিপতিত হই নাই।

যদি সেই প্রিয় সখা হয়েন জীবন মম,
তখনো প্রাণের মায়া ভাবিও না হবে মোর;
ব্যথিত কি জানি যদি হ'ন সেই প্রিয়তম
সেই ভয়ে নিরবধি বহিতেছে আঁখি-লোর।

বাস্তবিকই খোদাপোরস্ত্ ব্যক্তিগণ বিপদ আপদকে হাসি-মুখে বরণ করিয়া ল'ন, কিন্তু পাপের সংস্রবে যাইতে চাহেন না। কোরান শরীফে আছে, হজরত ইউসোফ আলায়হে-সালামকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তখন

তিনি বলিয়াছিলেন,—হে খোদাতা'লা, উক্ত প্রলোভনময় পাপের পথ হইতে এই কারাগার আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

(৮২)

একজন ফকির অত্যন্ত অভাবে পড়িয়া তাহার জনৈক ধর্ম্ম-বন্ধুর একখানি কম্বল অপহরণ করিয়াছিল। কম্বলটি বিক্রয় করিয়া সংসার-খরচ নির্ব্বাহ করিবার পর সে দৈবাৎ ধরা পড়িয়া গেল। শহরের কাজী তৎকালীন ব্যবস্থা অনুসারে ফকিরের হাত কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। কম্বলের মালিক দরবেশটী ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কাজীকে জানাইলেন,—হুজুর, আমি উহাকে কম্বলটি দান করিয়াছি। দয়া করিয়া উহার হস্তচ্ছেদ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করুন। কাজী উত্তর করিলেন, তোমার সুপারিশে শরিয়তের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা যাইতে পারে না। সে চুরি করিয়াছে, এবং চুরির অবশ্যম্ভাবী দণ্ড হস্তচ্ছেদ। দরবেশ বলিলেন,—হুজুর যাহা বলিতেছেন, অবশ্য সত্য। কিন্তু ইহাও শরিয়তের আইন যে, যদি কেহ অক্‌ফ্‌ করা মাল হইতে কিছু চুরি করে, তবে তাহার হস্তচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। দরবেশের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নাই। তাহার যাহা কিছু আছে, সমস্তই দরিদ্রগণের জন্য উৎসর্গিত, এইরূপ মনে করিতে হইবে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

দরবেশের এই যুক্তি হাকিম খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তিনি ফকিরের দণ্ড রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—হতভাগা, এই প্রকাণ্ড দুনিয়াটা কি তোমার নিকট সঙ্কীর্ণ বোধ হইয়াছিল? চুরি করিবার জন্য আর জায়গা পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! তুমি কিনা তোমার এমন একজন বন্ধুর বাটীতে চুরি করিলে!

ফকির লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল,—হে খোদাওয়ান্দ্, আপনি কি শুনেন নাই যে, লোকেরা বলিয়া থাকে,—

বন্ধুর মাল লহ তা'তে কোন ক্ষতি নাই;
অরাতির দ্বারে যে'ওনা যে'ওনা কভু ভাই!

অভাবের মাঝে হইবে যখন নিরুপায়
একেবারে যেন নিজেরে বিনাশ করো' না।
অরাতির ঘাড় ভাঙ্গিবেক নাহি করি ভয়;
বন্ধুর বাস করিতে হরণ ড'রো না। (১)

(৮৩)

কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন,—একজন বাদশা বেহেশ্তের মধ্যে এবং একজন দরবেশ দোজখের

(১) চুঁ বছথ্তী দর্ বেমানী তন্ ব অজজ্ আন্দর্ মদেহ্
দুশ্মনাঁরা পোস্ত্ বর্ কুন্ দোস্তাঁরা পুস্তিন্!

মধ্যে রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কারণ, লোকের ধারণা ইহার বিপরীত। তিনি মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় খোদাতা'লার তরফ হইতে নেদা বা দৈববাণী হইল,—এই বাদশার লক্ষ্য ছিল ফকিরীর দিকে; ফকির-ভাবেই ইনি জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য ইহার স্থান বেহেশ্‌তের মধ্যে হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সাধু বাদশা বা বড়লোকদের নৈকট্য কামনা করিত, তাহাদিগকে ভালবাসিত; সেইজন্য নরকেই তাহার স্থান হইয়াছে!

হে ছুফী, অহেতু কেন ধর এত সাজ?
তস্‌বী, কম্বল যত বৃথা এ সকল।
ক'রোনা ক'রোনা ভাই, কভু বদ কাজ;
সতত চরিত্র নিজ রাখিবে নির্ম্মল।
ফকিরী স্বভাব ধর, পর শাহী-তাজ,
লেংটী গেরুয়া শুধু ক'রোনা সম্বল! (১)

(১) দেলকত্‌ বচেহ্‌ কার্‌ আয়দ্‌ তছ্‌বিহ্‌ ও মরক্কা?
খোদ্‌রা আজ্‌ আমল্‌হায়ে নেকোহিদা বরী দার্‌
হাজত্‌ ব কোলাহে বর্‌কী দাশ্‌তনত্‌ নিস্ত্‌
দোরবেশ্‌ ছেফত্‌ বাশ্‌ ও কোলাহে তাতরী দার্‌।

(৫৪)

একজন পথভ্রান্ত পাপী ব্যক্তি খোদাতা'লার অসীম অনুগ্রহে হেদায়তের আলো প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, অল্প দিনের মধ্যে সে দরবেশগণের দলের মধ্যে আসিয়া শামেল হইল। ফকিরগণের সৎসঙ্গের বরকতে তাহার মধ্যে সত্য ও পবিত্রতার আলো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্দ কার্য্যের পরিবর্ত্তে সে সর্ব্বদা সৎকার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। সংসারের মোহ তাহার অন্তর হইতে বিলীন হইয়া আসিল। কিন্তু হইলে কি হয়, সে মানবগণের নিন্দাবাদ ও গঞ্জনা হইতে তথাপি রক্ষা পাইতে পারিল না। নানাভাবে লোকে তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া বেড়াইত।

তওবা করিলে খোদার আজাব মাফ হয়,
মানব-রসনা কভু কা'রো ক্ষমি- বার নয়।

ক্রমাগত নিন্দার আঘাত সহ্য করিতে করিতে বেচারা একেবারে অতিষ্ট হইয়া উঠিল। একদিন নিরুপায় হইয়া সে তাহার পীরের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিল। পীর সাহেব উত্তর দিলেন,—বাবা, খোদাতা'লাকে ধন্যবাদ দাও যে, তাহারা তোমাকে যেরূপ পাপী মনে করিয়া থাকে, তুমি বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ নহ।

কত কবে আর কুলোকে তোমার
বদনাম করে সতত ?
তুমি ভাল, এই সুখের বিষয় ;
কুযশে কি ভয়, বলত ?
তুমি যদি বদ হ'তে, আর সবে
করিত তোমার গুণ গান
তার চেয়ে এই মিছে বদনাম
ভালই জানিবে ফলতঃ।

পীর সাহেব বলিলেন,—লোকে তোমার নিন্দা করে, তোমার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু আমার অবস্থা বাস্তবিকই আশঙ্কাজনক। লোকে আমাকে কামেল পীর, পূর্ণ ধার্ম্মিক মনে করে ; কিন্তু এদিকে আমার কত ক্রুটী ! আমার ভিতরের অবস্থা লোকে জানে না, কিন্তু অন্তর্য্যামী খোদাতা'লার নিকট ত কিছুই গোপন নাই।

দরজা আমার আবদ্ধ সতত থাকে তাই,
আমার আয়েব * কেহ নাহি পারে ধরিতে.
খোদার নিকট এ গোপনে কোন লাভ নাই,
তার কাছে কেহ পারে কি গোপন করিতে ?

* আয়েব=দোষ

(৫৫)

একজন বিখ্যাত বোজর্গ ব্যক্তির নিকট আমি একদিন অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, অমুক ব্যক্তি অন্যায় করিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। তিনি আমাকে বলিলেন,—সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাকে লজ্জিত করিতে চেষ্টা কর।

তুমি যদি ভাল হও তব অরিগণ
র'বে না অরাতি তব জেনো বেশীক্ষণ।

(৫৬)

একজন স্থফী তাসাওয়াফ্ * প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন,—পূর্ব্বকালের স্থফীরা বাহিরে গোলমালের মধ্যে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে নির্জ্জনে বাস করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের দরবেশরা বাহিরে নির্জ্জনে থাকিলেও তাঁহাদের অন্তর্দ্দেশ নানা গোলযোগে পূর্ণ। যিনি প্রকৃত সাধক তিনি জনতার মধ্যেও নির্জ্জন বাস করিতে পারেন; পক্ষান্তরে যিনি সাধন-পথে অগ্রসর নহেন, তিনি নির্জ্জনে ধ্যানে বসিলেও তাঁহার হৃদয় জগতের যাবতীয় গোলযোগে পূর্ণ থাকে (১)

* তাসাওয়াফ্=খোদাপ্রাপ্তি বিদ্যা, মা'রেফত।

(১) যাঁহারা তাসাওয়াফ্-পথের পথিক, তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় অনেক-গুলি নীতি আছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে একটি "খেলাওয়াত্ দর্ আঞ্জামন"

মন যদি তব এখানে সেখানে
ঘুরিয়া বেড়ায় সতত,
জনহীন ঘরে নহ জনহীন ;
সে একা থাকায় লাভ নাই ;
থাক যদি সদা ধন-জন মাঝে
শত কারবারে নিরত,
খোদার তরফ থাকে যদি মন
নিরজনে যেন আছ ভাই। (১)

(৩৭)

এক সময় আমি হেজাজ দেশের মধ্য দিয়া কতিপয় সহৃদয় যুবকের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। তাঁহারা সর্ব্বদাই যেন গভীর ভাবে তন্ময় অবস্থায় গুণগুণ স্বরে কি এক রহস্যময় প্রেমপূর্ণ কবিতার আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমাদের দলের

বা বহুলোকের মধ্যেও আন্তরিক নির্জ্জনতা। মরহুম মৌলভী আবদুল করিম সাহেব প্রণীত এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১) চু হস্ ছায়া'ত্ আজ্ তু বজায়ে রওয়াদ্ দিল্
ব তন্হায়ী আন্দর্ ছাফায়ী না বিনি।
অরত্ মাল্ ও জাহস্ত্ ও জেরা'ও তেজারত্,
চু দিল্ বা খোদাইস্ত্ খেলাওয়াত্ নশিনি।

একজন কঠোর প্রকৃতি বিশিষ্ট সুফী এই সকলের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না। প্রেমিকদের অন্তরের বেদনা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন ধারণাই ছিল না।

আমরা যখন সিরিয়ার অন্তর্গত নখিলে বনি-হেলাল নামক মরুগ্রামে উপস্থিত হইলাম, তখন একটি হাব্‌শী বালক আমাদের নিকট আসিয়া সুমধুর স্বরে গান ধরিল। তাহার গানের মধুর সুরে চারিদিক যেন মধুময় হইয়া উঠিল। আকাশের পক্ষিগণ গানে মুগ্ধ হইয়া নীচে নামিতে লাগিল। উটগুলি গানের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিল! উক্ত সুফীর উট ভাবে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে একদিকে ছুটিয়া গেল। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—জনাব, সঙ্গীতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য, ইহা আপনার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না!

জান না কি ক'য়েছিল প্রভাতের বুল্‌বুল্ ?
কেমন মানুষ তুমি ? প্রেম কি তা জান না ?
সঙ্গীতে প্রমত্ত হয় মরুভূর উটকুল,
প্রমত্ততা-হীন নর নর-অবমাননা। (১)

---

(১) দানী কে চে গোফ্‌ত্ মরা আঁ বুল্‌বুলে ছহ্‌রে
তু খোদ্ চে আদ্‌মী ? কাজ্ এশ্‌ক্ বে খবরী !
ওশ্‌তর্ ব শে'য়েরে আরব্ দর্ হালতস্ত্ ও তরব্
গর্ জওক্ নিস্ত্ তোরা কজ্ তবা' জান্‌ওয়ারী !

দুলিয়া দুলিয়া সকল ভুলিয়া তরুকুল নাচে হরষে
মলয়া যখন প্রেম-শিহরণ জাগায় পেলব- পরশে।
পাষাণ-পরাণ পাহাড়ের কায় মহা ঝটিকায় নমে না,
বুঝেকি কেমন মধুর মোহন প্রেম চির মনো- হর সে? (১)

যা কিছু দেখিছ রয়েছে জেকেরে মত্ত,
কান যাঁর আছে বুঝে এই মহা- তত্ত্ব।
বুল্‌বুল্ শুধু গোলাপের গান গাহে না,
প্রত্যেক কাঁটাও গায় তাঁর গান সত্য! (২)

(৩৮)

এক বাদশা অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। একদিন মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া খেয়ালের ঝোঁকে তিনি অছিয়ত করিলেন,—পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যক্তি শহরের দরজায় প্রবেশ করিবে, তাহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন।

---

(১) ওয়া এন্দা হবুবেন্ নাশেরাতে আলাল্ হেমা,
তামিলো গোছুনোল্ বানে লাল্ হাজারোছ্ ছাল্‌দো!

(২) বজেক্‌রশ্ হর্ চে বিনী দর্ খরোশস্ত্,
অলে দানদ্ দরিঁ মা'নি কে গোশস্ত্,
না বুল্‌বুল্ বর্ গুলশ্ তছবিহ্ খানস্ত্,
কে হর্ খারে বতছ্‌বিহশ্ জবানস্ত্!

ঘটনাক্রমে পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যক্তি উক্ত শহরে প্রবেশ করিল, সে একজন ফকির। সমস্ত জীবন ভিক্ষা করিয়া সে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভিখারীর মাথায় রাজমুকুট শোভা পাইল, সিংহাসন তাহার আসন হইল। রাজ্যের বিরাট ধনভাণ্ডার তাহারই হস্তগত হইল।

ফকিরের কিছুদিন খুবই আরামে কাটিয়া গেল। কিন্তু এই সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। অনেক আমির ওমরা ক্রমশঃ তাহার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজাগণ এই সংবাদ পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। ফকিরের সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া উঠিল। তাহার মনের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। নানা চিন্তায় সে তখন ভারাক্রান্ত। এই সময় তাহার একজন ভিক্ষুক-জীবনের পুরাতন বন্ধু দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণান্তর দেশে ফিরিয়া তাহার রাজত্ব-প্রাপ্তির সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—মহা পরাক্রান্ত খোদাতা'লার প্রতিই কৃতজ্ঞতা। কাঁটা হইতেই তোমার এই সৌভাগ্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অদৃষ্ট তোমার অনুকূল। খোদাতা'লার অনুগ্রহ সর্ব্বদা তোমার উপর বর্ষণশীল। তাই তুমি এই উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত

হইয়াছ। খোদাতা'লা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—প্রত্যেক কঠোরতার পরে নিশ্চয়ই কোমলতা আছে।

কখন কুসুম ফুটে কখন শুকায়,
এক ভাবে কিছু নাহি রহে এ ধরায়।
পত্র-পরিচ্ছদ কভু পরে তরুগণ,
কভু বা উলঙ্গপ্রায়, বসিয়া কেমন।

ফকির বলিল,—বন্ধু, আমার বর্তমান অবস্থা-পরিবর্তনের জন্য আনন্দ করিও না; বরং দুঃখ কর। পূর্বে শুধু অন্নের চিন্তাই ছিল, এখন সমস্ত দুনিয়ার চিন্তায় আমাকে নিপীড়িত করিতেছে।

ছিলনা যখন বিভব সম্পদ, ছিনু আমি অতি ক্ষুণ্ণ;
পাইলাম যবে, শত উদ্বেগ ফেলিল আমায় জড়া'য়ে।
দুনিয়ার মত দেখিনি' এমন কিছুই বিপদ- পূর্ণ
পাও বা না পাও, দহন ইহার পারিবে না যেতে এড়ায়ে। (১)

(১) আগার্ দুনিয়া নাবাশদ্ দর্দ্দি মন্দেম্
আগার্ বাশদ বি মেহ্‌রশ্ পায় বন্দেম্;
বালায়ে জিঁ জাহাঁ আশুব তর্ নিস্ত্
কে রঞ্জে খাতেরস্ত্ আর্ হাস্ত্ আগর্ নিস্ত্!

প্রকৃত সম্পদ যদি তুমি চাও, শুনহে
সন্তোষ বিনা সম্পদ আর কিছু নাই ;
ধনীজন-দান হ'তে ভাল শত গুণ হে
গরীব জনের ছবর নিশ্চয়, * জেনো ভাই

(৩৯)

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজী আল্লাহো আন্‌হু প্রত্যেকদিন হজরত রসুল ছল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতেন। একদিন হজরত তাঁহাকে বলিলেন,— প্রত্যেকদিন আসিবেন না ; তাহা হইলেই মহব্বত অধিক থাকিবে। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন, সূর্য্য এত সুন্দর, এত উজ্জ্বল ; তবুও প্রত্যহ উদয় হয় বলিয়া কেহই ইহাকে ভালবাসে না। তবে কেবল শীতকালে তাহাকে আদর করে, কারণ তখন তাহার প্রয়োজন হয়।

কাহারো নিকটে যাবে দোষ তাতে নাই,
সাবধান, বেশী কিন্তু করোনা গমন ;
অপরে শাসন তোমা করিবে না ভাই;
আপনারে যদি তুমি করহ শাসন! (১)

* ছবর=ধৈর্য্য।

(১) বদিদারে মর্দ্দম্ শোদন্ আয়েব্ নিস্ত্
অলিকেন্ না চান্দাঁ কে গোয়ান্দ্ বছ্!
আগার্ খেশ্‌তন্ রা মালামত্ কুনি,
মালামত্ না অয়াদ্ শনিদন্ যে কছ্।

(৬০)

বন্ধুবান্ধবগণের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাদের সংস্রব আর ভাল লাগিল না। জেরুজালেমের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। বনের পশু পক্ষীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মনের শান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন ঘটনাক্রমে একদল ফিরিঙ্গি আমাকে বন্দী করিয়া ত্রিপলীতে লইয়া গেল। তথায় একজন ইহুদীর অধীনে অন্যান্য বহু কয়েদীর সহিত আমি মাটি কাটিতে নিযুক্ত হইয়া গেলাম। বড়ই কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন দৈবক্রমে আমার একজন পুরাতন বন্ধু আমাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। আলেপ্পো শহরে তাঁহার নিবাস। পথ চলিতে চলিতে আমাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন এবং বিস্ময় ভরে বলিয়া উঠিলেন,—একি অবস্থা দেখিতেছি! আহা! এই কষ্টের কার্য্য কি আপনার সাজে!

উত্তর দিলাম,—

পাহাড়ে প্রান্তরে আমি নিয়েছিনু স্থান মোর,
ছিল আশা, খোদা বিনা ভাবিব না কিছু আর।
ভাবি দেখ বন্ধু, এবে, কি মম দুর্গতি ঘোর।
গাধার গোহালে বাঁধা! পরাধীন একেবার!

জিঞ্জিরে আবদ্ধ যদি থাকে দু'চরণ
ভাল তাহা, সাথে যদি রহে বন্ধুগণ।
বাগিচা ভ্রমণ কভু সুখকর নয়
অচেনা লোকের সাথে, জানিবে নিশ্চয়। (১)

আমার দুরবস্থা দেখিয়া বন্ধুর দয়া হইল। দশটি সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তিনি আমাকে ফিরিঙ্গির দাসত্ব হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন। অতঃপর আমরা এক সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি আলেপ্পো শহরে যাত্রা করিলাম। বন্ধুর বাটীতে কিছুদিন অবস্থিতি করায় সকলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিয়া গেল। বন্ধুবর একদিন তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি অসম্মত হইতে পারিলাম না। অচিরে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন বেশ সুখ-শান্তিতে কাটিল। ক্রমে ক্রমে আমার নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাঁহার বদ্‌মেজাজ ও কলহপ্রিয়তা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। দিন দিন তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং আমার মনের সুখশান্তি বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল।

(১) পায়ে জিঞ্জির পেশে দোস্তাঁ
বেহ্‌ কে বা বেগাঙ্গা দর বুস্তাঁ।

বদ মেয়েলোক ভাল মানুষের ঘরেতে,
জ্বলন্ত দোজখ যেন দুনিয়ার পরেতে।
সাবধান হও সাবধান হও সাবধান।
এ দোজখ পানে হ'য়োনা কেহই আগুয়ান। (১)

একদিন সে অহঙ্কারের সহিত উচ্চকণ্ঠে আমাকে বলিল,—"তুমি কি সেই লোক, যাঁহাকে আমার পিতা ফিরিঙ্গিদের কয়েদখানা হইতে দশ দেরেমে কিনিয়া আনিয়াছিলেন? আমি বলিলাম—হাঁ; আমি বাস্তবিকই সেই লোক যাঁহাকে তোমার পিতা ফিরিঙ্গির কারাগার হইতে দশ দিনারের বিনিময়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, এবং অবশেষে যাঁহাকে একশত দিনারের বিনিময়ে তোমার দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন।

মহাজন কেহ বাঁচাইলা এক ছাগেরে,
কাড়িয়া শিকার দূরে তাড়াইলা বাঘেরে।
নিশিতে ছুরিকা চালাইলা তার হলকে!
অভাগা ছাগল ত্যজিল জীবন পলকে।
মরণের কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ তার।
চরণে লুটিয়া কয়েছিল সেই হন্তার,—

(১) জনে বদ্ দর্ ছরায়ে মর্দ্দে নেকো
হাম্ দরিঁ আলমস্ত, দোজখে উ
জিন্হার আজ, করিন্নে বদ্ জিন্হার্
ওয়া কেনা রাব্বানা অজাবুন্নার!

তোমার দয়ায় খায় নাই মোরে বাঘেতে;
তুমিও যে বাঘ, বুঝি নাই তাহা আগেতে।

(৬১)

একজন উদাসীন ফকির কুফা হইতে আগত হেজাজের পথিকগণের কাফেলার সহিত আসিয়া মিশিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে কোন আবরণ ছিল না। নগ্নপদেই তিনি ভীষণ মরুভূর পথ একাকী অতিক্রম করিতেছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি কপর্দ্দকশূন্য। ধীরে ধীরে কি এক ভাবময় গতিতে তিনি চলিতেছিলেন, আর আপন মনে গাহিতেছিলেন,—

উটের উপর কখন ছওয়ার হই না,
উট সম মোর নাহি হয় বোঝা বহিতে;
প্রভু কারো নই, প্রভুত্বের কথা কই না;
কাহারো গোলাম নহি আমি এই মহীতে।
নাই কিছু, তাই কোনই উদ্বেগ সই না;
মুক্ত এ প্রাণ কত সুখী নারি কহিতে!
আরামে নিশ্বাস ফেলি, দিলে ধন লই না;
কোন জিনিসের হয়না অভাব সহিতে! (১)

(১) না ব শোতর্ বর্ ছওয়ারম্ না চু ওশ্‌তর্ জেরেবারম্,
না খোদাওন্দে রাইয়াত্‌ না গোলামে শাহ্‌রিয়ারম্।
গমে মৌজুদ্ ও পেরেশানীয়ে মা'তুম্ নাদারম্,
নফছে মি জনম্ আছুদা ও ওম্‌রে মি গোজারম্।

একজন উষ্ট্রারোহী ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিলেন,—হে দরবেশ, এ বেশে কোথায় যাইতেছ ? ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও ; নতুবা মরুভূমির নিদারুণ কষ্টে বাঁচিবে না। দরবেশ এই উপদেশ শুনিলেন না ; জনহীন নিরুদ্দেশের পথে একাকী যাত্রা করিলেন। নখ্‌লায়ে মাহ্‌মুদ নামক স্থানে যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন উক্ত উষ্ট্রারোহী ধনী ব্যক্তিটি ঘটনাক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর কিছুপরে সেই দরবেশ কোথা হইতে আসিয়া মৃতদেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—এত কঠোরতায় আমি মরিলাম না, কিন্তু প্রচুরতা সত্ত্বেও তুমি মরিয়া গেলে !

কাঁদিল যে সারা রা'ত রোগীর শিয়রে বসি',
ভাবি' তা'র নিকটে মরণ ;
মরিল না রোগী, কিন্তু, প্রভাত হইলে নিশি
তা'রি পাশে আসিল শমন।
তেজীয়ান বহু ঘোড়া পারে নাই যেতে
লক্ষ্যস্থলে, গেছে পঙ্গু গর্দ্দভ সকল।
স্বাস্থ্যবান মরিয়াছে কতই অকালে
বেঁচেছে আহত, যার দেহে নাই বল।

(৬২)

একজন দরবেশকে জনৈক বাদশা আহ্বান করিয়াছিলেন। দরবেশ ভাবিলেন, এমন একটি ঔষধ খাইব, যাহাতে আমাকে

অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ দেখায়; তাহা হইলে বাদশার আমা-সম্বন্ধে ধারণা উচ্চ হইবে; তিনি ভাবিবেন, অতিরিক্ত এবাদত বন্দ্‌গীর জন্যই আমার শরীর এমন হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি ভ্রমক্রমে যে ঔষধটি খাইলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে তীব্র বিষ ছিল। দরবেশ উহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

পেস্‌তার মত ভেবেছিনু যারে
ভিতর বাহির সবি সার,
কাছে যেয়ে দেখি, সকলই মিছে
খোশা! যথা খোশা পেয়াজের।
মানবের দিকে ফিরাইয়া মুখ
কা'বা রাখি সদা পিছে তার
করিতেছে ছুফী আহা কি সুন্দর
অভিনয় সদা নামাজের। (১)

(৬৩)

গ্রীস দেশে একদল বণিককে দস্যুগণ আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছিল, এবং নির্দ্দয় ভাবে তাহাদিগকে প্রহার করিতেছিল। বণিকেরা বহু

(৩) আঁকে চু পেস্‌তা দিদমশ্‌ হামা মগ্‌জ্‌
পোস্ত্‌ বর্‌ পোস্ত্‌ বুদ্‌ হামচু পেয়াজ্‌;
পারছায়াঁ রু দর্‌ মখ্‌লুক্‌
পোশ্‌ত্‌ বর্‌ কেব্‌লা মি কুনাদ্‌ নামাজ

কাঁদাকাটা করিল, খোদার নামে, পয়গম্বরের নামে দস্যুদিগের নিকট করুণার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন জানাইল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না।

দস্যুগণ জয়ী যদি হয় পথিকের পরে,
কবে তারা তাহাদের উপরে করুণা করে?

উক্ত বণিকদলের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী লোকমান হাকিম স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন। সওদাগরদের কেহ কেহ তাঁহাকে বলিল,—হাকিম সাহেব, যদি আপনি দয়া করিয়া ইহাদিগকে একটু উপদেশ দিতেন, ওয়াজ করিয়া শুনাইতেন, তাহা হইলে হয়ত ইহারা এই নৃশংস দস্যুতা হইতে নিবৃত্ত হইত। আক্ষেপের বিষয়, এত ধনসম্পদ বিনষ্ট হইতে চলিল! লোকমান কহিলেন,—অধিকতর আক্ষেপের বিষয় হইবে এই শ্রেণীর পশু-প্রকৃতি লোকদিগের নিকট জ্ঞানের কথা বলা।

মরিচা বেবাক খেয়ে ফেলেছে যে লোহারে,
উকাতে কখন তার মলিনতা সারে না;
পাষণ্ড যে, উপদেশ কি করিবে তাহারে?
পাষাণে পেরেক কেহ ঢুকাইতে পারে না। (১)

(১) আহ্‌নেয়া কে মুরিয়ানা বোখোরদ্‌
না তওয়াঁ বোর্দ্‌ আজো ব ছয়কল্ জঙ্।
বা ছিয়া দিল্ চে ছুদ্ গোফ্‌তনে ওয়াজ্?
না রওয়াদ্ মেখে আহ্‌নী দর্ ছঙ্।

শান্তির সময় ব্যথিত জনের
মনের কামনা পুরহ,
আশিসে তাহার তা'হ'লে তোমার
যাইবে বিপদ কাটিয়া ;
ভিখারীরে দাও যাহা কিছু পার
অবজ্ঞায় নাহি দুরহ,
নাহি যদি দাও জালেম তোমার
লইবে বিভব লুটিয়া। (১)

(৬৪)

জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী লোকমান হাকিমকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আপনি আদব কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন,—বেয়াদবগণের নিকট হইতেই আমি আদব শিখিয়াছি। কারণ, তাহাদের যে সমস্ত কাজ আমার পছন্দ হয় নাই, আমি তৎসমুদয় কখনই করি নাই।

(১) বরোজগারে ছালামত্ শেকেস্তগাঁ দর্ ইয়াব
কে জব্রে খাতেরে মিছ্কিন্ বালা বেগর্দ্দানদ্!
চু ছায়েল্ আজ্ তু তলব্ কুনাদ্ চিজে,
বেদেহ্ আগর্ না ছেতেম্গার বজোর্ বেছেতানদ্!

কেহ কভু কোন কথা খেলা-ছলে কয় না
যাহা হ'তে জ্ঞানিগণ উপদেশ লয় না।
পড়িয়া শুনাও শত দর্শনের পরিচ্ছেদ,
অবোধের কাছে তার কোন দাম হয় না। (১)

(৩৫)

একজন আবেদ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি প্রতি রাত্রিতে দশ সের আন্দাজ আহার করিতেন, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত কোরান শরিফ এক খতম পড়িয়া শেষ করিতেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া জনৈক হৃদয়বান ব্যক্তি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অর্দ্ধখানি রুটি খাইয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইতেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইত।

(১) না গোয়ান্দ্ আজ্ ছরে বাজিচা হর্ফে
কে জাঁ পন্দে না গিরদ্ ছাহেবে হোশ্!
অ গার্ ছদ্ বাবে হেক্মত্ পেশে নাদাঁ,
বেখানন্দ্ আয়াদশ্ বাজিচা দর্ গোশ্!

উদর রাখহ খালি তাহ'লে হৃদয়
হইবে নিশ্চয় মা'রেফত-নূরময়।
নাসিকা পর্য্যন্ত খাও ভরিয়া উদর
নাই তাই তত্ত্বজ্ঞান তোমার ভিতর। (১)

(৬৬)

সিরিয়ার একজন দরবেশ বহু বৎসর বনের মধ্যে কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। আরণ্য-ফল, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি তাঁহার ভোজ্য ছিল। কোনরূপ বিলাস-ব্যসন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ দেশের বাদশা সাধু পুরুষদের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি উক্ত ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাদশা মুগ্ধ হইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি দরবেশকে বলিলেন,—শা সাহেব, একটী

(১) আন্দরুন্ আজ্ তা'ম্ খালি দার্,
তা দরো নূরে মারেফত্ বিনি।
তিহি আজ্ হেক্‌মতি বএল্লতে আঁ
কে পোরি আজ্ তা'ম্ তা বিনি।

আরম্ভ করিতে চাই; আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে নগরের মধ্যে আপনার জন্য একটি উপযুক্ত বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। কারণ, তাহা হইলে আপনার এবাদত বন্দ্‌গীর অধিকতর সুবিধা হইবে। বনের মধ্যে আপনার অসুবিধার অন্ত নাই। পক্ষান্তরে আপনি নগরে বাস করিলে জনসাধারণ আপনার খেদ্‌মতে অবসর মত উপস্থিত হইবার সুবিধা পাইবে। ইহাতে আপনার সাহচর্য্যে তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার জীবনের মহান আদর্শ তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইবে।

দরবেশ বাদশার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন বাদশার জনৈক উজির বলিলেন,—বাদশা নামদার যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য নগরে আগমন করুন; প্রস্তাবিত বাটীতে বাস করিয়া দেখুন, ইহাতে আপনার কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় কি না? যদি সাধারণের সংস্রব আপনার প্রীতিকর না হয়, বা আপনি ইহা আপনার সাধনার প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতি ত আপনার হস্তেই থাকিবে। ইচ্ছা হইলেই যে কোন সময় আবার বনে আসিয়া বর্ত্তমানের মত জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন।

দরবেশ উজিরের এই যুক্তি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নগর-বাসের সম্মতি দান করিলেন। তাঁহার জন্য সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইল। বাটীর চারিদিকে সুসজ্জিত বাগিচা। দরবেশ নূতন বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বাদশা যতদূর সম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া বাটীখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেখিলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়। যেন মর্ত্ত্যধামে বেহেশ্‌তের একটী ক্ষুদ্র নমুনা।

ফুলগুলি তার মা'শুকের লাল কপোলের মত দেখিতে,
কুমারী বালার চুলের বাহার চারু লতিকার বীথিতে। (১)

একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পরিচারিকা দরবেশের খেদমতের জন্য প্রেরিত হইল। সে ঠিক যেন—

চাঁদের কণিকা। দেখিলে সাধক
গলিয়া যাইবে তখনি।
শিখির চমক, বেহেশ্‌তী ঠমক
রাখে সেই চাঁদ- বদনী।

(১) গুলে ছোরুখশ্‌ চু আরেজে খুবাঁ
ছম্বলশ্‌ হামচু জোল্‌ফে মাহ্‌রুবাঁ।

মুনি ঋষি পীর অলী দরবেশ
দেখিলে ক্ষণেক তাহারে
যা কিছু তাঁদের জেকের ফেকের
ভুলি' যাবে সব অমনি। (১)

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্বভাবাপন্ন অল্পবয়স্ক গোলামকেও বাদশা ফকিরের খেদমতের জন্য পাঠাইতে ক্রটী করিলেন না।

দেখিলে তাহারে মেটে না চোখের পিয়াসা,
হৃদয়ের কোণে জাগে স্বরগীয় কি আশা। (২)

আবেদের জন্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য বিবিধ সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা হইল। বহুমূল্য চিক্কণ পরিচ্ছদে তিনি সুসজ্জিত হইলেন। নানাবিধ সুগন্ধী দ্রব্যে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা আমোদিত হইতে লাগিল। গোলাম ও বান্দীর অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,—চতুর পক্ষীরাও ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া থাকে; আর বিচক্ষণ

(১) আর্জি মাহ্‌ পারায়ে আবেদ-ফেরেবে
মালায়েক্‌ ছুরত্‌ তাউছ্‌ জেবে।
কে বাদ্‌ আজ্‌ দিদনশ্‌ ছুরত্‌ না বন্দদ্‌
ওজুদে পারছায়াঁরা শক্বিবে!
(২) দিদা আজ্‌ দিদনশ্‌ না গশ্‌ত ছের
হামচুনা কজ্‌ ফোরাত্‌ মস্তছ্‌কী।

জ্ঞানী ব্যক্তিও সুঠাম সুন্দর মানবগণের কেশ-পাশের বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে। আর সে সহজে মুক্তি পাইতে পারে না।

"জ্ঞান বুদ্ধি আর ধরম করম তব তরে দি'ছি সকলি,
ছাড়াইতে গেছি যতই, তোমাতে জড়াইয়া গেছি কেবলি।" (১)

ফলতঃ ফকিরের অন্তরের সেই প্রশান্ত অবস্থা অন্তর্হিত হইল :—

যোগী, ঋষি, পীর, অলী কিংবা সাধু মহাজন
দুনিয়ার মোহ মাঝে ডুবে গেলে একবার
—মধুতে পড়িলে যথা অভাগা মক্ষিকাগণ—
গৌরব-বিভূতি তার কিছুই না থাকে আর। (২)

কিছুকাল চলিয়া গেল। একদিন বাদশা ফকিরকে দেখিবার জন্য তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার শরীরের পূর্ব্বের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কেমন নাদুশ নুদুস স্থূল চেহারা। তাহার উপর লোহিত বর্ণের আভা খেলিতেছে। কেশকলাপ সুসংন্যস্ত। একটি

(১) দর্ ছরে কারে তু কর্দ্দম্ দিল্ ও দিন্ বা হামা দানেশ্
মোর্গে জীরক্ বা হকিকত্ মনম্ এম্‌রোজ্ তু দামে!

(২) হর্কে হাস্ত্ আজ্ ফকীহ্ ও পীর্ মরিদ্
ও আজ্ জর্বা আওয়ারানে পাক্ নফ্‌ছ্
চুঁ বদনিয়ায়ে দুন্ ফেরোদ্ আমাদ্
বার্ আছল্ দ বেমন্দ্ পায়ে মগছ্।

মোটা সুন্দর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া তিনি বসিয়া আছেন। পরীর মত চেহারাযুক্ত দাসদাসীগণ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সুদৃশ্য ময়ূরের পাখা দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। বাদশা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; এবং নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাদশা বলিলেন,—আমি আলেম ও দরবেশ এই দুই শ্রেণীর লোককে বড়ই ভালবাসি।

একজন উজির বাদশার সঙ্গে ছিলেন; তিনি যেমন বিচক্ষণ, তেমনি বড় দার্শনিক। বাদশার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—হে খোদাঅন্দ, যদি আপনি ইহাদিগকে ভালবাসেন, তাহা হইলে ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই আপনার কর্ত্তব্য। আলেম ও বিদ্বানগণকে অর্থ দান করুন, তাহা হইলে তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে উপার্জ্জিত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে দরবেশদিগকে কিছুই দিবেন না, তাহা হইলে তাঁহারা দরবেশই থাকিবেন। দরবেশদিগকে অর্থ দিলে তাঁহারা ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখিতে যে নারী পরীর মতন
নূরানী যাহার চেহারা,
কি কাজ তাহার বসন ভূষণে?
ভূষণই সে যে আপনি!

ফকির যাহার স্বভাব বিমল
হৃদে বিভু-প্রেম- ফোয়ারা
ভিক্ষার ধন হাত পাতি' তার
লওয়া নহে ভাল কখনি।

যাহা মোর নাই তাই যদি আমি চাই
ব'লোনা ফকির আমায়, উচিত তাই।

(৬৭)

এই গল্পের অনুরূপ আর একটি গল্প আছে। এক বাদশার সম্মুখে বড় একটি কাজ উপস্থিত হইয়াছিল। বাদশা মানত করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তিনি আনন্দিত হৃদয়ে নজর আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিশিষ্টবান্দাগণের একজনের হস্তে একটি মুদ্রার থলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—যাও, এই মুদ্রাগুলি ধর্ম্মপরায়ণ জাহেদদিগকে * দান করিয়া এস। গোলামটি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল। সে সমস্তদিন নগরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মুদ্রাধারটি আদবের

* জাহেদ—নিজের কুপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুদমনে নিরত সাধুপুরুষ। শব্দটার ধাতুগত অর্থ জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধকারী। হাদিস শরিফে আছে, চিত্তজয় শ্রেষ্ঠতম জেহাদ বা জেহাদে আকবার।

সহিত বাদশার সম্মুখে রাখিয়া দিল। বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি? গোলাম বলিল,—হুজুর, সমস্তদিন জাহেদগণের সন্ধানে ফিরিয়াছি; মুদ্রা গ্রহণ করেন, এমন একজন জাহেদও পাইলাম না। রাজা বলিলেন,—সে কি কথা? আমি জানি, এ অঞ্চলে অন্ততঃ চারিশত জাহেদ বর্ত্তমান আছেন। তুমি তাঁহাদিগের একজনকেও খুঁজিয়া পাইলে না! বান্দা উত্তর করিল,—হে জগতের মালিক, যাঁহারা প্রকৃত জাহেদ, তাঁহাদের কেহ মুদ্রা লইলেন না। পক্ষান্তরে যাঁহারা টাকা লইতে চাহিলেন, তাঁহারা জাহেদ নহেন। এই কথায় বাদশা সহাস্যবদনে ভৃত্যকে বলিলেন,—ছুফীর বেশ দেখিলেই আমি তাঁহাকে ছুফী মনে করিয়া থাকি, কিন্তু তুমি তাহা করনা। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমিই সত্যপথে আছ।

ধনতৃষ্ণা যে সাধুর রহিয়াছে মনে,
তারে সাধু কভু নাহি ভাবে জ্ঞানিগণে।

(৩৮)

একজন চরিত্রবান বিখ্যাত আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, অনেক দরবেশ ছুফী অক্‌ফ্ অর্থাৎ দাতব্য-ফণ্ড্ হইতে জীবিকার জন্য অর্থ গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আলেম উত্তর করিলেন,—নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া খোদার এবাদত বন্দগী করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহা নিশ্চয়ই হালাল। কিন্তু যদি কেহ অকফফণ্ড হইতে বৃত্তি পাইবার উদ্দেশ্যে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহা হারাম অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

আবদ্ধ রহিয়া ঘরে করিবেন এবাদত,
সাধুগণ সেই হেতু গ্রহণ করেন দান!
উপার্জ্জন করিবার তরে ধন দওলত
অসাধু যে গৃহকোণে যতনে নিয়েছে স্থান!

(৩৯)

একজন মুরিদ তাঁহার পীরকে বলিলেন,—লোকের অত্যাচারে বড়ই জ্বালাতন হইতেছি। কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বহু লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, সৌজন্য শিষ্টতায় আমার বহু সময় নষ্ট হয়।

পীর সাহেব উত্তর করিলেন,—আগন্তুকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবেন; আর যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের নিকটে কিছু চাহিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, অল্প দিনের মধ্যেই আপনার নিকট আর কেহই আসিবে না।

যে কোন কিছুর প্রার্থী, যে ভিখারী, সকলেই ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এমন কি,—

ইস্‌লামী সেনার পুরোভাগে যদি
ভিখারী একটী চলে হে,
কাফের-সৈনিক পলাবে সভয়ে
চীন দেশে দলে দলে হে! (১)

(৭০)

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন,—আজকাল এইসব মৌলভী মৌলানাদের নানা ভঙ্গির ওয়াজ নছিহত শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া গিয়াছি। ইহাদের কোন কথা আমার মনের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে না। কারণ, তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, নিজেরা সম্পূর্ণ রূপে তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকেন। এইরূপ ওয়াজ নছিহতে কোনই উপকার হয় না। যাঁহারা নিজেরা কোন সৎকার্য্য করেন না, অপরকে সেই কার্য্য করিতে বলার তাঁহাদের অধিকার নাই।

(১) গাব্‌ গাদা পেশ্‌রবে লশ্‌করে ইস্‌লাম্‌ বুয়াদ্‌
কাফের আজ্‌ বিমে তওয়াকো বে রওয়াদ্‌ তা দর্‌ চীন্‌!

লোকেরে শিখায় এ সংসার ত্যাগ করিতে,
নিজে চায় সদা টাকায় সিন্দুক ভরিতে।
দেখিতে পাই যে আ'লেমের শুধু কথা সার
কোন কাজে নাহি লাগে কোন দিন কথা তাঁর। (১)
প্রকৃত আ'লেম করে না অন্যায় কোন জন
নিজে যা' করে না বলে না করিতে কদাচন। (১)

আ'লেমের এইরূপ আচরণ উপলক্ষে কোরান শরিফে খোদাতা'লা বলিয়াছেন,—তোমরা অন্যকে ভাল কাজের জন্য উপদেশ দিয়া থাক, কিন্তু নিজেরা তদনুসারে কাজ কর না।

যে আলেম স্বার্থপর লোভ যার মনে
ভ্রান্ত সে, অপরে পথ দেখাবে কেমনে? (১)

পিতা বলিলেন,—বাবা, যাহা বলিলে সত্য কথা। কিন্তু তাই বলিয়া আ'লেমদের নছিহতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং

(১) তরকে দুনিয়া বমর্দ্দম্ আমূজন্দ্
খেশ্তন্ ছিম্ ও গেলা আন্দোজন্দ্!
আ'লেমেরা কে গোফ্ত্ বাশদ্ ও বছ্,
হর্‌চে গোয়াদ্ না গিরদ্ আন্দর্ কছ্!
আ'লেম আঁ কছ্ বুয়াদ্ কে বদ্‌না কুনাদ্,
না গোয়াদ্ ব খল্‌ক্ ও খোদ্ কুনাদ্
(১) আ'লেম্ কে কামরানী ও তন্ পরোয়ারী কুনাদ্
উ খেশ্তন্ গোমস্ত্ কেরা রাহ্‌বরী কুনাদ্!

তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করাও কিছুতে উচিত নহে। আ'লেম-দিগকে অবজ্ঞা করিলে জনসাধারণ এলেমের উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে। ধর্ম্মোপদেশ প্রদীপ স্বরূপ; যে কেহ এই প্রদীপ ধারণ করুক, তাহা দ্বারা লোকে সুপথ দেখিতে পারে। যিনি নিজে সৎকাজ করিতে পারেন না, অপরকে সৎকাজ করিতে উপদেশ দিবার তাঁহার অধিকার নাই, এ কথা কখনই সঙ্গত নহে।

আ'লেমের কথা মন দিয়ে হ'বে শুনিতে,
উপদেশ মত যদিও না হয় কাজ তাঁর;
ঘুমন্ত যে জন অপরে পারে না তুলিতে
এ তুলনা তুমি তুল'না তুল'না একেবার।
দেয়ালে লিখিত উপদেশ পেলে দেখিতে
করিবে গ্রহণ; হবে তা'তে তব উপকার। (১)

(১) গোফ্‌তে আ'লেম্ বগোশে জান্ বেশ্‌নো,
অর না মানদ্ বগোফ্‌তানশ্‌ কেরদার্,
বাতেল্ আস্ত্‌ আঁচে মোদ্দায়ী গোয়াদ্
খোফ্‌তারা খোফ্‌তা কয় কুনাদ্ বেদার্।
মর্দ্দ্‌ বায়াদ্ কে গীরদ্ আন্দর গোশ্‌
অর্ নবেশ্‌তস্ত পন্দ্‌ বর্ দেওয়ার্!

(২) যে আ'লেম নিজে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শচরিত নহেন, তাঁহার সতুপদেশ দিবার অধিকার আছে কি না, এবং সতুপদেশ দিলেও তাহা কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহাই হইতেছে এস্থলে বিচার্য্য বিষয়। এ সম্বন্ধে

দেখিনু ফকিরে এক আপনার দল ছাড়ি'
মাদ্‌রাসা মাঝে আসি' আসন নিয়েছে তাঁর।
কহিলাম,—কেন ভাই, ত্যজিলে দরবেশগণে?
তাঁদের সমান ভবে আছে কি কেহই আর?

সাধারণের ধারণা এইরূপ যে, নিজে ভাল না হইয়া ভাল হইবার উপদেশ দিলে তাহাতে কোনই ফল হয় না। কথাটা বহুল পরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নিজে কোন বিষয়ে আদর্শ না হইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে সকলে বিরত থাকিলে জগত হইতে উপদেশদান-পদ্ধতি বা হেদায়াত একরূপ উঠিয়াই যাইবে। কারণ, তদ্রূপ আদর্শচরিত ব্যক্তি অতীব বিরল। কেহ থাকিলেও তিনি নিজেকে সেরূপ বিবেচনা না করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপদেশ দিবার কোন লোকই পাওয়া একরূপ অসম্ভব হইবে। ইহা মানব সমাজের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নহে। কারণ, মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ ও ওয়াজ নছিহত শ্রবণ মানবের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ আবশ্যক। অতএব এতৎসম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, উপদেশক নিজে সর্ব্বদা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কারণ, তাহা না হইলে তাঁহার উপদেশ তাদৃশ ফলপ্রদ হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি উপদেশ মত কাজ করিতে অক্ষম হইলেও উপদেশ প্রদানে বিরত থাকিবেন না। কোরান হাদিসের বাণী ও অন্য নানা সদুপদেশ সাধারণের মধ্যে প্রচার করাই আ'লেম ও জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য। নিজে আদর্শচরিত না হইতে পারিলেও তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন থাকা উচিত নহে। পক্ষান্তরে জনসাধারণের কর্ত্তব্য, আ'লেম ও জ্ঞানিগণের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এবং তদনুসারে কাজ

দিলেন উত্তর তিনি,—সংসার সাগর মাঝে,
ইঁহারা কেবলমাত্র নিজেরে করেন পার;
কিন্তু রে আ'লেম যিনি তরিতে অপর জনে
সংসার তরঙ্গ মাঝে সতত যতন তাঁর। (১)

(৭১)

একটি পাহ্‌লোয়ান করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ লোকটির কি হইয়াছে? এমন ভাবে

করিতে চেষ্টা করা। উপদেশকের ব্যক্তিগত চরিত্র মন্দ হইলেও তাঁহার বাক্য অশ্রদ্ধেয় না হইতে পারে। পরদোষ অন্বেষণ মহাপাপ; আর নির্দ্দোষ মানব জগতে কেহই নাই। সুতরাং বক্তার ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কথাও অগ্রাহ্য করা বিশেষ অন্যায়।

ধর্ম্মবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিগণকে সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় আ'লেম বলা হইয়া থাকে।

(৩) ছাহেব্‌ দেলে বমাদ্‌রাছা আমাদ্‌ আজ্‌ খান্‌কা
বে শেকস্ত্‌ অহ্‌দে ছোহ্‌বতে আহ্‌লে তরিক্‌ রা।
গোফ্‌তম্‌ মিয়ানে আ'লেম্‌ ও আ'বেদ্‌ চে ফরক্‌ বুয়াদ্‌?
তা কর্দ্দি এখ্‌তিয়ার্‌ আজ্‌ আঁ ই ফরিক্‌ রা?
গোফ্‌ত্‌ উ গিলিমে খেশ্‌ বদর্‌ মিবরদ্‌ জে মওজ,
ও ইঁ জোহ্‌দ্‌ মি কুনাদ্‌ কে বেগিরদ্‌ গরিক্‌ রা।

সে বসিয়া রহিয়াছে কেন? অন্য একজন ইহার উত্তরে বলিল,—কে একটা লোক ইহাকে গালি দিয়াছে। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—এই মূঢ় ব্যক্তি দশ মণ পাথরের ভার বহন করিতে পারে, অথচ একটি কথার ভার সহ্য করিতে অসমর্থ।

পশুবল-অহঙ্কার ত্যাগ কর ভাই,
প্রবৃত্তির অনুগত নরনারী সবে।
পার যদি মুখ মিঠা করহ সবাই,
মুখে মুষ্ট্যাঘাত করা বীরত্ব কে ক'বে? (১)

হাতীর মাথায় আঘাত করিয়া
দাও যদি তুমি ফাটায়ে,
বীরের কাজ তা' নহে কদাচন,
বীরত্ব ইহাতে কিছু নাই।

(১) লাফে ছরে পাঞ্জ্.গী ও দাবীয়ে মর্দ্দী বোগোজার্,
আজেজে নফ্.ছে ফেরোমায়া চে মর্দ্দে চে জনে;
গারত্.আজ্.দস্ত্.বর্ আয়াদ দহনে শিরিঁ কুন্
মর্দ্দি আঁ নিস্ত্.কে মশ্.তে বেজনি বর্ দহ্.নে।

মাটি হইতেই জনমিছে নর,
তাই অতি সোজা কথা এ
মাটির মতন সহনশীলতা
মানবগণের সদা চাই (১)

(৭২)

আমার ওস্তাদ হজরত শেখ শামসুদ্দীন আবুল ফরজ রহমতুল্লাহ্ আলায়হে আমাকে অনেক সময় গানবাদ্য শ্রবণ করিতে নিষেধ করিতেন, নির্জ্জনে থাকিয়া এবাদত বন্দ্গী করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। কিন্তু যৌবনের মত্তায়, আমোদ প্রমোদের মোহে তাঁহার কথা আমি গ্রাহ্য করি নাই। এই ভাবে মুরব্বীর উপদেশের প্রতিকূলে আমি কিছুদিন কাজ করিয়া যাইতেছিলাম। যেখানে গানবাদ্য হইত, প্রায় সেই-খানেই আমার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। যখন গানের মজলিসে বসিয়া তাঁহার নছিহতের কথা মনে হইত, তখন সহাস্য বদনে বলিতাম,—

---

(১) আগার্ খোদ্ বর্ দরদ্ পেশানীয়ে পীল্,
না মর্দ্দ্ আস্ত্ আঁ কে দর্ ওয়ে মর্দমী নিস্ত্,
বনী আদম্ ছেরেশ্ত্ আজ খাক্ দারান্দ্,
আগার্ খাকী নাবাশদ্ আদমী নিস্ত্।

আমাদের সাথে বসিতেন কাজী
যদি রে এ খোশ্ মহ্ ফেলে,
ঐ সঙ্গীতের তালে তালে তবে
নাচা'তেন তাঁর হস্তকে !
মদিরা কত যে মধুর তা' তিনি
বুঝিতেন যদি, তা' হ'লে
সন্দেহ নাই, জে'নো ওরে ভাই,
করিতেন ক্ষমা মস্ত্ কে *। (১)

একদিন রাত্রে কতকগুলি লোকের সহিত এক বাটীতে বসিয়া গান শুনিতেছিলাম। যে লোকটি গান করিতেছিল, তাহার সুর এমনই কর্কশ যে, শুনিলে শ্রোতাগণের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিতে বাধ্য হয়। গানগুলি যেমন বিশ্রী, তেমনি কুৎসিৎ। অতি কষ্টের সহিত এই গানের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল—মস্‌জেদের মীনার হইতে আজানের মধুর ধ্বনি দূর গগনে উত্থিত হইয়া নিখিল জগত সচেতন করিয়া তুলিল।

প্রভাত হইবামাত্র আমি উক্ত গায়ককে আমার মাথার পাগড়ী ও একটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে

(১) কাজী আব্ বা মা নশিনদ্ বর্ ফশানদ্ দস্ত্ রা,
মোহ্ তছব্ গর্ মর খোরদ্ মা'জুর্ দারদ্ মস্ত্ রা।

* মস্ত্ = প্রমত্ত।

আলিঙ্গন করিলাম। নানারূপে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমার বন্ধুগণ আমার এই কার্য্য দেখিয়া আমাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে তিরস্কারের সহিত বলিলেন,—তোমার এই কাজটি মোটেই বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। একটি নচ্ছার হতভাগা গায়ককে তুমি অহেতু এই মূল্যবান উপহারগুলি দান করিলে! এমন গায়ককে দেখিলেই লোকে ভয়ে দূরে পলায়ন করে। এক স্থানে দুইবার গান করা ইহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার গান শুনিলে মানুষের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সভয়ে অরণ্যে পলায়ন করে।

আমি বলিলাম,—অহেতু আমাকে তিরস্কার করা সঙ্গত নহে। আমার কথাটা আগে শোন। এই লোকটির আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি পাইয়াছি। আমার ওস্তাদ ও মুরব্বিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও আমার সঙ্গীত শ্রবণ রহিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজ রাত্রে এই লোকটির গান শুনিয়া আমি গানের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তওবা করিতেছি, জীবনে গান বাদ্যের নিকট দিয়া আর যাইব না। (১)

(১) গানবাদ্য ইস্‌লামী শরীয়তে অনুমোদন করে কিনা, ইহা লইয়া আজকাল নানা তর্কবিতর্ক শুনা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং উদার প্রকৃতির আলেমদিগের অভিমত এই যে, নির্দ্দোষ সঙ্গীত

(৭৩)

একদিন রাত্রে আরবের মরুভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলাম। নিদ্রায় সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না। সঙ্গীকে বলিলাম,—আর যাইতে পারি না; এস, এই স্থানে শুইয়া পড়ি।

সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। প্রসিদ্ধ কিমিয়ায়ে-সায়াদত কেতাবে ইহাকে মোবাহ্ বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে সঙ্গীতের অপব্যবহার দেখা যাইতেছে, এবং ইহার যে রূপ অবশ্যম্ভাবী কুফল লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সাধারণভাবে সঙ্গীত কখনই বৈধ বলা যাইতে পারে না। সঙ্গীতের অতিরিক্ত চর্চ্চা ও প্রচলন জাতির দুর্ব্বলতার সূচনা করে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি উইলিয়াম কাউপার তাঁহার বোডেসিয়া Boadicea কবিতায় সুন্দর ভাবে এই সত্যটি প্রচার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাণী বোডেসিয়া রোমানগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও বেত্রাহত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া বলিতেছেন,—

Other Romans shall arise
Heedless of a soldier's name.
Sounds, not arms, shall win the prize,
Harmony the path of fame.

অর্থাৎ রোমে এমন লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা যোদ্ধারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে চাহিবে না; তাহারা অস্ত্রবিদ্যার পরিবর্ত্তে সঙ্গীতের দ্বারা খ্যাতি ও পুরস্কার লাভ করিবে।

দুরবল পদচারী যা'বে কহ কেমনে ?
তেজীয়ান উট যথা চলিতে না পারে রে ;
স্থূলদেহ শুকাইয়া যায় রে যে কারণে,
কৃষকায় মরি' তা'তে যাবে একেবারে রে !

সঙ্গী বলিল,—ভাই, পবিত্র মক্কাভূমি— মানবের মহাতীর্থ-স্থান তোমার সম্মুখে। এই ভীষণ মরুভূমিতে তোমার পিছনে অনেক দস্যু তস্কর ঘুরিতেছে! হৃদয়ের শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও, এখানে ঘুমাইয়া পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়।

সংসার পথের যাত্রী হে পথিকবর,
আলস্য-নিদ্রায় ঢ'লে' পড়ো' না কখন,
ঘুরি'ছে চৌদিকে হেথা অসংখ্য তস্কর,
সম্মুখে দেখহ চির আনন্দ-ভবন!

(৭৪)

এক ব্যক্তি মত্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার শরীরে কিছুমাত্র শক্তি ছিল না। জনৈক দরবেশ তাহাকে দেখিয়া

পায়ে মিছ্‌কিনে পিয়াদা চন্দ্‌ রওয়াদ্‌
কাজ্‌ তহম্মল্‌ ছতুহ্‌ শোদ্‌ বখ্‌তী
তা শওয়াদ্‌ জেছ্‌মে ফরবিহ্‌ লাগর্‌
লাগরে মোর্দ্দা বাশদ্‌ আজ্‌ ছখ্‌তী !

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ইহাতে সেই ব্যক্তি উক্ত দরবেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—

পাপীরে দেখিয়া হে সাধু, ও মুখ
নিওনা নিওনা ফিরায়ে,
করুণার সাথে দেখহ তাহায়
কর দোয়া তার কারণে
যদিও "মানুষ" নহি আমি ভাই,
অতিশয় ঠিক কথা এ,
তুমি ত "মানুষ" মানুষেরই মত
তোষ মোরে সদাচরণে। (১)

(৭৫)

কতকগুলি বদমাইশ জনৈক দরবেশের সহিত বিষম শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এমন কি, তাহারা তাঁহাকে নানারূপ কুবাক্য বলিতে, এবং প্রহার করিতেও পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নাই। বেচারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার পীর সাহেবকে এই সমস্ত কথা জানাইলেন। পীর সাহেব বলিলেন,—বাবা, সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই দরবেশগণের বিশেষত্ব,—ইহাই দরবেশী খেরকারূপে

(১) মতাব্ আয় পার্ছা রু আজ্ গোনাগার্,
ব বখ্শায়েন্দ্গী দর্ওয়ে নজর্ কুন্।
আগার্ মন্ না জওয়াঁ। মর্দম্ ব কের্দার্
তু বমন্ চু জওয়াঁ। মর্দাঁ। গোজার্ কুন্!

পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। যে ব্যক্তি লোকের এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারে, তাহার ফকিরির দাবি বৃথা, দরবেশের পবিত্র পরিচ্ছদ খেরকা পরিধান করা তাহার পক্ষে হারাম।

করহ সাগরে যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপণ
কলুষিত বারি তার হয় কি কখন?
যারা সাধু দরবেশ মহান হৃদয়
খুশী হয়ে তাঁরা পর-অত্যাচার সয়!

পাও মনে যদি বেদনা
করহ ছবর করহ,
পাপ হবে দূর ক্ষমাতে,
সতত এ কথা স্মরহ:
মাটির মানুষ আখেরে
মিশিবে যখন মাটিতে,
মাটি হইবার আগেতেই
মাটির স্বভাব ধরহ; (২)

(২) গর্ গজন্দত্ রছদ্ তহম্মল্ কুন্
কে ব অফ্ আজ্ গোনাহ্ পাক্ শবি;
আয় বেরাদর্ চু আকেবত্ খাকস্ত্
খাক্ শও পেশ্ আজ্‌ঁা কে খাক্ শবি!

(৭৬)

প্রকৃত দরবেশের ভিতর এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ গুণ বিদ্যমান আছে,—তাঁহারা দিবারাত্র খোদার স্মরণে, খোদার জেকেরে তন্ময় থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ, সর্ব্বদাই জন-সেবায় অগ্রসর। সাংসারিক উচ্চাশা, দুরাশা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। যে কোন অবস্থাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। বিপদ আপদ খোদার দান মনে করিয়া তাঁহারা তাহা হাসিমুখে সহ্য করেন। অন্যের অত্যাচার অবিচার তাঁহারা বরণ করিয়া ল'ন। কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সাধ্যমত দান খয়রাত করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই খোদাতা'লায় উৎসর্গিতপ্রাণ; অন্য কোন দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। সকলেই তাঁহাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট। যাঁহাদের মধ্যে এই সমস্ত গুণ আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই ফকির দরবেশ। তাঁহারা যে কোন বস্ত্রই পরিধান করুন না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ধনী-জনোচিত মহার্ঘ্য কাবা বস্ত্র পরিধান করিলেও তাঁহারা দরবেশ ফকির বলিয়া গণ্য। পক্ষান্তরে যাহারা পীর ফকির বলিয়া পরিচিত, অথচ নামাজ পড়ে না, সর্ব্বদা কুপ্রবৃত্তির অনুগত হইয়া চলিয়া থাকে, যাহারা সমস্ত দিন আমোদ ও স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে রাত্রি করিয়া দেয়, সমস্ত রাত্রি উদাসীন ভাবে ঘুমাইয়া

ঘুমাইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেয়, যাহা সম্মুখে পায় হারাম হালাল বিচার না করিয়া তাহাই আহার করে, মুখে যাহাই আসে চিন্তা না করিয়া তাহাই বলিয়া ফেলে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বদমাইশ। ফকিরী খেরকা পরিধান করিলেও তাহাদিগকে পাপী বদমাইশ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিও না।

ভিতরে তোমার তাকোয়ার * কোন লেশ্ নাই,
কেন মিছামিছি পরো ছুফিয়ানা এই বেশ?
বাহিরে তোমার চটকের দেখি শেষ নাই,
ওদিকে তোমার কিছু নাই তা' যে বুঝি বেশ।

সন্তোষের কা'বা যে পথে
সে পথে হে সা'দী, চলহ;
খোদার রাস্তায় চলিতে
সব বাধা পদে দলহ।

(১) আয় দরুনত্ বোরহানা আজ্ তাকোয়া
কাজ্ বেরুঁ জামায়ে রেয়া দারী!
পর্দায়ে হফ্ত রঙ্ দির্ মগোজার্
তু কে দর্ খানা বুরিয়া দারী।

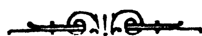
* তাকোয়া = পরহেজগারী, আত্মসংযম।

হতভাগা সেই জগতে
এ পথ হইতে ফিরে যে,
কোন পথই সে যে পাবে না,
এ কথা তাহারে বলহ! (১)

---

(১) সা'দী, রাহে কাবা'য়ে রেজা গীর্
আয় মর্দ্দে খোদা রাহে খোদা গীর্!
বদ্‌বখ্‌ত্‌ কাছে কে ছর্ বেতাবদ্,
জিঁ দর্ কে দরে দিগর্ নয়াবদ্!

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



তৃতীয় অধ্যায়

কানায়াত্—সন্তোষ *

(৭৭)

মরক্কোর একজন ফকির আলেপ্পো সহরের বণিকদের মজ্‌লিসে উপস্থিত ছিল। সে কথাপ্রসঙ্গে বণিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল—হে ধনসম্পদের অধিকারিগণ, যদি আপনাদের বিচার-বিবেচনা এবং আমাদের সন্তোষ থাকিত, তাহা হইলে জগতে ভিক্ষাবৃত্তি আদৌ থাকিত না।

হে সন্তোষ, তব ধনে কর মোরে ধনী,
তব সম বিত্ত ভবে আর কিছু নাই;
লোক্‌মান তোমার গুণে বুধকুল মণি,
সন্তোষ ব্যতীত জ্ঞান দেখিতে না পাই।

* কানায়াত শব্দের অর্থ অল্পতে সন্তুষ্ট থাকা, বাঙ্গলায় "সন্তোষ" উহার প্রতিশব্দ।

(৭৮)

মিসর দেশে কোন বড়লোকের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের একজন অর্থসঞ্চয়ে এবং অপরে বিদ্যা উপার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কালক্রমে যিনি অর্থসঞ্চয় করিতেন, তিনি মিসরের অধিপতি হইলেন; এবং অপর ভ্রাতা জগদ্বিখ্যাত আ'লেম হইলেন। একদিন সেই ধনী ভ্রাতা আ'লেম ভাইকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—দেখ ত, তোমার অপেক্ষা আমার জীবন কেমন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আমি মিসরের রাজা হইয়াছি, আর তুমি ত সেই গরীবই আছ। ইহার উত্তরে গরীব ভ্রাতা বলিলেন,—ভ্রাতঃ, খোদার শোকর করি, কারণ আমি পয়গম্বরদের বিশিষ্ট গুণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছি; কিন্তু তুমি ফেরা'উন, হামান ইত্যাদি বড় বড় কাফেরগণের উত্তরাধিকারী হইয়াছ, অর্থাৎ তাহাদের অধিকৃত মিসর রাজ্যই তোমার অধিকারে আসিয়াছে।

আমি সেই কীট দলিত সবার চরণে,
ব্যথিত কেহই নহে কভু মোর কারণে।
শোকর খোদার করিব আদায় কেমনে?
জালেমের জোর নাই দেহে মোর জীবনে। (১)

১) মন্ আঁ মুরম্ কে দর্ পায়ম্ বেমালন্দ্,
না জম্বুরম্ কে আজ্ নেশম্ বেনালন্দ্।
চিগুনা শোক্‌রে ই নিয়া'মত্ গোজারম্
কে জোরে মর্দ্দম্ আজারী না দারম্।

(৭৯)

একজন ফকির সর্ব্বদাই ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন, তাঁহার কাপড়ে তালির অন্ত ছিল না। তাঁহার স্থায় কপর্দ্দকহীন দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখা যয়ে না। তিনি অনেক সময় নিজে নিজে গাহিতেন,—

শুধু রুটি আর ছিন্ন কাপড়ে • ফুল্ল সতত রই,
ইহাতেই আমি সুখী চিরদিন, মোহ্‌তাজ * কারো নই।(১)

একজন তাহাকে এইরূপ দুঃখদুর্দ্দশায় নিপতিত দেখিয়া সহানুভূতির সহিত বলিল,—তুমি বসিয়া রহিয়াছ কেন? এই সহরের অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত দানশীল, তাঁহার স্থায় দুখী এ অঞ্চলে আর নাই। তিনি সর্ব্বদাই ফকির ও দরবেশগণের সেবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আছেন। সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। আপনার যেরূপ অবস্থা, তাহা যদি তিনি জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার দুর্দ্দশা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

---

(১) বনানে খোশ্‌ক্ কানায়া'ত্‌ কুনেম্ ও জামায়ে দল্‌ক্
কে রঞ্জে মেহ্‌নতে খোদ্ বেহ্‌ কে বারে মেন্নতে খল্‌ক্

* মোহ্‌তাজ=মুখাপেক্ষী

ফকির এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—চুপ কর; অন্যের নিকট অভাব জানান অপেক্ষা অনাহারে মরিয়া যাওয়া ভাল।

অপরের কাছে হাত পাতা, তা'র
চেয়ে হীনতার কাজ নাই,
তা'র চেয়ে ভাল ঘরে পড়ে থাকা,
খাই বা না কিছু নাহি খাই।

জান্নাতে যদি হয় গো যাইতে
মাগি' অনুগ্রহ অপরের,
দোজখ্ই তবে ভাল যে আমার,
অমন জান্নাৎ নাহি চাই! *

(৮০)

আজমের একজন বাদশা জনৈক বিচক্ষণ চিকিৎসককে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ‡ এর খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি হজরতের অনুচর ও সহচরগণের প্রয়োজন মত

* জান্নাত—স্বর্গ, দোজখ—নরক।

‡ মুসলমান মাত্রকেই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নাম পড়িলে বা শুনিলে দরুদ পড়িতে হয়। যে না পড়ে সে পাপী হইবে। "দঃ" বলিতে দরুদ বুঝায়।

চিকিৎসা করিবেন। কয়েক বৎসর তিনি আরব দেশে অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহই তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকিল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন পয়গম্বর সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন,—আমাকে হুজুরের আছহাবগণের চিকিৎসার জন্য আমার প্রভু পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কেহই আমার প্রতি কটাক্ষ করিল না, যাহাতে আমি আমার কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ পাইতে পারি।

রসুল (দঃ) উত্তরে বলিলেন,—এখানকার অধিবাসীদের একটি অভ্যাস আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল না হয়, তাহারা কিছুই আহার করে না, এবং ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে দূর না হইতেই তাহারা আহার করিতে ক্ষান্ত হয়। হাকিম বলিলেন,—ইহাই স্বাস্থ্যের কারণ। অতঃপর তিনি সসম্মানে তাঁহার পদ চুম্বন করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

জ্ঞানবান জনে কথা ক'ন সে সময়,
কথা না কহিলে যবে অপকার হয়।
তখনি খাইতে তাঁরা হন অগ্রসর,
পূর্ণ ক্ষুধা জাগে যবে পেটের ভিতর
তাঁহাদের কথা তাই এত উপকারী
আহার স্বাস্থ্যের হেতু সর্ব্বব্যাধিহারী।

(৮১)

খোরাসানের দুইজন দরবেশ একসঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন অত্যন্ত ক্ষীণদেহ; তিনি দুইদিন অন্তর সামান্য কিছু আহার করিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট, তিনি প্রত্যহ তিনবার আহার করিতেন। একদিন তাঁহারা এক নগরে প্রবেশ করিবামাত্র শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফ্‌তার হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে একটি কামরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ঐ কামরার দরজা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুই সপ্তাহ পরে ঘটনাক্রমে এমন সকল নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল, যাহাতে তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিল না। অবিলম্বে যে গৃহে তাঁহারা বন্দী ছিলেন, তাহার দ্বারের দেওয়াল অপসারিত করা হইল। দেখা গেল, বলবান ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বল শীর্ণ ব্যক্তি নিরাপদে বাঁচিয়া আছে। ইহাতে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের বিস্ময়-পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন,—এইরূপ না ঘটিলেই বরং তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। কারণ, ঐ মৃতব্যক্তি অধিক আহারে অভ্যস্থ ছিল। অনাহারের ক্লেশ সে কখনও সহ্য করে নাই। এই জন্য সে অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ

করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই জীবিত ব্যক্তি অনাহার-ক্লেশে অভ্যস্ত ছিল। এইজন্য ক্ষুধার ক্লেশ তাহার পক্ষে অসহ্য হয় নাই; সে সহজে ছবর করিতে পারিয়াছে, এবং অবশেষে নিরাপদে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

সামান্য আহার হইলে অভ্যাস কাহারো
অভাবের দিনে বেশী কিছু তা'র হ'বেনা,
উদর পূজক পড়ে যদি কভু অভাবে
জীবন তাহার বেশীক্ষণ ভাই, র'বেনা। (১)

(৮২)

একজন সুফীর কোন মুদির দোকানে কিছু টাকা দেনা হইয়াছিল। মুদি প্রত্যহ এ জন্য তাগাদা করিত, নানা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিত। সুফী সাহেব নিরুপায় হইয়া এই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতেন; কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। একদিন তাঁহার এক বন্ধু এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সুফী সাহেবকে বলিলেন,—মুদিকে এ ভাবে পুনঃপুনঃ

(১) চু কম্ খোর্দ্দন্ তবিয়াত্ শোদ্ কছে রা
চু ছখ্তী পেশশ্ আয়াদ্ ছহল্ গিরদ্।
আগার্ তন্ পর্ ওয়ারাস্ত্ আন্দর্ ফরাখী
চু ছখ্তী বিনদ্ আজ্ তঙ্গী বেমিরদ্।

ওয়াদা দেওয়া অপেক্ষা নিজের প্রবৃত্তিকেই ওয়াদা দেওয়া উচিত ছিল।

ধনীদের উপকার- আশা ত্যাগ করা ভাল
দ্বারীর জুলুম হ'তে, নাহি তা'তে সংশয় ;
মাংসের কামনা করি নিরাশায় মরা ভাল,
কসাইয়ের তাগাদায় তা'র চেয়ে করি ভয়।

(৮৩)

একজন যুবক তাতারের যুদ্ধে আহত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ তাহাকে বলিল,—ওহে, শুনিয়াছি, অমুক সওদাগর জখমের ভাল ঔষধ জানেন। তুমি চাহিলে হয় ত তিনি কিছু দিতে পারেন। তবে শুনিয়াছি, লোকটি নাকি বড়ই বখিল। এমন কি তাহার সম্বন্ধে বলা যায়,—

তপন আসত যদিরে
অধীনে কখনো বখিলের,
অনন্ত কালেও কেহ না
দেখিতে আলোক অখিলের। (১)

---

(১) গার্ বজায়ে নানশ্ আন্দর্
ছাপ্রা বুদে আফ্তাব্
তা কিয়ামত্ রোজে রওশন্
কছ্না দিদে দর্ জাহাঁ।

যুবকটি উত্তরে বলিল,—তাহার নিকট ঔষধ চাহিলে তিনি দিবেন কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তিনি ঔষধ দিবেন, তাহা হইলেও সেই ঔষধে উপকার হইবে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু এইরূপ লোকের নিকট কিছু প্রার্থনা করা প্রাণনাশক বিষের মত!

নীচের নিকট চাহ যদি কিছু
শরীর হয় ত বাড়িবে,
প্রাণ কিন্তু যাবে ছোট হ'য়ে তব
সে কথাটি মনে রাখিবে! (১)

হাকিম লোকেরা বলিয়াছেন,—আত্ম-সম্মানের বিনিময়ে আবেহায়াতও ক্রয় করা সঙ্গত নহে। (২)

মোর্দন্ ব এজ্জত্ বেহ্ আজ্ জেন্দ্গানী ব মোজাল্লত্!
হীনতার সহিত বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সসম্মানে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ।

---

(১) হয়্চে আজ্ দুনাঁ বমেন্নাত্ খাস্তি
দর্ তন্ আফ্জুদি ও আজ্ জাঁ কাস্তি!

(২) আবেহায়াত জীবনবারি। যাহা পানে লোকে অমরতা লাভ করে। কথিত আছে,—হজরত খেজর (আঃ) জোলমত্ বা তিমির রাজ্যের মধ্যে আবেহায়াতের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

হাসি মুখে যদি দেয় নিম-তিত
চেহারা যাহার নির্ম্মল,
ভাল লাগে তাহা; কটু মুখে দিলে
সুধা লাগে যেন নিম-ফল। (১)

(৮৪)

একজন দরিদ্র ব্যক্তি অত্যন্ত অভাবে পড়িয়াছিলেন। তাহার কোন বন্ধু বলিলেন,—অমুক ব্যক্তি খুব ধনী এবং দানশীল। তিনি জানিতে পারিলে আশা করি আনন্দের সহিত আপনার অভাব দূর করিয়া দিবেন। দরিদ্র লোকটি বলিলেন,—আমি তাঁহাকে চিনি না। অগত্যা বন্ধুটি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উক্ত ধনী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিটি কিছু প্রার্থনা না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধু বলিলেন,—আপনার এ কি কাণ্ড? চাহিতে আসিয়া না চাহিয়া ফিরিয়া চলিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন,—লোকটিকে যেরূপ বিরক্তিপূর্ণ বিকৃতমুখে উপবিষ্ট দেখিলাম, তাহাতে আমার চাহিবার ইচ্ছা দূর হইয়া গেল। তিনি আমাকে যাহা দিতেন, তাহা তাঁহার ঐ কটু চেহারাকে দিয়া আসিলাম।

(১) আগার হন্জল্ খোরি আজ্ দস্তে খোশ্রুয়ে
বেহ্ আজ্ শিরিনী আজ্ দস্তে তোর্শ্রুয়ে।

চেহারা যাহার কটু ও তিক্ত,
তার কাছে কেন যাও হে ?
চাহিবারে কিছু যাওয়া তার ধারে
কভু তব সমু- চিত নয়।
একান্তই যদি চাহিবারে হয়,
তার কাছে তবে চাও হে,
প্রসন্ন যাঁহার বদনে সরল
হাসি সততই লাগি' রয়। (১)

(৮৫)

হাতেমতায়ী একজন বিশ্ববিখ্যাত দাতা ও উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। একদিন কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি পৃথিবীতে আপনার অপেক্ষা মহৎ লোক কি অন্য কাহাকেও দেখিয়াছেন ? তিনি উত্তর দিলেন,—হাঁ, তেমন লোক একজন আমি দেখিয়াছি বটে। একদিন আমি চল্লিশটি উট কোরবানী করিয়াছিলাম। আরবের বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান আমীর ওমরার সেদিন আমার বাড়ীতে আহারের

(১) মবর্ হাজত্ বনজ্দিকে তোর্শ্ রুয়ে,
কে আজ্ খোয়ে বদশ্ ফর্ছুদা গর্দী।
অগার্ হাজত্ বরি নজ্দে কছে বর্
কে আজ্ রুয়াশ্ বনকদ্ আছুদা গর্দ্দি।

বন্দোবস্ত ছিল। আমি অরণ্যের ধার দিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ কুড়াইয়া কুড়াইয়া এক স্থানে জমা করিতেছে। সে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, যেন অনাহারে অবসন্ন। তাহাকে বলিলাম,—হাতেমের বিখ্যাত ভোজে কেন যোগদান করিতেছ না? এ অঞ্চলের সকলেই ত তাঁহার মহান দস্তরখানের পার্শ্বে গিয়া সমবেত হইয়াছে। লোকটি উত্তর দিল,—যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, হাতেমের আতিথেয়তার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

যে জন নিজের শ্রমে করে উপার্জ্জন,
অনুগ্রহ কাহারো সে করেনা গ্রহণ।

(৮৬)

হজরত মুসা আলায়হেস্‌সালাম একজন ফকিরকে অনাহারে ক্লিষ্ট এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মরুভূমিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। লজ্জা নিবারণের জন্ত তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ মরু-বালুকার মধ্যে সে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে মুসা (আঃ) এর দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে

বলিল,—হে মুসা, আমার জন্ত খোদাতা'লার দরগায় প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমার এই দারুণ দুর্গতি দূর করেন। দেখুন, অনাহারে আমি মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি! হজরত মুসা (আঃ) এর দয়া হইল। * তিনি খোদার দরগায় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন, এবং তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে মুসা (আঃ) আবার সেই পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন; দেখিলেন,—এক স্থানে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি লোক বন্দী অবস্থায় রহিয়াছে; আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন, এ সেই লোক, যাহার জন্ত কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দোয়া করিয়াছিলেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? কি হইয়াছে? তাহারা উত্তর দিল,—এই লোকটির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ,—সে মদ খাইয়াছে, মারামারি করিয়াছে এবং একজনকে হত্যা করিয়াছে। এখন

* কোন নবীর নাম উচ্চারণের সময় আলহেস্‌সালাম বলিতে হয়। "আঃ" অক্ষর দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। উহার অর্থ তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

হত্যাপরাধে এই সহরের কাজী তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। শুনিয়া মুসা (আঃ) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বিড়ালের পর থাকিত রে যদি তা'হলে
পাখীর বংশ রহিত না আর মহীতে,
নিরীহ গরুর সিং গাধা যদি পে'ত রে,
পারিত না কেহ দাপট তাহার সহিতে। (১)

কোন নীচ প্রকৃতির কমিনা ব্যক্তি হাতে শক্তি পাইলে সে তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বল লোকের হাত মোচড়াইয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে।

কহিলা আফ্‌লাতুন* কি অমূল্য বাণী।—
পিপড়ার পর উঠা ভাল কভু নহে,
ক্ষমতার ব্যবহার করিতে না জানি'
অনন্ত দুর্গতি নর চিরদিন সহে।

---

(১) গোর্‌বায়ে মিছকিন্ আগার্ পর্ দাশ্‌তে
তোখ্‌মে কোন্‌জশ্‌ক্ আজ্ জাঁহা বর্ দাশ্‌তে।
হিচ্ কাছ্‌রা গের্দ্দে খোদ্ না গোজাশ্‌তে
ঈঁ দো শাখে গাও আগার্ খর্ দাশ্‌তে।

* আফলাতুন একজন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। ইংরাজীতে ইহাকে Plato প্লেটো বলে।

যে খোদা তোমারে নাহি করেছেন ধনী,
তিনিই জানেন কিসে তব শুভ রহে। (১)

(৮৭)

বস্‌রা সহরে মনিকারদের সভায় একজন মরুচারী লোককে দেখিয়াছিলাম। সে গল্প করিতেছিল,—একদিন জলহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। খাদ্য দ্রব্যগুলি কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না। জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিলাম। হতাশভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ চলিতেছি ; হঠাৎ সম্মুখে একটি থলি প্রাপ্ত হইলাম। থলিটি কি একটি পদার্থে পূর্ণ। উহা দেখিয়া আমার মনে যে অপার আনন্দের উদয় হইয়াছিল, জীবনে তাহা কখনই ভুলিব না। কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, উহা ভোজ্য পদার্থে পূর্ণ আছে। কিন্তু থলিটি খুলিয়া যখন উহার মধ্যে মার্‌ওয়ারিদ নামক বহুমুল্য প্রস্তর দেখিলাম,

(১) ছেফ্‌লা চু জাহ্‌ আমাদ্‌ ও সিম্‌ ও জরশ্‌
ছায়লে খাহদ্‌ বজরুরত্‌ ছরশ্‌
আঁ নশনিদী কে ফলাতুন চে গোফ্‌ত্‌
মুর্‌ হমাঁ বেহ্‌ কে নাবাশদ্‌ পরশ্‌!
আঁ কছ্‌ কে তওয়াঙ্গরত্‌ নমি গর্দ্দানদ্‌
উ মছ্‌লেহতে তু আজ্‌ তু বেহ্‌তর্‌ দানদ্‌!

তখন আমার মনে যে হতাশা, আক্ষেপ ও অবসাদের উদয় হইয়াছিল, জীবনে তাহাও কোন দিন বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

বালুকাপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে যে পথিক পিপাসায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার নিকট মুক্তা ও ঝিনুকের একই মূল্য! এইরূপ আর একটি গল্প আছে,—

এক ব্যক্তি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার নিকট কোনই খাদ্যদ্রব্য ছিল না। বেচারা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনরূপেই পথের সন্ধান পাইল না। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় হতভাগ্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। তাহার নিকট অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছিল বটে, কিন্তু সেই নির্জ্জন মরুভূমিতে তৎসমুদয় কোনই কাজে লাগিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে দেরেমগুলি মাথার কাছে রাখিয়া বালুকারাশির উপর অঙ্গুলি সংযোগে লিখিয়া রাখিয়াছিল,—

বিশুদ্ধ সোনার মোহরের গাদা
থাকে যদি কা'রো থলিতে,
তাহাতে তাহার উদরের ক্ষুধা
কখনই দূর হয় না।

মরুভূর পথে দগ্ধ পথিক—
অক্ষম যে জন চলিতে,
হৃদয়ে তাহার মণি মুকুতার
কোন আকর্ষণ রয় না।
শালগম যদি দাও পাক করি,
দু'হাত বাড়ায়ে ধরে সে,
রতন কাঞ্চন যাহা কিছু দাও
কখনই সে তা' লয় না। (১)

(৮৮)

একদিন মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল ; তেমন দুঃখ আর কখনো হয় নাই। সেদিন ঘটনাক্রমে আমার জুতা ছিল না। মন বড়ই চিন্তাক্রান্ত হইয়া পড়িল ; নগ্নপদে কেমন করিয়া গমনাগমন করিব ? ক্ষুণ্ণহৃদয়ে কুফার মস্‌জেদে নামাজ পড়িতে গমন করিলাম। তথায় গিয়া দেখি, একজন লোকের পা নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া খোদাতা'লাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার জুতা নাই বলিয়া আক্ষেপ হইতেছিল, কিন্তু এই হতভাগ্য

(১) গর্ হামা জরে জা'ফরী দারদ্
মর্দ্দে তোশা বর্ নগিরদ কাম্।
দর্ বিয়াবাঁ ফকিরে ছুখ্‌তারা
শালগম্ পোখ্‌তা বেহ্‌ কে নোক্‌রায়ে খাম্।

ব্যক্তির যে পা-ই নাই। তাহার অবস্থা অপেক্ষা আমার অবস্থা কত ভাল। জুতার খেদ আর রহিল না।

পোলাও কোর্‌মা যদি দাও ক্ষুধাহীনেরে,
সে তাহা খাইতে সুখ পা'বে না ;
শাকভাত দাও যদি ক্ষুধাতুর দীনেরে
খুশী হ'বে, আর কিছু চা'বে না। (১)

(৮৯)

কোন বাদ্‌শা কয়েকজন বিশিষ্ট পরিষদ সহ শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন শীতকাল। রাজধানী হইতে বহু দূরে একস্থানে তাঁহাদের সন্ধ্যা হইল। রাজা দেখিলেন, নিকটে এক গৃহস্থের বাটী। তিনি পরিষদগণকে বলিলেন,—চলুন, এই গৃহস্থের বাটীতে গিয়া আমরা অতিথি হই। আজ অত্যন্ত শীত পড়িতেছে। উহার আশ্রয়ে শীতের অনেকটা উপশম হইবে।

একজন উজির বলিলেন,—হুজুরের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত

(১) মোর্গে বিরিয়াঁ বচশ্‌মে মর্দ্দমে ছের
কমতর আজ্‌ বর্গে তোরাহ্‌ বর্‌ খান্‌ আস্ত্‌।
ও আঁকেরা দস্ত্‌গাহ্‌ ও কোদ্‌রত্‌ নিস্ত্‌
শালগোম্‌ পোখ্‌তা মোর্গে বিরিয়ান্‌ আস্ত্‌!

বাদশার পক্ষে এইরূপ একটী সামান্য গ্রামবাসীর বাটীতে অবস্থিতি কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাহাতে হুজুরের সম্মান ও মর্য্যাদার হানি হইবে। আমরা বরং এই স্থানেই তাঁবু খাটাইব, তাহার মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিব। তাহা হইলে আর শীতে তেমন কষ্ট হইবে না।

ইতিমধ্যে উক্ত গৃহস্থ কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাদ্‌শা ঘটনাক্রমে তাঁহার বাটীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত মত খানাপিনার ব্যবস্থা করিয়া বাদশার নিকট আনয়ন করিলেন। অতঃপর ভূমি চুম্বন করিয়া যথোচিত শাহী আদবের সহিত বলিলেন,—বাদশা নামদার যদি দয়া করিয়া আমার ন্যায় গরীব গোলামের কুটীরে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে হুজুরের সম্মান প্রতিপত্তির একটুও হানি হইবে না; কিন্তু তাহাতে এই গরীব গ্রামবাসীর সৌভাগ্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে; সে চিরকাল নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিবে। বাদ্‌শা তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি উক্ত গ্রামবাসীকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন ঐ গ্রামবাসী ভদ্রলোকটী বাদশার

অশ্বের পাশে পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কবিতাটি পড়িয়াছিলেন,—

গরীব গ্রামীর গেহে দয়া করি' আসিলে ;
গৌরব মহিমা তব কমে নাই তাহাতে !
চির দিবসের তরে ধন্য তারে করিলে
রাখিয়া ক্ষণেক নিজ করুণার ছায়াতে। (১)

(৯০)

কেশ নামক স্থানে একজন বড় সওদাগারের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার ধনসম্পদের অবধি ছিল না। দেড়শত উষ্ট্রের উপরে তিনি তাঁহার বাণিজ্যসম্ভার দেশান্তরে লইয়া যাইতেছিলেন। চল্লিশজন ভৃত্য সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। একদিন তিনি আমাকে তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি বিশ্রাম করেন নাই, আমাকেও বিশ্রাম করিতে দেন নাই ; ক্রমাগত কথা বলিয়া বলিয়া আমাকে একেবারে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন,—

(১) জে কদ্‌রে শওকতে সুল্‌তাঁ না গশ্‌ত্‌ চিজে কম্‌
জে এল্‌তেফাতে মেহ্‌মান্‌ছারায়ে দেহ্‌কানে ;
কোলাহে গোশায়ে দেহ্‌কান্‌ ব আফ্‌তাব্‌ রছিদ্‌
কে ছায়া বর্‌ ছরশ্‌ আন্দাখ্‌ত্‌ চুঁ তু সুল্‌তানে।

আমার অমুক অমুক মালপত্র তুর্কিস্থানে এবং অমুক জিনিষ হিন্দুস্থানে রহিয়াছে। এই কওলাখানি অমুক জমীর, আর অমুক বিষয়ের জামিন অমুক ব্যক্তি রহিয়াছেন। কখন বা তিনি বলিতেছিলেন,—একবার আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় যাইবার ইচ্ছা আছে; কারণ, তথাকার আবহাওয়া বড়ই সুন্দর। কিন্তু মরক্কোর নিকটস্থ সমুদ্রে তুফান বড় বেশী; তাই যাইতে একটু ভয় হয়। ভাল কথা, সা'দী, আর একটা বড় সফর আমার সম্মুখে; শীঘ্রই ঐ সফরে যাত্রা করিতে হইবে। উহা হইতে ফিরিতে পারিলে অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে গৃহে বসিয়া কাটাইয়া দিব, মনে করিয়াছি; আর এ ভাবে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান ভাল লাগে না। সন্তোষ অবলম্বন করিব।

আমি বলিলাম,—এ কোন্ সফরের কথা আপনি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন,—পারস্য হইতে গন্ধক ক্রয় করিয়া চীনদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। শুনিয়াছি, চীনে গন্ধকের মূল্য খুব অধিক। আশা করি, ইহাতে যথেষ্ট লাভ হইবে। তাহার পর চীন হইতে বিখ্যাত চীনের বাসন ক্রয় করিয়া রোমে বিক্রয় করিব। অতঃপর রোমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ভারতবর্ষে, এবং ভারতবর্ষ হইতে লৌহ ও ইস্পাত আলেপ্পোতে, অতঃপর আলেপ্পোর শিশা ইমন দেশে, এবং ইমন দেশের চাদর পারস্যে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। তাহার পর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়িয়া দিয়া একটি বড় দোকান করিয়া বসিব। মাথা-

পাগলা লোকটি এইরূপ ভাবে অবিরল বকিয়া বকিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন, তিনিও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবশেষে হাফাইতে হাফাইতে তিনি আমাকে বলিলেন,—সা'দী, তুমিও কিছু বল না। আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম; আর মধ্যে মধ্যে সায় দিতেছিলাম। এখন তাঁহার অনুরোধে এই কবিতাটি বলিলাম,—

শুননি' কি সেই মানব প্রধান
উট হ'তে পড়ি ভূতলে,
কহিলা কি বাণী গোর মরুভূমে
হ'য়ে অতিশয় ক্ষুণ্ণ ?
—সন্তোষ অথবা কবরের মাটি
ব্যতীত কখনো জগতে
সংসারী জনের ক্ষুদ্র নয়ন
কিছুতে না হয় পূর্ণ। (১)

আঁা শনিদাস্তি কে দর্ ছহ্‌রায়ে গোর্
বারে ছালারে বেয়োফ্‌তাদ্ আজ্ ছতোর্।
গোফ্‌ত্ চশ্‌মে তঙ্ দনিয়া দার্ রা
য়্যা কানায়্যাত্ পোর কুনাদ্ ইয়া খাকে গোর্!

(৯১)

হাতেমতায়ী যেমন দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, একজন ধনী ব্যক্তি কৃপণতার জন্য সেইরূপ সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে দেখিতে সে অত্যন্ত ধনী, কোন জিনিসেরই তাহার অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার অন্তর অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দীনতম দীন। তাহার সম্মুখে কেহ অনাহারে মরিতে বসিলেও সে তাহাকে এক টুকরা রুটি খাইতে দিত না। আবু হোরায়রা নামক হজরতের বিখ্যাত সাহাবী যে বিড়াল-টিকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া আবুহোরায়রা উপাধি পাইয়াছিলেন। অন্য বিড়াল দূরে থাকুক, সেই বিড়ালটিকে পর্য্যন্ত সে এক লোকমা * খাদ্য দিতে পারিত না। (১) আস্‌হাবে কাহাফের বিখ্যাত কুকুর তাহার নিকট হইতে একখানি অস্থি পাইবার পর্য্যন্ত আশা করিতে পারিত না! ফলতঃ, কেহ কখন তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত বা তাহার দস্তরখান বিস্তারিত অবস্থায় দেখে নাই! ভিখারী দূর হইতে তাহার অন্নের গন্ধই প্রাপ্ত হইত, কখন

---

* লোকমা = গ্রাস

(১) আবু হোরায়রা = বিড়ালের পিতা—তিনি একটি বিড়াল অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া কৌতুক করিয়া তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।

তাহা আস্বাদ করে নাই। পক্ষিগণ পর্য্যন্ত তাহার রুটির একটি কণিকা লাভের আশা ব্যর্থ মনে করিয়া সেদিকে চাহিত না।

শুনিয়াছি, উক্ত কৃপণ ব্যক্তি এক সময় মিসরে যাইবার উদ্দেশ্যে মরক্কোর সমুদ্রপথ দিয়া যাইতেছিল। তখন তাহার মাথার মধ্যে ফেরা'উনী খেয়াল পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। (১) খোদার ইচ্ছা, হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ তুফান উঠিল। ফেরা'উনের ন্যায়ই কৃপণ লোকটি জাহাজডুবি হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রাণ-ত্যাগ করিল। প্রাণরক্ষার জন্য সে খোদা'তালাকে অনেক ডাকিয়াছিল, কিন্তু খোদার দরবারে তাহার ফরিয়াদ কবুল হইল না। অন্য সময় খোদাকে ভুলিয়া থাকিয়া শুধু বিপদের সময় ডাকিলে তাহাতে বিশেষ ফল হয় না।

মিসরের উক্ত কৃপণ ব্যক্তির একজন উত্তরাধিকারী ছিল। উহার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সেই মালিক হইয়া দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ধনীব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার পুরাতন বস্ত্রগুলির স্থলে শরীরে সুন্দর সুন্দর নূতন বস্ত্র

---

(১) প্রাচীনকালে মিসরের বাদশাগণের উপাধি ফেরা'উন বা Faroa ছিল। যে বাদশাকে হজরত মুসা আলায়হেসালাম হেদায়ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে যিনি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছিলেন, ইস্‌লামী সাহিত্যে ফোরা'উন বলিতে সাধারণতঃ তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। তিনি অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও পাপাচারের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম ছিল ২য় র‍্যাম্‌সেস্। সম্প্রতি ইহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাসিক মোহাম্মদী—পৌষ ১৩৩৪

শোভা পাইতে লাগিল। সব দিক দিয়াই তাহার চা'ল চলন বদলিয়া গেল। ঐ সপ্তাহেই আমি উহাকে দেখিলাম, একটি সুন্দর তেজস্বী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সে চলিয়াছে; সঙ্গে দুইজন ভৃত্য। লোকটির সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই বেশ পরিচয় ছিল; তাই দ্রুতগতিতে নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—

যে ধন দৌলত দিয়াছেন খোদা
কর তার সৎ- ব্যবহার;
অভাগা সঞ্চয় ক'রেছিল, আহা
কাজে লাগে নাই কিছু তা'র।

(৯২)

একজন নিরেট বোকা সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া একটি আরবীয় অশ্বে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত গমন করিতেছিল। আমার একজন বন্ধু তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—সা'দী, কেমন দেখিতেছ? আমি বলিলাম,—একটি সুঠাম সুন্দর চেহারা সহস্র বেশভূষা অপেক্ষা মনোরম।

প্রকৃত শরীফ যিনি— হইলেও দীনহীন
কমিবে না কোনদিন উন্নত মহিমা তাঁর।

ইহুদী শরীফ হ'তে পারিবে না কোনাদন
সোণা রূপা যতই না থাক তার বেশুমার।

পশু সে পাগড়ি ধারী, পশুর স্বভাব যার,
মানবের সনে তার করিও না তুলনা,
খোঁজো যদি তার মাঝে দেখিবে না কিছু:আর
হালাল * শোনিত বিনা, এ কথাটি ভুলো না।

দুখ বেদনায় হইয়া অধীর
বিষাদিত করি' মুখ খান
বন্ধুর ধারে যাও যদি তবে
সফল কামনা হ'বে না।

তিক্ত করিবে ভালবাসা তার
তিক্ত করিবে তার প্রাণ,
চাহিবার যাহা হাসি মুখে চাও,
অভাব তোমার র'বে না।

হাসি-মাখা সদা বদন যাহার
ললাট যাহার ফুল্ল,
কাহারো নিকটে চেয়ে কিছু সে ত
নিরাশ-বেদনা স'বে না।

যেওনা যেওনা কভু কমিনার সকাশে,
ক্ষুধায়, অভাবে যদি হও তুমি মর্ মর্,

* হালাল—বৈধ

ব'লো না মানুষ তা'রে হইলেও রাজা সে
নীচতায় হীনতায় ভরা যার অন্তর।
অমানুষ সুসজ্জিত চারুবেশ বিলাসে,
কনকের পাতে মোড়া যেন হেয় প্রস্তর।

দো'য়ার বেলায় দু'হাত বাড়ায়
খোদার দর্গায় কাতরে,
দানের বেলায় সে হাত লুকায়
দুই বগলের ভিতরে!
এমন করিয়া কোন ফল নাই;
হও হও ভাই, সাবধান,
ভাগ্যবান জনে খোদা যা' দেছেন
খোদার রাস্তায় বিতরে। (১)

হও যদি তুমি ধনবান
শান্তি সুখ সবে কর দান।
নিজে ভোগ কর হরষে
ধরমের কাজে স'পো প্রাণ।
এ প্রাসাদ তব র'বে না,
অনন্ত বাসের কারণে

(১) দস্তে তজর্রো' চে ছুদ্ বান্দায়ে মোহ্তাজ্রা
অক্তে দো'য়া বর্ খোদা ও অক্তে করম্ দর্ বগল্।
এই কবিতাটি ৯১ সংখ্যক গল্পের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠাও বিত্তব এখনি
সতত হইয়া সাবধান।

(৯৩)

একজন পাহ্‌লোয়ানের শরীরে হাতীর মত শক্তি ছিল, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি তেমন অধিক ছিল না। এক সময় সে অত্যন্ত দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে নিপতিত হইয়াছিল। অভাবের তীব্র নিপীড়ন একদিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহার পিতার নিকট গিয়া সমস্ত দুঃখের কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিরা বিদেশে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সে বলিল,—পিতঃ, আমি সফরে যাইয়া একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চাই; এজন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। আশা করি, বিদেশে গিয়া বাহুবলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র না পাইলে তাহা দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না; ধূপ আগুনে না দিলে তাহার সুগন্ধ মিলে না।

আজ্ জর্ ও ছিম্ রাহতে বেরছঁ।
খেশ্তন্ হম্ তামাস্তো' বরগীব্!
ও আঙ্গা ইঁ খানা আজ্তু খাহাদ্ মান্দ্
খশ্তে আজ্ ছিম্ও খশ্তে আজ জর্ গীব্।

ক্ষেত্র বিনা প্রতিভার হয় না স্ফুরণ,
আগুনে বিতরে ধূপ সুগন্ধ মোহন।

পিতা বলিলেন,—বাপু, এই বেহুদা খেয়াল মাথা হইতে দূর কর। গৃহে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া শান্তিতে জীবন অতিবাহিত কর। চেষ্টা করিলেই যে ধনরত্ন লাভ হয়, তাহা নহে; ভাগ্যের উপরেও ইহা অনেকখানি নির্ভর করে। আমার ধারণা, তোমার অদৃষ্টে ধনরত্ন নাই;—

ভাগ্যহীন জন শুধু বাহুবলে
কিছুই পারে না করিতে;
কপালের বলে বলহীন জন
হয় ধনবান ত্বরিতে!
মাথায় তোমার আছে যত চুল
দু'শ' গুণ যদি গুণ তার,
কপালের দোষে শত দুরগতি
হইবে তোমায় বরিতে! (১)

বীর পুত্রটি উত্তরে জানাইল,—হে পিতঃ, বিদেশ-ভ্রমণে অশেষ উপকার। ইহাতে প্রতিদিন নূতন নূতন বিষয় দেখিয়া-

(১) কছ্ নাতওয়ানদ্ গেরেফ্ত্ দামনে দওলত্ বজোর্
কোশেশ্ বে ফায়দাস্ত্ ও শমা' বর্ আব্রুয়ে কোর্।
আগার্ বা হর্ ছরে মোয়াত্ হুনর্ দোছদ্ বাশদ্
হুনর্ ব কার্ নয়ায়াদ্ চু বখ্ত্ বদ্ বাশদ্।

শুনিয়া মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। নানা দেশের নানা আচার ব্যবহার, সভ্যতা দেখিয়া নিত্য নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। দেশ বিদেশে নূতন নূতন বন্ধু লাভ করা যায়। বিদেশে গমন করিয়া লোক সাধারণতঃ সহজেই বহু ধনসম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারে। ফলতঃ বিদেশে না গেলে মানুষ প্রকৃত মানুষপদবাচ্য হইতে পারে না। বোজর্গ্ লোকেরা বলিয়াছেন,—

আপনার ঘরে রহিলে আটক সতত
হে অবোধ, তুমি হ'বে না মানব হ'বে না;
বিশ্বের বুকে বাহির হইয়া পড় ত
তার আগে, যবে এ সংসারে তুমি র'বে না। (১)

পিতা বলিলেন,—হে পুত্র, বিদেশ-ভ্রমণের উপকারিতা যে অসীম, তোমার একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পাঁচ শ্রেণীর লোকের পক্ষেই বিদেশ-ভ্রমণ করা সাজে; তাঁহারাই বিদেশ-ভ্রমণে প্রকৃত লাভবান হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ,—সওদাগরগণ। তাঁহাদের যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, দাসদাসী

---

(১) তা বদোকানে খানা দর্ গরোবী,
হরগেজ্ আয় খাম্ আদমী না শবী।
বেরও আন্দর্ জাহাঁ তফর্‌র্‌জ্ কুন্
পেশ্ আজাঁ রোজ্ কাজ্ জাহাঁ বেরবী।

আছে; বিচক্ষণ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন। এক-এক দিন এক-এক সহরে, এক-এক রাত্রি এক-এক নূতন নূতন স্থানে তাঁহারা পরম আনন্দে যাপন করেন। নানারূপ সুখ সম্ভোগে, আমোদ প্রমোদে তাঁহাদের ভ্রমণের সময় অতিবাহিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ সম্পদও লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

পাহাড় প্রান্তর মরুভূ জঙ্গল
ধনীজন যা'ন যেখানে,
সেখানেই তাঁ'র আরাম-আবাস,
কিছুরি অভাব হয় না।
দরিদ্র যে জন অভাব-পীড়িত,
কে চিনে তাহারে? কে জানে?
স্বদেশেই সে যে প্রবাসী, কেহই
তা'র সাথে কথা কয় না। (১)

দ্বিতীয়তঃ,—বিদ্বানগণ। ভাষার লালিত্য, তর্কের গুরুত্ব এবং পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্বের মহিমায় তাঁহারা যেখানেই গমন করেন, সেইখানেই জনসাধারণ তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা

(১) মোনোয়েম বকোহ্ ও বেয়াবাঁ গরীব নিস্ত্
হরজা কে রফ্ত্ খিমা জদ্ ও খাবগাহ্ ছাখ্ত্।
ও আঁ রা কে বর্ মোরাদে জাহাঁ নিস্ত্ দস্তরছ্
দর্ জাদে বুমে খেশ্ গরিবাস্ত্ ও না শেনাখ্ত্

করে ; পরম আদরে, পরম যত্নে সকলে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকে।

বিদ্বান যে জন বিশুদ্ধ সোণার
সমান তাঁহার মূল্য,
যেখানেই যা'ন সম্মান যতন
সকলেই তাঁরে করে হে।
মূর্খ জনের বিভব-সম্পদ
থাকিলেও রাজ- তুল্য,
বিদেশে তাহারে কখনই কোন-
জন নাহি সমা- দরে হে ! (১)

তৃতীয়তঃ,—সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তিগণ। হৃদয়বান লোক তাহাদিগকে দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। বোজর্গ্ লোকেরা বলিয়াছেন,—"আন্দ্কিয়ে জমাল্ বেহ্ আজ্ বিছিয়ারিয়ে মাল্"—অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ সৌন্দর্য্য বহু ধনসম্পদ অপেক্ষাও মূল্যবান। সুন্দর চেহারা আহত অন্তরের উপর মলমের কার্য্য করে। তাহার সংস্পর্শে হৃদয়ের আবদ্ধ দ্বারগুলি খুলিয়া যায়। এই জন্যই

(১) ওজুদে মর্দমে দানা মেছালে জরেঁ তলাস্ত্
বহর্ কুজা কে রওয়াদ্ কদর্ ও কিমতশ্ দানন্দ্;
বোজর্গ্ জাদায়ে নাদান্ ব শহর্ ওয়া মানদ্,
কে দর্ দেয়ারে গরীবশ্ বহিচ্ না ছেতানন্দ্।

সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তি যেখানেই গমন করুক, সর্ব্বত্র আদরে অভ্যর্থিত হইয়া থাকে।

মাতাপিতা যদি দেন তাড়াইয়া
সুন্দর যাহার চেহারা,
যেখানেই যা'বে সমাদর পা'বে
সন্দেহ ত'াতে কিছু নাই।
কোরানের মাঝে ময়ূরের পর
রেখেছিল যেন কাহারা *
কহিলাম পর, খোদার কালাম-
ভিতরে তোমার কেন ঠাঁই?
কহিল সে মোরে ঈষৎ হাসিয়া,—
সুন্দর ভবে যাহারা
যার কাছে যা'বে বরণ করিয়া
লইবেক সেই, জে'নো ভাই। (১)

* ময়ূরের পর অনেকে বিশেষ যত্নের সহিত কোরান শরিফের মধ্যে রাখিয়া থাকেন; অথচ ময়ূর হালাল পক্ষী নহে। কোন হালাল পক্ষীর পরকে এইরূপ সম্মান করা হয় না। সৌন্দর্য্য ময়ূরের পরের বিশেষত্ব ও গৌরবের কারণ।

(১) শাহেদ আঁজা কে রওয়াদ্ হোর্মত্ ও ইজ্জত্ বিনদ্
আর্ বেরানন্দ্ ব্ কহ্রশ্ পেদর্ ও মাদরে খেশ্;
পরে তাউছ্ দর্ আওরাকে মোছাহেফ্ দিদম্
গোফ্তম্ ইঁ মন্জলত্ আজ্ কদ্রে তু মিবিনম্ বেশ্।
গোফ্ত্ খামুশ, কে হর্ কছ কে জামালে দারদ্,
হর্ কুজা পায়ে নেহদ্ দস্ত্ বেদারন্দশ্ পেশ্!

স্বভাব যাহার সুমধুর আর
চেহারা যাহার সুন্দর,
ভয় তার নাই, যেখানেই যাবে
আদরিবে তারে সকলেই।
রহে কি রে মতি শুক্তির মাঝে
সুষমার চারু নির্ঝর ?
চাহে সবে তারে মালা করি বুকে
রাখে আপনার দখলেই। (২)

যদি কোন বালকের স্বভাব চরিত্র ও আকৃতি প্রকৃতি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সে যেখানেই যাউক, সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। সে মুক্তাসদৃশ, শুক্তির মধ্যে অবস্থিতি তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে; জগতে এরূপ অতুলনীয় মুক্তার ক্রেতার অভাব নাই।

চতুর্থতঃ,—যাহার কণ্ঠস্বর মধুর, বাকচাতুর্য্যপ্রভাবে যে সকলের মন হরণ করিতে পারে, সে যেখানেই যাউক লোকে তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, হজরত দাউদের (আঃ) কণ্ঠস্বরে নদীর প্রবাহ থামিয়া যাইত, পশু

(২) চু দর্ পেছর্ মওফেকত্ ও দেল্বরী বুয়াদ্
আন্দেশা নিস্ত্ গর্ পেদর্ আজ্ ওয়ে বরী বুয়াদ্
উ জওহরস্ত্ গো ছদফ্ আন্দর্ মিয়াঁ। মবাশ্
দোর্‌রে এতিম্‌রা হামা কছ্ মশ্‌তরী বুয়াদ্।

পক্ষী স্তব্ধ হইয়া থাকিত। যাহার কণ্ঠস্বর মধুর, সে সহজেই বড় বড় লোকদের চিত্ত জয় করিতে পারে; সকলেই তাহার সঙ্গ কামনা করে। কাহারো নিকটে তাহার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। সঙ্গীতের প্রভাব অসাধারণ। কবি বলেন,—

কতই মধুর ভোরের রাগিনী
মৃদু মৃদু যবে বাজে হে,
মধুর উষায় মধু-আধো-নিদ-
আধো জাগরণ- মাঝে হে!
সঙ্গীতের মাঝে "রুহানী খোরাক" *
পা'ন জ্ঞানিগণ দেখিতে;
রাগরাগিনীর চলিতেছে খেলা
প্রকৃতির সব কাজে হে।

পঞ্চমতঃ,—যে ব্যক্তি কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে, বিদেশে তাহার কোনই আশঙ্কা নাই। সে যেখানেই যাউক, জীবিকার জন্য তাহার বেগ পাইতে হয় না; কোন বিষয়ে তাহাকে অভাবে পড়িতে হয় না।

দরিদ্র দরজী যদি যায় কভু বিদেশে,
অর্থের অভাব তার · · · কখনই হয় না।

* রুহানী খোরাক—আত্মিক খাদ্য

ভূপতি বিদেশে কভু • কাটে নিশি উপসে,
রাজত্ব-গৌরব তাঁ'র কিছু তথা রয় না। (১)

উপরে যে সকল গুণের কথা বর্ণনা করিলাম, এই সমস্ত গুণের কোন একটি যাহার আছে, তাহারই পক্ষে বিদেশ-ভ্রমণ লাভজনক হইয়া থাকে; সেই ব্যক্তিই বিদেশে গিয়া সুখশান্তি পায়, বিভব সম্পদ লাভ করিতে পারে। যাহার এই সমস্ত গুণের কোনটিই নাই, সে যদি পাগলামী করিয়া খেয়ালের ঝোঁকে বিদেশে চলিয়া চায়, তবে সে ধ্বংস হইবে; দুনিয়াতে কেহই তাহার নিশানও খুঁজিয়া পাইবে না। বুঝিতে হইবে, সেই হতভাগ্যের অদৃষ্ট তাহাকে ধ্বংসের দিকেই আকর্ষণ করিতেছে।

পুত্র উত্তর করিল,—বোজর্গ্ লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন,—রুজী যদিও খোদাতা'লা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত আছে, তথাপি তজ্জন্য চেষ্টা করাই হইতেছে রুজীপ্রাপ্তির শর্ত্ত। চেষ্টা ব্যতীত জীবিকা হস্তগত হইতে পারে না। খোদাতা'লা-কর্ত্তৃক আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ নির্দ্ধারিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে; তথাপি বিপদ হইতে দূরে থাকিতে

(১) গর্ব্ ব গরীবী রওয়াদ্ আজ্ শহ্‌রে খেশ্
ছখ্‌তী ও মেহ্‌নত্ নাকশদ্ পোষাদোজ্;
অর্ব্ ব খরাবী ফেতদ্ আজ্ মুল্‌কে খেশ্
গোর্‌ছ্‌না খোফ্‌তদ্ মালেক্ নিম্ রোজ্!

চেষ্টা করা একান্তই কর্ত্তব্য। কোন কাজ না করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কখনই সঙ্গত নহে।

খোদাই জীবিকা দিবেন, সত্য বচন এ
সন্দেহ তা'তে কিছু নাই,
কর্ত্তব্য তোমার করা তাহা খোঁজ যতনে,
এ বিশ্বের মাঝে জে'নো ভাই!
মরণ আসিলে নিশ্চয় মরিবে, তা' বলি'
বাঘের কবলে স্বেচ্ছায় যাওয়া নাহি চাই। (১)

পাহ্‌লোয়ান-পুত্র বলিতে লাগিল,—আমার শরীরে যে বিপুল শক্তি আছে, তাহাতে আমি প্রমত্ত হস্তীকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারি, ভীষণ ব্যাঘ্রকেও সহজে স্বহস্তে হত্যা করিতে পারি। অতএব হে পিতঃ, আমার কর্ত্তব্য, আমি বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হই; এই অভাব অনাটন আর সহ্য হয় না।

যখন মানব নিজ দেশ আর
নিজ বাটী হ'তে বাহিরায়,
ভাবনা তাহার নাহি রহে কিছু,
থাকে না কেহই পর তা'র।

(১) রেজ্‌ক্ হর্‌চন্দ্‌ বেগোমাঁ বেরছদ্
শর্‌তে আ'কুলস্ত্ জোস্তন্ আজ্ দর্‌হা,
ওয়ারচে কছ্ বে আজল্ না থাহদ্ মোর্দ্
তু মরও দর্ দহনে আশ্‌দর্‌হা।

সাঁঝের বেলায় সকল মানুষ
আপনার ঘর- পানে যায়,
যেখানেই রা'ত ফকির যে জন
সেইখানে হয় ঘর তা'র। (১)

এই কথা বলিয়া সেই পাহ্‌লোয়ান তাহার পিতার আর কোন আপত্তির জন্য অপেক্ষা করিল না। তাঁহার নিকট দোয়া প্রার্থনা করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইবার সময় সে আপন মনে বলিতে লাগিল,—

গুণ যা'র আছে দেশে কি সে কভু পড়ে' রয়?
সুদূর বিদেশে যাইতে তাহার কিবা ভয়? (২)

চলিতে চলিতে পাহ্‌লোয়ান একটি প্রকাণ্ড নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্ব্বত্য নদী; প্রস্তরের উপর জলরাশি তুমুল বেগে নিপতিত হইয়া বজ্রের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতেছিল; সেই ভীষণ শব্দে দূরদূরান্তর প্রতিধ্বনিত

---

(১) চুঁ মর্দ্দ্‌ বর্‌ ফেতাদ্‌ জে জায় ও মকামে খেশ,
দিগর্‌ চে গোম্‌ খোরদ্‌? হামা আফাক্‌ জায়ে উস্ত্‌।
শব্‌ হর্‌ তওয়াঙ্গরে ব ছরায়ে হমিরওয়াদ্‌
দরবেশ্‌ হর্‌ কুজা কে শব্‌ আমাদ্‌ ছরায়ে উস্ত্‌!

(২) হুনর্‌ ওয়ার্‌ চু বখ্‌তশ্‌ নাবাশদ্‌ ব কাম্‌
ব জায়ে রওয়াদ্‌ কশ নদানন্দ নাম।

হইতেছিল। কোন জলচর পক্ষী উক্ত নদীতে নামিতে সাহস পায় না। পর্ব্বতের পাষাণ-গাত্র নদীর প্রবল স্রোতে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল।

নদীর মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড মজবুত নৌকা ছিল। পাহ্‌লোয়ানটি দেখিল, অনেকগুলি লোক ঐ নৌকার উপর বসিয়া নদী পার হইবার আয়োজন করিতেছে। ইহাতে সে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়া তাহাকেও পারে লইয়া যাইবার জন্য নৌকাচালক মাঝিকে অনুরোধ করিল। মাঝি বলিল,—পারের পয়সা ব্যতীত পার করিতে পারি না। যুবকের নিকট পয়সা ছিল না। সে মাঝির অনেক খোশামদ করিল, তাহার নিকট বিস্তর স্তুতি মিনতির সহিত কাতরকণ্ঠে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইল; কিন্তু কোনই ফল হইল না। হৃদয়হীন মাঝি তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া উপহাসের সুরে বলিল,—

টাকা না থাকিলে জোর কা'রো পরে চলে না।
শুধু বাহুবলে কভু শুভ ফল ফলে না। (১)
পারের পয়সা নাহি রহে যদি নিকটে,
পার হওয়া ভায়া, হইবেক দায় জানিও।

(১) বে জর্ নতওয়ানদ্ কে কুনদ্ বর্ কস্ জোর্,
আর্ জর্ দারী ব জোর্ মোহ্‌তাজ্ নেস্তী।

দশ মরদের জোর রেখে দাও পকেটে!
পারে যে'তে হ'লে পয়সাটা সাথে আনিও।(১)

পাটনীর এইরূপ বিদ্রূপ-উক্তিতে যুবক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। সে মনেমনে সঙ্কল্প করিল, পাটনীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে। নৌকা যখন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন সে চীৎকার করিয়া মাঝিকে বলিল,—ভাই, আমার নিকট এই জামাটি আছে; যদি ইহা লইয়া দয়া করিয়া আমাকে পার করিয়া দাও, তবে বড়ই বাধিত হই। এই কথায় পাটনীর লোভ হইল, সে সত্বর খেয়া নৌকা ফিরাইয়া আনিল।

প্রলোভনে জ্ঞানিগণ
নারে চোখে দেখিতে,
প্রলোভনে ফাঁদে পড়ে
মাছ, পশু, পাখীতে। (২)

নৌকা তীরের নিকট আসিবামাত্র যুবকটী এক লম্ফে মাঝির ঘাড় ধরিয়া তাহাকে জোরে তীরে নামাইল, এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। মাঝির এই বিপদ দেখিয়া নৌকাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ দ্রুত তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পাহ্‌লোয়ানটি তখন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে

(১) জর্ নদারী নাতওয়াঁ। রফ্‌ত্‌ আজ্‌ দরিয়া,
জোরে দহ্‌ মর্দ্দ্‌ চে বাশদ্? জরে এক্ মর্দ্দ্‌ বেয়ার্!

(২) বদোজদ্ শরাহ্‌ দিদায়ে হোশমন্দ্‌
দর্ আরদ্ তামা' মোর্গ্‌ ও মাহী ব বন্দ্‌।

মাঝিকে রক্ষা করা কাহারো সাধ্য হইল না। তাহারাও যুবকের হস্তে দু'চারিটি মানানসই ঘুষি খাইয়া অচিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তখন পাহ্‌লোয়ানের সহিত সন্ধি করা ব্যতীত মাঝির অন্য উপায় রহিল না।

রূঢ়ভাবে যদি তব সাথে কেহ
আসে গো করিতে যুদ্ধ,
কর কোমলতা, লড়ায়ের দ্বার
হ'য়ে যাবে তা'র রুদ্ধ!
মধুর বচনে ভালবাসা দিয়ে
বাঁধিবেক কেশে হস্তী,
ভুলিবে সে তা'র অবাধ্যতা, আর
ভুলিবেক তা'র মস্তী। *
কঠোর যে জন কোমলতা তুমি
করহ তাহার সঙ্গে,
খরধার তর- বারি নাহি বসে
কোমল রেশম-অঙ্গে। (১)

---

* মস্তী = মত্ততা

(১) চু পোর্‌খাশ্‌ বিনী তহম্মল্‌ বেয়ার্‌,
কে ছহ্‌লে বেবন্দদ্‌ দরে কার্‌জার্‌!
বশিরীঁ জবানী ও লোৎফ্‌ ও খুশী,
তওয়ানী কে পীলে ব মোয়ে কশী।
লতাফত্‌ কুন্‌ আঁজা কে বিনী ছতেজ্‌,
না বোর্‌দ্‌ কজে নরম্‌ রা তেগে তেজ্‌!

মাঝি পাহ্‌লোয়ানের চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নানারূপে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে অচিরে সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেল। পাহ্‌লোয়ানকে লইয়া নৌকা পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নদীর মধ্যস্থানে বুনান নামক একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ-স্বরূপ একটি স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। তাহার চারিপার্শ্বে প্রবল জলস্রোত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া ছুটিতেছিল। উক্ত স্তম্ভের নিকটে গিয়া মাঝি বলিল,—নৌকার মধ্যে এমন শক্তিশালী কি কেহই আছে, যে এই স্তম্ভের উপর অবতরণ করিয়া নৌকার রজ্জুটা দৃঢ়রূপে কিছুক্ষণের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে? নৌকার একটু মেরামত করা আবশ্যক হইয়াছে। এই কাজটুকু সারিয়া না লইলে বিপদ ঘটিতে পারে।

পাহ্‌লোয়ানের আপন অসীম শক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর ছিল। সে মাঝির কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া গর্ব্বভরে নৌকার কাছি লইয়া সেই সঙ্কীর্ণ স্তম্ভটীর উপর লাফাইয়া পড়িল। সে বুঝিল না যে, যাহাকে একবার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, পরে নানারূপে তাহার উপকার করিলেও সুযোগ পাইলে সে প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। কথিত আছে,—

বেদনা দিয়াছ যদি
তুমি কা'রো হৃদয়ে,

একদিন প্রতিশোধ
পে'তে হ'বে তোমারো।
ঢিল যদি মেরে থাকো,
কা'রো কোন সময়ে,
একদিন সেই ঢিল
খে'তে হ'বে তোমারো। (১)

পাহ্‌লোয়ানটি স্তম্ভের উপর অবতরণ করিবামাত্র তাহার এক অসাবধান-মুহূর্ত্তে মাঝি কৌশলে তাহার নিকট হইতে রজ্জু ছিনাইয়া লইয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল। বেচারা ভীষণ নদীর মধ্যস্থলে একাকী সেই সঙ্কীর্ণ স্তম্ভের উপর হতাশভাবে বসিয়া রহিল। দিন গেল, রাত্রি আসিল; হতভাগ্যের সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষুধায় উদরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল। এই নিদারুণ কষ্টের ভিতর সে একটু শয়ন করিবারও সুবিধা পাইল না। স্তম্ভটি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার উপর শয়ন করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় রজনীও অনাহারে, অনিদ্রায় হতভাগ্য স্তম্ভের উপর বসিয়া অতিবাহিত করিল। তৃতীয় দিন তাহার সমস্ত শরীর যেন অবসাদে অসাড়

---

(১) মশও ইমন্ কে তঙ্গ্ দিল্ গর্দ্দি
চু জে দস্তত্ দিলে বত্তঙ্গ্ আয়াদ্
ছঙ্গ্ বর্ বারায়ে হেছার্ মজন্
কে বুয়াদ্ কজ্ হেছার্ ছঙ্গ্ আয়াদ্।

হইয়া আসিতে লাগিল। মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়। সে নিদারুণ ক্লান্তিতে নিদ্রার ঝোঁকে ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল; আর সেই ভীষণ স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল।

যুবকটির হায়াত ছিল, তাই সেই ভীষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট হইল না। পরদিন খোদাতা'লার অনুগ্রহে সে বহুদূরে গিয়া তীরে উঠিতে সমর্থ হইল। তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হইয়া বৃক্ষপত্র ইত্যাদি আহার করিয়া সে শরীরে কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিল। তারপর সে লোকালয়ের সন্ধানে বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেই জলহীন পথে চলিতে চলিতে বিষম তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে, অনেকগুলি লোক একটি কূপের পার্শ্বে বসিয়া আছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, এই স্থানে উপযুক্ত মূল্য দিলে জল কিনিতে পাওয়া যায়। সে মূল্য কোথায় পাইবে? বহু অনুরোধ উপরোধ জানাইল, কাতরকণ্ঠে অনেক প্রার্থনা করিল; কিন্তু কাহারো তাহার উপর দয়া হইল না। তখন সে তাহার স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যবশে বাহুবলে জল সংগ্রহের চেষ্টা করিল, কয়েকজনকে ঘুষি মারিল। তখন তাহারা সকলে একযোগে পাহ্‌লোয়ানকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। বেচারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত দুর্ব্বল; তাহার উপর সে মাত্র একাকী। সুতরাং সকলে

তাহাকে নিদারুণ ভাবে প্রহার করিল—তাহার বীরত্বের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

মশা দলে ভারি হ'লে মেরে ফেলে হাতীরে,
যদিও শকতি তা'র অতুলন মহীতে।
অগণন পিপীলিকা রণ-মদে মাতি' রে
বাঘেরে বিনাশ করে, পড়নি' কি বহিতে ? (১)

ঘটনাক্রমে এই সময় একদল পথিক তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে নিরুপায় হইয়া তাহাদের সঙ্গ লইল। তাহারা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সযত্নে আশ্রয় দান করিল। কয়েকদিন পরে পথিকদল যে স্থানে উপস্থিত হইল, তথায় দস্যু তস্করের আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। ভয়ে সকলে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; জীবনের আশা ত্যাগ করিল। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের পাহ্লোয়ানটি তাহাদিগকে বিশেষ ভরসা দিয়া বলিল,—ভাই সকল, ভয়

(১) পশ্বা চু পোর্ শোদ্ বে জনদ্ পীল্ রা
বা হামা মর্দ্দী ও ছলাবত্ কে উস্ত্
মুর্চ্ গাঁরা চু বুয়াদ্ এত্তেফাক্
শেরে জিয়ঁারা বদর্ আরন্দ্ পোছ্ত্।

আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে একরূপ পিপীলিকা আছে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুদিগকেও হত্যা করিতে সমর্থ হয়।

করিও না। তোমরা আমাকে জান না। আমি এমন এক ব্যক্তি, যে, একাই পঞ্চাশ জন দস্যুর দফা রফা করিতে পারিব। অন্য সকলে আমার সহায়তা করিলে দস্যুদলের সাধ্য কি, যে, আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। তাহার কথায় দলস্থ সকলের মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাহ্‌লোয়ানের অনেক দিন তৃপ্তির সহিত আহার হয় নাই। আসন্নযুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝিয়া পথিক-দল তাহাকে পরিতুষ্ট ও শক্তিশালী করিবার জন্য প্রচুর খাদ্য প্রদান করিল। সে বহুদিন পরে পূর্ণ তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিয়া উদরের দৈত্যকে শান্ত করিল। তারপর দিব্য আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই কাফেলার মধ্যে একজন পরিপক্ক বৃদ্ধ ছিলেন। জগতের নানাস্থানে ঘুরিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাত্রিতে পাহ্‌লোয়ান নিদ্রিত হইবার পর তিনি দলস্থ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে যুবকগণ, এই লোকটির জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইতেছি। বলিতে কি, যে বন্ধুরূপে আমাদের দলে ঢুকিয়াছে, তাহাকে আমি অনাগত দস্যুদল অপেক্ষা অধিকতর ভয় করিতেছি। সাবধান, খুব সাবধান। আমার মনে হইতেছে, এই লোকটি আমাদের ভিতরের সন্ধান লইবার জন্য আমাদের দলে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন দস্যু। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সে তাহার দলের

লোকদিগকে খবর দিবে। লোকটি এখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই উপযুক্ত অবসরে তাহাকে রাখিয়া চল আমরা সরিয়া পড়ি। ইহাই এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

বন্ধু জনের ব্যবহার হ'তে
রহিও না কভু নির্ভয়,
স্বভাব তাহার যত দিন তুমি
বুঝিতে না ভাল পারিবে;
অরাতির দাঁত ধারাল যদিও,
কিন্তু তাহা তত- দূর নয়,
বন্ধুর দাঁত ধারাল যেমন;
সাবধান সদা থাকিবে। (১)

যুবকগণ বৃদ্ধের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং পাহ্‌লোয়ানের ভয়ে এখন তাহারা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় ফেলিয়া সকলে মালপত্র সহ গভীর রাত্রিতে দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

যুবক গভীরভাবে ঘুমাইতেছিল। পরদিন বেলা প্রায়

(১) হর্‌গেজ্‌ ইমন্‌ জে ইয়ার্‌ না নেশাস্তম্‌
তা বেদানেস্তম উন্‌চে আ'দতে উস্ত্‌
জখ্‌মে দান্দানে দুশ্‌মনে তেজ্‌ আস্ত্‌
কে নোমায়াদ্‌ বচশ্‌মে মরদম্‌ দোস্ত্‌

দ্বিপ্রহরের সময় সে জাগিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখে, নিকটে কেহই নাই ; ঊর্দ্ধ গগনে সূর্য্য কিরণ-ধারায় বসুধা প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে ! বেচারা চারিদিকে অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু সেই পথিকদলের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। সে তখন এক স্থানে অবসন্ন ভাবে বসিয়া গাহিতেছিল,—

মরুময় দেশে আজি আমি একা,
সাথী সব গেছে চলিয়া !
কি করিব হায় আমি নিরুপায় !
কে দেবে আমায় বলিয়া !
বিদেশে যে জন যায়নি কখন জীবনে
বিদেশীর দুখ বুঝিবে সে কহ কেমনে ? (১)

দরিদ্র পাহ্‌লোয়ান মনের দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ নানা কবিতা পড়িতেছিল। এদিকে ঘটনাচক্রে সেই দেশের শাহ্‌জাদা সেই বনে শিকার করিতে করিতে একটি হরিণের অনুসরণে একাকী বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পাহ্‌লোয়ানের গান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

(১) দোরশ্‌তী কুনাদ্ বর্ গরীবাঁ কছে
কে নাবুদা বাশদ্ বগোর্বত্ বছে

তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি দরিদ্রবেশধারী বিদেশী যুবক আপন মনে গাহিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া, তাহার বীরোচিত সুঠাম সুদীর্ঘ শরীর দেখিয়া শাহ্‌জাদার করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার জীবনের ইতিহাস সমস্ত শুনিয়া সহানুভূতিতে বিগলিত হইলেন। তা'রপর তাহাকে প্রচুর ধনসম্পদ ও সম্মানজনক পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার একজন বিশ্বাসী অনুচরকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন উক্ত যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহার স্বদেশে নিজ বাটীতে রাখিয়া আসেন। যুবক অনেক দিন পরে উক্ত লোকটির সহিত খোদা খোদা করিতে করিতে বাটী আসিয়া পৌঁছিল।

তাহার পিতা বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তাহার নিরাপদ-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য খোদাতা'লার দরগায় শোকর করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে অবসর সময় যুবক বাটী হইতে যাত্রা করিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই তাহার পিতাকে বলিল। মাঝির দুর্ব্ব্যবহার, কাফেলার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা, কূপের অধিপতিগণের নিষ্ঠুরতা, ইত্যাদি কোন কথাই যুবক গোপন করিল না। পিতা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—হে পুত্র, আমি তোমার যাত্রার পূর্ব্বেই কি তোমাকে বলি নাই,—"তিহি দস্তাঁরা দস্তে দেলিরী বস্তা আস্ত্"—অর্থশূন্য ব্যক্তির বীরত্বের হস্ত আবদ্ধ। সে ব্যাঘ্রের ন্যায় বলবান হইলেও কার্য্যতঃ

মেষের ন্যায় দুর্ব্বল ও হীনমান। একজন অস্ত্রধারী নিঃস্ব সিপাই কি সুন্দর কথা বলিয়াছিল।—

আশি মণ জোর চেয়ে রতি ভর সোণা
শতগুণ ভাল, তাহা জানে সর্ব্বজনা। (১)

পুত্র বলিল,—পিতঃ, কষ্ট না করিলে ইষ্টসিদ্ধ হয় না। বিপদে না পড়িলে সম্পদ পাওয়া যায় না। জীবনের ভয় করিলে যুদ্ধে জয় হয় না। আপনি কি দেখিতেছেন না, আমি কত সামান্য কষ্টে কি বিপুল ধনরাশি লাভ করিয়াছি, সামান্য মক্ষিকা দংশনে কত প্রচুর মধু হস্তগত হইয়াছে!

ডুবুরী ডুবিতে যদি কুমীরেরে করে ভয়,
মুকুতা সংগ্রহ করা কভু তা'র কাজ নয়। (২)

বলবান বাঘ রহিলে শুইয়া গুহাতে
আপনা আপনি শিকার তাহার
মুখে ভিতর যায় না;

---

(১) চে খোশ্ গোফ্ত আঁ তিহিদস্ত্ ছলাহ্শোর
জোয়ে জর্ বেহ্তর্ আজ্ হফ্তাদ্ মন্ জোর্!
(২) গওয়াছ্ গর্ আন্দেশা কুনদ্ কামে নেহঙ্গ্
হর্গেজ্ না কুনদ্ দোর্রে গেরাঁমায়া বচঙ্গ্

কাটায় যে কাল আপনার গৃহ- কোণেতে
লুতার * মতন তা'র দেহ মন,
স্বাস্থ্য-সুখ সে ত পায় না। (১)

পিতা বলিলেন,—বাবা, এ যাত্রা আকাশ তোমার অনুকূলে বিঘূর্ণিত হইয়াছে, ধন সম্পদ স্বেচ্ছায় তোমাকে ধরা দিয়াছে। দৈবাৎ বাদ্‌শাজাদা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন, এবং তোমার দুরবস্থায় সহানুভূতিপরবশ হইয়া তোমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে তোমার কোনই বাহাদুরী নাই।

একটি গল্প শোন; তাহাতে তোমার শিখিবার মত বেশ উপদেশ আছে। পারস্যের একজন বাদ্‌শার একটি বহুমূল্য অঙ্গুরি ছিল। উহাতে এমন একখানি নগিনা পাথর বসান ছিল, যাহার তুলনা মিলিত না। একদিন বাদ্‌শা ঐ অঙ্গুরিটী একটি উচ্চ প্রাসাদের গুম্বজের চূড়ার উপর কৌশলে রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ এই অঙ্গুরির মধ্যে তীর প্রবেশ করাইতে পারিবে, অঙ্গুরিটী তাহারই হইবে।

---

(১) চে খোরদ্ শেরে শর্‌জা দর্‌ বোনে গার্‌?
বাজে গুফ্‌তাদারা চে কুত্‌ বুয়াদ্?
গর্‌ তু দর্‌ খানা ছায়েদ্ খাহী কর্দ্‌
দস্ত্‌ ও পায়্‌ত্‌ চু আ'নকবুত বুয়াদ্।

* লুতা=মাকড়সা।

বাদশার অধীনস্থ চারিশত বিশিষ্ট বিশিষ্ট তীরান্দাজ এই প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হয় নাই। একটি বালক ক্রীড়াচ্ছলে তীর নিক্ষেপ করিবামাত্র প্রভাত-সমীরণে তীরটা অঙ্গুরির ভিতর প্রবেশ করিল। চারি-দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। অঙ্গুরিটীর সহিত প্রচুর ধনরত্ন ও সম্মানজনক পরিচ্ছদ বালকটিকে উপহার প্রদত্ত হইল।

শুনিয়াছি, বালকটি সেই দিনই তাহার তীর ও ধনুক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেহ এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল,—ইহাতে আমার এই দিনের সাফল্য-গৌরব অবিকৃত থাকিবে।

কখন এমন হয় জ্ঞানী বিচক্ষণ জন
সামান্য একটি কাজ না পারেন করিতে;
নির্ব্বোধ বালক কিন্তু খেলাছলে সমাপন
সেই কাজ অবহেলে ক'রে ফেলে ত্বরিতে। (১)

বাবা, তুমিও ঐ বালকটির কার্য্য-পদ্ধতি অনুসরণ কর; আর বিদেশে যাইবার নামও করিও না।

---

(১) গাহ্ বুয়াদ্ কজ্ হাকিমে রওশন্ রায়ে
বর্ নায়ায়াদ্ দোরস্ত্ তদ্‌বিরে;
গাহ্ বাশদ্ কে কোদকে নাদাঁ
ব গলত্ ব হদফ্ জনদ্ তীরে!

(৯৪)

শুনিয়াছি, একজন দরবেশ গুহার মধ্যে বাস করিতেন। সংসারের সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধনী ও নৃপতিগণকে তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না।

ভিক্ষার দ্বার যদি একবার খুলিলে,
মরণ অবধি অভাব তোমার যাবে না;
কামনা ত্যাজিয়া বাদ্‌শাহী কর হরষে,
উচ্চ ও শির পরশিতে কেহ পাবে না। (১)

ঐ অঞ্চলের বাদ্‌শা অত্যন্ত মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একদিন উক্ত দরবেশের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন,—আপনার ন্যায় মহৎ ও সাধুজন এ অঞ্চলে একান্ত বিরল। আমাদের বিশেষ আগ্রহ, হুজুর একদিন আমাদিগের সহিত একত্রে পানাহার করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকিলে দাওয়াত গ্রহণ করা নবীর সুন্নত; না করিলে পাপী হইতে হয়। এই জন্য দরবেশ বাদ্‌শার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

(১) হর্‌কে বর্ খোদ্ দরে ছওয়াল্ কোশাদ্
তা বেমিরদ্ নিয়াজ্ মন্দ্ বুয়াদ্।
আজ বোগোজার্ ও বাদ্‌শাহী কুন্
গর্দ্দানে বে তামা' বলন্দ্ বুয়াদ্।

কিছুদিন পরে এক সময় বাদ্‌শা উক্ত দরবেশের আস্তানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দরবেশ তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আলিঙ্গন করিয়া পরম যত্নে বসাইলেন; তাঁহার সহিত অত্যন্ত ভদ্র ও কোমলভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। বাদ্‌শা চলিয়া গেলে দরবেশের এক সঙ্গী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাদশার সঙ্গে অদ্য আপনি যেরূপ কোমল ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ ব্যবহার করিতে আপনাকে আর কখনো দেখি নাই। ইহা ত আপনার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দরবেশ উত্তর দিলেন,—তুমি কি জ্ঞানিগণের এই কথা শুন নাই ?—

খানা পিনা একদিন যা'র সাথে করা যায়,
সাক্ষাৎ হইবে যবে আদর করিবে তায়। *

(৯৫)

গুহার ভিতর অনাহার-ক্লেশে
মরে যদি বাঘ তবুও

---

* হর্‌কেরা বর্‌ ছমাত্‌ বে নেশাছ্‌তী,
ওয়াজেব্‌ আমাদ্‌ ব্‌খেদ্‌মতশ্‌ বর্‌খাস্ত্‌।

শিয়াল খাইয়া রেখে দেছে যাহা
ছোঁয় না ঘৃণায় কভুও। (১)

যে'ও না যে'ও না কভু কমিনার সকাশে,
ক্ষুধায়, অভাবে যদি হও তুমি মর্ মর্!

বলো না মানুষ তা'রে হইলেও রাজা সে
নীচতায় হীনতায় ভরা যার অন্তর।

অমানুষ সুসজ্জিত চারু বেশ বিলাসে
কনকের পাতে মোড়া যেন হেয় প্রস্তর।

(৯৬)

কান পারে না শুনিয়া সমগ্র জীবন
সঙ্গীত বাজনা যত মধুর মোহন।
বাগিচার শোভা যদি দেখিতে না পায়
তাহাতেও মানবের দিন চলে' যায়।

(১) না খোরাদ্ শের্ নিম্ খোর্দ্দায়ে ছাগ,
গার্ বেমিরদ্ ব ছখ্তী আন্দর্ গার্।
তন্ ব বেচার্গী ও গোর্ছাঙ্গী
বেনেহ্ ও দস্ত্ পেশে ছফ্লা মদার্।
গার্ ফরিদূঁ শাওয়াদ্ বনিয়া'মত্ ও মোল্ক্
বে হুনার্ রা ব হিচ কছ্ মশোমার।

না শুকিলে শোভাময় গোলাপ, বকুল
মাথা বেশ ঠিক থাকে, নাই তা'তে ভুল।
ঘুমাইতে পারে লোকে বালিশ বিহনে
পাথরে রাখিয়া মাথা আনন্দিত মনে।
প্রিয়তম জন যদি কাছে নাহি রয়
বাহু বুকে রাখি' পারি কাটাতে সময়।
কিন্তু, এই কর্ম্মহীন পেটটারে, ভাই,
ঠেকায়ে রাখিতে পারি, হেন সাধ্য নাই। (১)

(১) গাব্ না বুয়াদ বালেশে আগন্দা পর্
খাব্ তওয়াঁ কর্দ্ হজর্ জেরে ছর্ !
অর্ না বুয়াদ্ দিল্‌বরে হাম্‌খানা পেশ্
দস্ত্ তওয়া কর্দ্ ব আগোশে খেশ্।
ও ইঁ শেকমে বে হোনর্ ও পিচ্‌পিচ্
ছবর্ নাদারাদ্ কে বেছাজদ্ বহিচ্।

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



৪র্থ অধ্যায়

নীরবতার উপকার

(৯৭)

কথা বলিতে গেলেই ভাল কথার সহিত মন্দ কথাও অসাবধানভাবে লোকে বলিয়া থাকে। এই জন্য বেশী কথা না বলাই ভাল। কারণ, বেশী কথা বলিলে তাহার সহিত অধিক মন্দ কথাও বলিবার সম্ভাবনা। শত্রুগণ কিন্তু ভালটা বাদ দিয়া মন্দটাই গ্রহণ করিয়া ক্ষতির চেষ্টা করিয়া থাকে। জ্ঞানিগণ সাধারণতঃ অধিক কথা বলেন না। শত্রু সৎ লোকের কেবল দোষই দেখিয়া থাকে এবং সে তাহা প্রচার করিয়া বেড়ায়, কোন গুণ তাহার চক্ষে পড়ে না।

অরাতির গুণগুলি দোষ বলি' মনে হয়,
সা'দী ফুল, কিন্তু তাঁরে কাঁটা ভাবে শত্রুগণ।
ভালবাসে রবিকর সবাই নিখিল ময়
ছুঁচো কিন্তু তা'রে দেখি' মুদে' থাকে দু'নয়ন।

(৯৮)

একজন ব্যবসায়ীর একবার এক সহস্র মুদ্রা লোক্‌সান হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিলেন,—সাবধান, একথা কাহাকেও বলিও না। পুত্র বলিল,—আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করিব। কিন্তু আমাকে দয়া করিয়া বলুন, ইহাতে কি উপকার হইবে? পিতা বলিলেন,—উপকার এই যে, ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ মনোকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,—টাকার শোকের এবং উপহাস লোকের।

নিজের দুখের কথা যা'রে তা'রে ক'য়ে না
অপবাদ, উপহাস মিছামিছি স'য়ে না।

(৯৯)

জালেনুছ্‌ নামক প্রসিদ্ধ পাঁণ্ডিত একদিন দেখিয়াছিলেন, একজন মুর্খ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ঘাড় ধরিয়া অপমান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এই লোকটি জ্ঞানী হইলে মূর্খের হস্তে এ ভাবে লাঞ্ছিত হইত না।

দুইজন জ্ঞানী হ'লে বৈরি ভাব হয় না;
জ্ঞানী যে বোকার সাথে কড়া কথা কয় না।

দু'জন হৃদয়বান রাখে ঠিক চুলকে,
হাসি মুখে ক্ষমা করে অপরের ভুলকে।
একজন জ্ঞানী হ'লে টান দিলে অপরে
ঢিল দেয় সুতা তাই ছিঁড়িবারে না পারে।
জাহেল গোঁয়ার কিন্তু হয় যদি দুজন-ই
লোহার শিকল টানি' ছিঁড়ে ফেলে তখনি।

(১০০)

একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি,—কেহই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা নিজমুখে স্বীকার করে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকে, যে অপরের আরব্ধ কথা শেষ হইতে না-হইতেই কথা বলিতে আরম্ভ করে।

কথার আরম্ভ আছে, শেষ আছে, তাই
কথার ভিতরে কথা বলিবারে নাই।
সুসভ্য মানব যা'রা জ্ঞানী বিচক্ষণ
কথার ভিতরে কথা বলে না কখন। *

ছথন্ রা ছরস্ত্ আয় খেরদ্ মন্দ্ ও বোন্
মরাঅর ছথন্ দর্ মিয়ানে ছোথন্
খোদাঅন্দে তদ্‌বির্ ও ফর্‌হঙ্গ্ ও হোশ্
না গোয়াদ্ ছোথন্ তা না বিনদ্ খামোশ্।

(১০১)

সুল্‌তান মাহ্‌মুদ হোসনে ময়মন্দী নামক তাঁহার একজন সভাসদকে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কোন এক বিষয়ের পরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাদ্‌শা অদ্য আপনার সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন? হোসনে ময়মন্দী বলিলেন,—বাদ্‌শাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনিই আপনাদিগকে তাহা বলিয়া দিবেন। তাহারা উত্তরে জানাইল,—আপনাকে বিশ্বাস করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা নিশ্চয়ই বলিবেন না। হোসনে ময়মন্দী বলিলেন,—এই বিশ্বাসে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি অন্য কাহাকেও বলিব না; অতএব সে কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

যাহা কিছু মুখে আসে বলা নাহি চাই,
জ্ঞানীর লক্ষণ ভাই, জানিবে ইহাই।
রাজার গোপন কথা করিলে প্রকাশ
হারাইতে পার মাথা করিও বিশ্বাস।

(১০২)

একখানি বাটী কিনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। বাটীর মালিকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ইহুদী

আসিয়া বলিতে লাগিল,—এই বাটীখানি অতি সুন্দর। ইহার পাশেই আমি থাকি। এ বাটী সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। ইহার কোনই দোষ ত্রুটী নাই। এমন একখানি বাটী এ অঞ্চলে আর পাইবে না। তাহার বাচালতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—যা' বলিলে সত্য; তবে কিনা বাটীর একটি ত্রুটী দেখিতেছি; তাহা এই যে, তোমার ন্যায় লোক এই বাটীর নিকটে বাস করে।

তুমি যদি প্রতিবেশী এই বাটীটার
দশ টাকা কম দাম হইবেক তা'র।
তোমার মরণ পরে বাড়িবেক দাম,
তখন হইতে পারে হাজার দেরাম।

দুরাচার গালি দিল একজন সাধুরে
ছবর করিয়া তিনি কহিলেন মধুরে,—
যা' বলিছ তা'র চেয়ে দোষী আমি, কেননা
মোর দোষ আমি জানি তুমি তাহা জান না।

(১৫৩)

একজন কবি এক চোরের সর্দ্দারের নিকট গিয়া নানা ছন্দোবন্দে তাহার প্রশংসা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। আশা, যদি কিছু উপহার পাওয়া যায়। দস্যুরাজ হুকুম দিল,—এই লোকটার শরীরের জামা কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দূর

করিয়া দাও। সে চোর মানুষ; কাব্য-কবিতার কি ধার ধারে?

বেচারা সেই বিষম শীতে নগ্নগাত্রে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাকে সেইরূপ উদাসীনবেশে দেখিয়া কুকুরে তাড়া করিয়া আসিল। সে মাটি হইতে পাথর কুড়াইয়া কুকুরকে মারিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বরফ পড়িয়া পাথর মাটিতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বেচারা নিরুপায় হইয়া বলিল,—কি ভীষণ লোক ইহারা। কুকুর ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

গবাক্ষ-পথে দস্যুপতি কবির এই দশা দেখিয়া হাসিতেছিল। সে উপহাসের সহিত তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে বুদ্ধিমান লোকটি, আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর। কবি উত্তর দিল,—যদি দয়া হয়, তবে আমার জামাটা আমাকে পুরস্কারস্বরূপ ফিরাইয়া দিন। আপনার নিকট হইতে নিরাপদে সরিয়া পড়িতে পারিলেই আমার সৌভাগ্য বুঝিব।

আশা ছিল তব হ'তে পা'ব কত উপকার,
উপকার যা'ক দূরে, ক্ষতি না করিও আর।

দস্যুপতির অন্তরে অনুগ্রহের সঞ্চার হইল; তাহার জামাটা সহ কিছু বস্ত্র ও অর্থ তাহাকে দিতে আদেশ করিল।

(১০৪)

এক ব্যক্তি এক মস্‌জিদে এমামতী করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ ছিল। তাহা সত্বেও তিনি এমন উচ্চৈঃস্বরে খোৎবা পাঠ করিতেন যে, শ্রোতাগণ একান্ত বিরক্ত হইত। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত বলিয়া সে কথা তাঁহাকে জানাইতে সঙ্কুচিত হইত। ঐ অঞ্চলের অন্য এক মস্‌জিদের জনৈক এমাম তাঁহাকে ভালচক্ষে দেখিতেন না। তিনি একদিন আসিয়া উক্ত কর্কশকণ্ঠ এমামকে বলিলেন,—আজ রাত্রিতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। খায়র বাদ—ইহার ফল মঙ্গলজনক হউক। দেখিলাম, যেন আপনার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর শ্রোতাগণ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত এমাম কিছুক্ষণ গভীরভাবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—খোদাতা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। ছোব্‌হানাল্লা * কি সুন্দর স্বপ্ন আপনি দেখিয়াছেন। এই স্বপ্ন হইতে আমি আমার দোষ বুঝিতে পারিয়াছি; বুঝিয়াছি, সকলেই আমার উচ্চ কণ্ঠস্বরে বিরক্ত; আমার আওয়াজ কাহারো প্রীতিকর

* আল্লা পবিত্র। বিস্ময়সূচক অব্যয়ভাবে এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নহে। এখন হইতে আমি কোমল ও অনুচ্চকণ্ঠে খোৎবা পড়িব ; সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিব।

বিরক্ত হয়েছি আমি বন্ধুগণ উপরে,
মোর দোষ গুণ সম তাহাদের নয়নে।
দেখে না কি ত্রুটী তারা আছে মোর ভিতরে,
মোর কাঁটা ফুল সম, বিঁধে না তা চরণে।
অরাতিরে ভালবাসি, দোষ মোর কহে সে ;
সংশোধিত হ'তে পারি আমি তা'রি কারণে। (১)

(১০৩)

এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে এক মস্‌জিদে আজান দিত ; তজ্জন্য কোন মাহিনা-পত্র সে পাইত না তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ ; তাহা শ্রবণে সকলেই বিরক্ত হইত। মস্‌জিদের মতোয়াল্লী একজন সহৃদয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি উক্ত মোয়াজ্জিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ বাপু, এই মস্‌জিদে পূর্ব্বে একজন মোয়াজ্জিন ছিল, সে আজান দিবার জন্য মাসিক

(১) আজ্ ছোহ্‌বতে দোস্তে বেরঞ্জম্
কাখ্‌লাকে বদম্ হাছান্ নোমায়াদ্
আয়েবম্ হুনার্ ও কামাল্ বিনাদ্
খারম্ গুল্ ও ইয়াছমন্ নোমায়াদ্।
কো দুশ্‌মনে শওখ্ চশ্‌মে বেবাক্
তা আয়াবে মরা ব মন্ নোমায়াদ্।

পাঁচ দিনার করিয়া পাইত। তুমি আজান দিতেছ বলিয়া তাহার বড় ক্ষতি হইতেছে। গরীব বেচারার চাকুরিটি গিয়াছে। তোমাকে আমি দশ দিনার দিতেছি; তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।

লোকটি অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু চুপ থাকা তাহার অভ্যাস নহে। সেখানকার মস্‌জিদে সে আবার আজান দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার কঠোর কর্কশ স্বরে সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল। সেই মস্‌জিদের মতোয়াল্লীও অতি ভদ্রলোক। তিনি উক্ত লোকটির মনে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখুন মুন্‌শীজী, আমি আপনাকে কুড়িটি দিনার দিতেছি। তাহা লইয়া অন্যত্র গেলে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইব। আপনার মত লোকের একস্থানে থাকাটা ভাল দেখায় না।

উক্ত মোয়াজ্জিন পূর্ব্ব মস্‌জিদের মোতায়াল্লীর নিকট আসিয়া বলিল,—উহারা ত আমাকে কুড়ি দিনার দিয়া অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিতেছে। আপনি আমাকে মাত্র দশ দিনার দিয়াছিলেন, আপনি আমাকে ঠকাইয়াছেন, দেখিতেছি।

মতোয়াল্লী সমস্ত কথা শুনিয়া ও ভিতরের ব্যাপার বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন,—সাবধান মিঞা, সাবধান!! কুড়ি দিনারে রাজী হইও না; তাহা হইলে তাহারা তোমাকে পঞ্চাশ দিনার দিতে বাধ্য হইবে।

মোয়াজ্জিনটিকে লোকে এত টাকা দিতে চাহে কেন, তাহা

সে বুঝিতে পারে নাই। বাচাল লোকেরা সাধারণতঃ একটু নির্ব্বোধ হইয়া থাকে।

করাতের কঠোরতা দেখেছে সকল নর
কাঠের উপরে,
তা'র চেয়ে বেশী বাজে কর্কশ কঠোর স্বর
মনের ভিতরে!

(১০৬)

এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কোরান শরিফ পড়িত। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ। জনৈক ভদ্রলোক একদিন তাহাকে বলিলেন,—ওহে, তুমি কোরান পড়িবার জন্য মাসিক কত টাকা করিয়া পাইয়া থাক? সে উত্তর করিল,—কিছুই পাই না। ভদ্রলোকটী বলিলেন,—তবে রোজ রোজ এত কষ্ট কর কেন? সে বলিল,—খোদার ওয়াস্তে কোরান পড়িয়া থাকি? লোকটি উত্তর দিলেন,—আমার বিনীত অনুরোধ,—খোদার ওয়াস্তে এই ধরণের কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া দাও!

এমন কর্কশ স্বরে পড়িলে কোরান
ইস্‌লামের মাধুরী যে হবে তিরোধান? *

গর্‌ তু কোর্‌আন্‌ বর্দি নমত্‌ খানি
বেবরী রওনকে মোছল্‌মানী!

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



৫ম অধ্যায়

যৌবন ও ভালবাসা

হোস্‌নে মায়মুন্দী সুলতান্‌ মাহ্‌মুদ গজ্‌নবীর বিখ্যাত উজির ছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাদ্‌শার অনেক অনুচর ও গোলাম আছে। তিনি কিন্তু আয়াজকে যেরূপ ভালবাসেন, এরূপ আর কাহাকেও বাসেন না। অথচ আয়াজ দেখিতে শুনিতে তেমন সুন্দর নহে। পক্ষান্তরে তাহার অন্যান্য অনুচর ও গোলামগণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাংশে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উজির উত্তর করিলেন,—যাহার গুণে মন মুগ্ধ হয়, নয়ন তাহাকে দেখিতে লুব্ধ হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের বিচার মানবের মনই করে, নয়ন নহে।

উপেক্ষার সাথে দেখে যদি কেহ
ইউসোফ্ মহা- নবীরে,
ভুবন-বিখ্যাত সৌন্দর্য্য তাঁহার
বোধ হবে যেন কিছু নয়।

প্রেমের নয়নে চাহ যদি তুমি,
দেখিবে সুন্দর সবি রে।
"দেও" বোধ হ'বে * ফেরেশ্তার মত,
এ কথাটি কভু মিছু নয়। (১)

রাজা যা'রে ভালবাসে সবে ভাল- বাসে তায়,
শত দোষ থাকিলেও সবে তা'র গুণ গায়।
কপালের ফলে যদি পড়ে কেহ রাজ-রোষে,
শত গুণ থাকিলেও সবে তা'র দোষ ঘোষে।

(১০৮)

কোন ধনী ব্যক্তির একটি বালক-ভৃত্য ছিল। সে দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার স্বভাবও সেইরূপ মনোমুগ্ধকর। ভদ্রলোক বালকটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তিনি

---

* দেও—দৈত্য।

(১) কছ্ বদিদায়ে এন্কার্ গার্ নেগাহ্ কুনদ্,
নেশানে ছুরতে ইউসফ্ দেহদ্ ব নাখুবী,
আগর্ বচশ্মে এরাদত্ নেগাহ্ কুনদ্ দর্ দেও,
ফেরেশতায়শ্ বে নোমায়দ্ ব চশ্মে কর্রোবী!

তাহার কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত উক্ত বালকটির আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—ছেলেটির চেহারা যেরূপ সুন্দর, স্বভাব চরিত্রও তাহারই অনুরূপ। কিন্তু দোষের মধ্যে সে একটু বেয়াদব। যদি তাহার এই দোষটুকু না থাকিত, তবে কি সুন্দর হইত। বন্ধু সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন,—ভাই, যখন তাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহার সেবাপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ কর। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যখন ভালবাসা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ আর থাকে না।

ভালবাস যদি সেবকে তোমার,
দাও তারে তুমি প্রশ্রয়,
স্বভাব সুন্দর যদিও তাহার,
রহিবে না তাহা বেশী দিন।

অশিষ্ট তাহার হবে ব্যবহার
নাহিক তাহাতে সংশয়,
প্রভুত্ব তোমার তাহার উপরে
অচিরেই জে'নো হবে লীন। (১)

(১) খাজা বা বান্দায়ে পরী রোখ্ছার্
চুঁ দর্ আমাদ্ ব বাজী ও খান্দা!
চে আজব্ কো চু খাজা হুকুম্ কুনাদ্
ও ইঁ কশদ্ বারে নাজ চু বান্দা?

নশ্বর কোমল চাইনা সেবক
কর্ম্মকঠোর হবে সে,
ভালবাস কিন্তু করহ্ শাসন,
তবে অনুগত রবে সে।

(১০৯)

একজন ধর্ম্মপরায়ণ সাধু এক ব্যক্তিকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, ধৈর্য্য অবলম্বন করা আর সম্ভবপর ছিল না; অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। কত লোকে তাঁহাকে কত ভাবে নিন্দা করিত, কিন্তু তিনি নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন; কখন কখন তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—

ভুলিব না ভুলিব না কভু তব ভালবাসা,
যদিও মাথায় মোর পড়ে তরবারি হে,
তোমা ছাড়া আর মোর নাই কেহ নাই আশা
সকলি ভুলিতে পারি, তোমারে না পারি হে।

একদিন আমি তাঁহাকে তিরস্কারের স্বরে বলিলাম,— তোমার উন্নত বিবেক বুদ্ধির এমন অধঃপতন কিরূপে হইল? প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি যে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছ!

আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন, তারপর বলিলেন,—

প্রেমের বাদ্‌শা যেখানে আসিয়া
পেতেছেন তাঁর সিংহাসন,
ধৈর্য্য বিবেক শান্তি সুখ সব
কোথা করে দূরে পলায়ন।

নিরীহ সরল বেচারাও হায়
প্রেমে পড়ি' হয় বিহ্বল,
নিমজ্জিত যেন আকণ্ঠ কাদায়
দেহে মনে নাহি রয় বল।

(১১০)

একজন শাহ্‌জাদার স্বভাবচরিত্র যেরূপ সুন্দর ছিল, শারীরিক সৌন্দর্য্যও সেইরূপ অতুলনীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির ও নিরহঙ্কার ছিলেন। অন্যের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। এই সমস্ত কারণে সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত একটি অল্পবয়স্ক যুবক; সে সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তায় বিভোর থাকিত। শয়নে স্বপনে সে সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান করিত। যুবকটির স্বভাব অতি সুন্দর; তাহার জ্ঞানগর্ভ বচনাবলীতে সকলেই মুগ্ধ ছিল—সকলেই তাহাকে

ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। যুবকটি রাজপুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিলেও তাহার সান্নিধ্য লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই পাখী ধরিবার কোন ফাঁদই এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। টাকা দ্বারা অনেক অসাধ্য কার্য্য হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারে সব সময় টাকায় কাজ হয় না।

টাকায় না হ'লে খুশী মা'শুকের মন
আ'শেকের কাছে টাকা মাটির মতন!

উক্ত প্রেমিক যুবকের একজন জ্ঞানী বন্ধু একদিন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—ওহে ভাই, এই বেহুদা খেয়াল মন হইতে দূর কর। তিনি অসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন রাজপুত্র; হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকে। তোমার ন্যায় সামান্য লোকের প্রতি তিনি কেন কটাক্ষ করিবেন? অহেতু পাগলামী করিয়া জীবনটা মাটি করিও না। এ কথায় যুবকটি খেদের সহিত বলিল,—

হে মম বন্ধু, দিওনা
দিওনা আমায় উপদেশ,
প্রেমের পাগল যে জনা,
রহেনা তাহার জ্ঞান লেশ!

সিপাহী যে জন অসিতে
কাটে অরাতির মাথা সে,

মা'শুক যে এক নজরে
আ'শেকের দফা করে শেষ। (১)

প্রাণের আশঙ্কায় প্রেম বিস্মৃত হওয়া প্রেমিকের কর্ত্তব্য নহে।

কে তুমি সতত আপনার মাঝে
রয়েছ এমন জড়ায়ে ?
প্রেম লয়ে' খেলা সাজে না তোমার,
সাজে না তোমার কভুও।

আপনারে দাও মা'শুকের তরে
তাহারই ভিতরে ছড়ায়ে,
প্রণয়ের তরে মর যদি ভাল,
ভাল শতবার তবুও (২)।

(১) দোস্তাঁ গো নছিহতম্ না কুনান্দ্
কে মরা দিদা বর্ এরাদতে উস্ত,
জঙ্গ্ জোয়াঁ বজোরে পাঞ্জা ও কত্ফ্
দুশ্মনাঁরা কোশন্দ্ ও খুবাঁ দোস্ত্।
(২) তু কে দর্ বন্দে খেশ্তন্ বাশি,
এশ্কবাজী দোরগ্জন্ বাশি।
গর্ না শায়াদ্ বদোস্ত্ রাহ্ বোর্দ্দন্
শর্ত্তে এ'শ্কস্ত্ দর্ তলবশ্ মোর্দ্দন্।

ভাগ্যে যদি থাকে তবে যাব তার পাশে,
নতুবা জীবন দিব তাহারি তলাসে।
একদিন এক কহিল মা'শুক
আ'শেকে তাহার গোপনে,—
আপনারে যদি ভালবাস, তবে
ভালবাস মোরে কেমনে ?

কথিত আছে যে, কিছুদিনের মধ্যে উক্ত বাদ্‌শাজাদা যুবকটির বিষয় জানিতে পারিলেন। তিনি ইহাও জানিলেন যে, সে মিষ্টভাষী, জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্র। বহুকাল হইতে সে ময়দানের একপার্শ্বে নিভৃত উদাসীন জীবন যাপন করিতেছে। তাহার মস্তক উদ্ভ্রান্ত চিন্তায় এবং হৃদয় প্রেমের জ্বলন্ত নেশায় পূর্ণ। তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকেই সে প্রাণে প্রাণে ভালবাসে, তাহার শান্তিময় জীবনে এই বিপদের নির্ম্মম ঝটিকার একমাত্র কারণ তিনিই। সহানুভূতি-বিগলিত হইয়া তাহাকে একবার দেখিবার জন্য বাদ্‌শাজাদার বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি একদিন সহসা তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া যুবকটি রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল,—

মারিয়াছে আমারে যে হইয়া নিদয়,
সহানুভূতি কি তাঁর হয়েছে উদয় ?
মনে কি আগুন তার উঠিয়াছে জ্বলি।'
নিরুপায় অভাগায় জ্বালায়েছে বলি,

বাদ্‌শাজাদা যুবকটির নিকটে আসিয়া একান্ত কোমলকণ্ঠে মধুর ভাষায় বলিলেন,—তুমি কে? তোমার নাম কি? এখানে এভাবে কেন অবস্থিতি করিতেছ? কোথা হইতে আসিতেছ? তুমি কি কাজ কর? তোমার মনের কথাটা একবার দয়া করিয়া বল? যুবক কোনই উত্তর দিতে পারিল না। সে যেন রুদ্ধনিশ্বাসে স্তব্ধ রহিল। কবি বলিয়াছেন,—

সমগ্র কোরান থাকে যদি মনে
মুখে মুখে পার বলিতে,
মা'শুকের পাশে ভুলে যাবে সব,
পারিবেনা মুখ খুলিতে।

জ্ঞান বুদ্ধি তব থাকুক যতই
হারাইয়া যাবে সকলি,
ভাঙ্গিবে তোমার সব অহঙ্কার
পারিবেনা মাথা তুলিতে। (১)

বাদ্‌শাজাদা আবার সহানুভূতি-বিগলিত কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—ওহে, আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন? আমার সহিত কথা বলিতে কোনপ্রকার সঙ্কুচিত হইও না। আমি বাদ্‌শার পুত্র বলিয়া আমাকে তোমার ভয় বা সঙ্কোচ করিবার

(১) আগায়্ হফ্‌ত্ ছাবা' আজ্‌বর্ বেখানি,
চু আশফ্‌তী আলেফ্ বা তা নাদানী।

কোনই কারণ নাই। আমি নিজেকে ফকিরদের একজন বলিয়াই মনে করি ; বরং ফকিরদের সেবা করিতেও আমি কুণ্ঠিত হই না। তোমার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। অনুগ্রহ করিয়া তোমার মনের কথাটা আমাকে বল।

তুমি যে এসেছ আজি আমার সামনে,
এ তীব্র আনন্দ আমি সহিব কেমনে ?
যেখানে কহিছ কথা তুমি প্রিয়তম,
সেখানে কেমনে কথা বাহিরিবে মম !
তোমারে পেয়েছি যদি তোমারি ভিতরে
মিশিবে আমার "আমি" চিরদিন তরে। (১)

তোমার ভিতরে আমি হইয়া বিলীন
একাত্ম হইয়া আহা রব চির দিন।

এই বয়াতটি বলিবার সঙ্গেসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ যুবকটি রাজপুত্রের সম্মুখে ঢলিয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল।

মা'শুকের পাশে যদি মরে কোন জন,
আশ্চর্য্য তাহাতে আমি দেখিনা তেমন।

(১) আজব্ বা অজুদত্ অজুদে মন্ বেমন্দ্,
তু বগোফ্তন্ আন্দর্ আয়ী ও ময়্ া ছোখন্ বেমন্দ্,

তাহার শিবির হ'তে ফেরে যদি কেহ
সুস্থভাবে, প্রেমে তার করি ত সন্দেহ। (১)

(১১১)

যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়, তাহার দোষ কখনই চক্ষে পড়ে না; সুতরাং প্রণয়পাত্রের কোন দোষ সংশোধন প্রেমিকের দ্বারা সম্ভবপর নহে!

অরাতি দেখে না দোষ বিনা কোন গুণকে,
নয়ন তাহার হউক অন্ধ এখনি!
শতগুণ ক'রে দেখে সদা এক- গুণকে,
আ'শেক যেজন, মানব নয়ন এমনি। (২)

স্বরগ-মাধুরী আহা কি তোমার
আননে উঠিছে উথলি!
সাধে কি তোমায় দেখি' প্রিয়তম,,
ভুলিয়াছি মোর সকলি?

(১) আজব্ জে কোশ্‌তা না বাশদ্ বদরে খিমায়ে দোস্ত্
আজব্ আজ্ জিন্দাহ্ কে চু জাঁ। বদর্ আওয়ার্দ্ ছলিম্।

(২) চশ্‌মে বদান্দেশ্ কে বর্‌কন্দা বাদ্
আয়েব্ নোমায়াদ্ হোনরশ্ দর্ নজর্!
অর্ হোনরে দারী ও হফ্‌তাদ্ আয়েব্
দোস্ত্ না বিনদ্ বজুজ্ আঁ এক্ হোনর্।

অনিমিখে চাহি থাকি তব পানে
পারিনে নয়ন মুদিতে,
দেখি যদি তীর আসিতেছে ছুটি,
তবু ভয়ে আমি না টলি।

(১১২)

একদিন রাত্রিতে আমার প্রিয়তম সহসা আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ভাবাবেশে এরূপ তন্ময় হইয়া অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলাম যে, আমার হাত লাগিয়া আলোটি নিবিয়া গেল। ইহাতে সে বিরক্ত হইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল,—আমি আসিলাম, আর তুমি আলোটি নিবাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া ফেলিলে? এ তোমার কেমন কাজ? আমি উত্তরে বলিলাম,—প্রদীপ নিবাইবার কারণ এই যে, তোমার সমাগমে আমার হৃদয়ের ন্যায় এই ঘরটিও যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝি তরুণ তপনের উদয় হইয়াছে; তাই অনাবশ্যক বোধে আলোটি নিবাইয়া ফেলিলাম।

আসে যদি তব পাশে তব প্রিয়তম,
প্রদীপের সম সে যে বিদূরিবে তম!

(১১৩)

কেহ বহুদিন পরে তাহার বন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া বলিল,—ওহে, এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার জন্য এই

সুদীর্ঘকাল বড়ই উদ্বেগের সহিত কাটাইয়াছি। বন্ধু বলিল,—শীঘ্র শীঘ্র আসিলে বন্ধুত্বের মিষ্টতা থাকে না, হয়ত বিরক্তিও জন্মিতে পারে ; তদপেক্ষা বরং একটু উদ্বেগ সহ্য করা ভাল।

বিলম্বে সে আসে যদি দুখ বটে হয়,
মিলন তাহাতে কিন্তু রহে মধুময়।
যখন তখন যদি হয় হে মিলন
প্রেমের মাধুরী তা'তে র'বে না তেমন।

কোথায় আছিলে লুকাইয়া তুমি
এ দীর্ঘ সময় কহ যে ?
আসিয়াছ যদি বহুদিন পরে,
ছাড়িব না আজি সহজে !

কেন ভাই, তুমি এমন নিঠুর ?
ভালবাসে তোমা যে জনা
কঠোর সতত তুমি তার পরে,
মনে দাও তার বেদনা।

কহিল সে হাসি' কেন কবি, তুমি
মোর পরে মিছে কর রোষ ?
পতঙ্গ নিজেই জ্বলি' পুড়ি' মরে,
আগুনের কোন নাহি দোষ।

(১১৪)

একজন বিখ্যাত জ্ঞানী আলেম কাহারো ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গোপনীয় কথা বেশীদিন গোপন থাকিল না। ভালবাসার ব্যাপারটিই এইরূপ। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। ভদ্রলোকটিকে অনেক উপহাস ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইল। কিন্তু তিনি নীরবে সবই সহ্য করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাকে আমি কোমলভাবে বলিলাম,—ভাই, আমি নিঃসন্দেহে অবগত আছি যে, তোমার এই ভালবাসার মধ্যে কোনরূপ কলুষতা নাই, অপবিত্রতা নাই; কিন্তু তাহা সত্বেও তোমার ন্যায় বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তির সাধারণের তীব্র মন্তব্যের পাত্র হওয়া, বেয়াদবগণের বেয়াদবী সহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাকে ভুলিয়া যাও, ভালবাসার এই নেশা ত্যাগ কর।

একথায় তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অনেকদিন অনেকবার চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু মনকে বুঝাইতে পারি নাই; কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। লোকের গঞ্জনা, লোকের বিদ্রূপ তিরস্কার সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তাহার অদর্শন, তাহার বিরহ আমার পক্ষে একেবারেই অসহ্য।

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

ভালবাসা জনে যদি দেখিতে না পাই,
তার চেয়ে দুখ বুঝি এ জগতে নাই।

ভালবাসে প্রাণভরে' অপরে যে জন,
অবশ্য সে সহিবেক আঘাত-বেদন।
আবদ্ধ হরিণ সে যে, পারেনা চলিতে;
পারেনা মনের কথা খুলিয়া বলিতে।

প্রিয়তম বিনা যা'র নাহিক ছবুর
অবশ্যই বেদনা সে সহিবে প্রচুর।
কতই তওবা করি, নাহি থাকে মনে,
আবার ডুবিয়া যাই সখার স্বপনে।

(১১৫)

কৈশোরে একজনকে বড়ই ভালবাসিতাম—যেন দুই দেহে এক প্রাণ। তাহার চিন্তায় মস্তক ও প্রেমে হৃদয় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। এক মুহূর্ত্তও তাহাকে ভুলিতে পারিতাম না। পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় তাহার সুন্দর আনন সর্ব্বদা মধুর হাস্যে জ্যোৎস্নাময় বলিয়া মনে হইত; তাহার কণ্ঠস্বর হইতে যেন সু ধারা ঝরিয়া পড়িত।

তার কপোলের অনন্ত মাধুরী
যদি কেহ কভু দেখিত,

অমিয় সে নাহি চাহিত কখনো
থমক হইয়া রহিত।
শুনিলে তাহার বাণী সুমধুর
চাহিত না কেহ চিনি রে।
জীবনের বিনি- ময়ে তারে সবে
রাখিতে চাহিত কিনি' রে।

একদিন তাহার একটি কার্য্যে আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। সকল ভালবাসা যেন আকাশে মিশিয়া গেল। তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। বলিলাম,—

যথা ইচ্ছা যাও তুমি, যাহা ইচ্ছা কর,
"বাচাও নিজের মাথা", এই নীতি ধর।

সে আমার এই অসন্তোষ ও বিরক্তি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। অহঙ্কারের সহিত সে আমাকে এই কথা বলিতে বলিতে দূরদেশে চলিয়া গেল,—

পেচক তপনে যদি নাহি চাহে, তবু
সূর্য্যের গৌরব জে'নো কমিবে না কভু।

সে চলিয়া যাইবার পর আমারো মনে বড় দুঃখ হইল। তখনি ঠিক বুঝিতে পারিলাম যে, আমি তাহাকে কতখানি ভালবাসিতাম। "কদ্‌রে নিয়া'মত বা'দ আজ্‌ জওয়াল।" বিনাশের পরই সম্পদের প্রকৃত মূল্য বুঝা যায়। দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না। সে চলিয়া যাইবার

পর হইতে তাহার প্রিয় স্মৃতি প্রতিনিয়ত আমাকে বেদনা দিতে লাগিল। তখন আমি সর্ব্বদা মনে মনে বলিতাম—খোদার ওয়াস্তে সে যেন আবার ফিরিয়া আসে! তাহার বিরহে জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহার সম্মুখে মরিয়া যাওয়াই যে ভাল! এই জীবন্মৃতকে সে আসিয়া হত্যা করুক!

এস এস প্রিয়তম, এস মোর পাশে,
দিবানিশি বসে' আছি তোমারি আশ্বাসে।
তোমা বিনা বাঁচা মোর মরার সমান,
এস, তব পদে সুখে সঁপিব পরাণ।
চাহ যদি মার মোরে, মোর সে মরণ,
জীবনের চেয়ে শত সুখের কারণ!

খোদাতা'লার শোকর; বহুকাল পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল। তখন তাহাকে দেখিয়া আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম। হজরত দাউদের কণ্ঠের মধুরতা তখন তাহার কথার ভিতর আর নাই! হজরত ইউসোফের ন্যায় যে অসাধারণ সৌন্দর্য্য একদিন জগৎ মুগ্ধ করিত, তাহাও তিরোহিত-প্রায়। সেই অসাধারণ অঙ্গসৌষ্ঠব, অনন্যদুর্ল্লভ লাবণ্য-গৌরব আজ কোথায়! তাহার সৌন্দর্য্যের বাজার আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! সে আসিয়াই আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল—আমিও পরম আদরে তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

মধুর যে দিন ছিলে প্রিয়তম,
সরল কোমল সুন্দর,
পালাইলে দূরে এ দীন হইতে,
জ্বালাইলে মোরে কত যে।

সে মাধুরী আজি নাহিক তোমার,
কঠোর আজি ও অন্তর,
হারাইয়া সব সন্ধি করিতে
আসিয়াছ তাই স্বতঃ যে।

বসন্তের সেই বাগিচা তোমার,
গিয়াছে রে আজি শুকায়ে'।
সে মাধুরী সেই অমর বিভব
কোথায় গিয়াছে লুকা'য়ে।

যে আগুনে তুমি জ্বালায়েছ মোরে,
আজি ত কিছুই নাই তাঁর,
তব গরবের উচ্চ প্রাসাদ
প'ড়েছে ধুলায় লুটায়ে।

কোমল নধর সুন্দর দেহ
হৃদয় তাহার অনুরূপ,
যত দিন থাকে মা'শুকের, তার
কঠোর হইবে ব্যবহার।

কঠোর যখন হইবে শরীর,
ফুরাইয়া যা'বে সব রূপ,
তখনি মিশুক হইবে সে, হ'বে
কমনীয় ব্যবহার তার (১)

(১১৬)

যে ব্যক্তি মা'শুকদিগকে ভালবাসে, তাহাদের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহার চরিত্র পবিত্র এবং নির্ম্মল হইলেও সে কখনই নিন্দুকগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

পাপ প্রলোভন পার সহজে করিতে জয়,
মানব-রসনা কিন্তু ঠেকান সম্ভব নয়।

(১১৭)

এক পিঞ্জরের ভিতর কাক এবং বুল্‌বুল্ একসঙ্গে রাখা হইয়াছিল। বুল্‌বুল্ কাকের সংসর্গ বিষবৎ মনে করিতে লাগিল। কারণ তাহার রূপও নাই, গুণও নাই। অধিকন্তু তাহার কণ্ঠস্বর নিরতিশয় কর্কশ। মধুরকণ্ঠ বুল্‌বুল্ তাহাকে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারে না।

---

(১) আমর্দ্ আঁগাহ্ কে খুব্ ও শিরিঁ নাস্ত্
তল্খ্ গোফ্‌তারু ও তন্দ্ খোয়ে বুয়াদ্
চুঁ বরেশ্ আমাদ্ ও বালাগত্ শোদ্
মর্দ্দম্ আমেজ্ ও মেহেরু জোয়ে জুয়াদ্।

এরূপ কুৎসিৎ চেহারার কর্কশকণ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে সকলেই দূরে পালাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

সকালে উঠিয়া যদি দেখে কেহ তব মুখ
সমুজ্জ্বল দিন তার হইবে রে অন্ধকার!
তোমার পরশে দূর হয়ে যায় সব সুখ.
তোমার তুলনা এই জগতে দেখি না আর!

পক্ষান্তরে ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক যে, কাকও বুল্‌বুলের সংসর্গ পছন্দ করিল না। সে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া "লাহাওলা" পড়িতে পড়িতে সময়ের নির্ম্মম গতিতে রোদন করিতে লাগিল। সে আক্ষেপে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আর ভাবিত, হায়, কি পাপে আমার এই শাস্তি! অন্য কাকের সহিত গাছে গাছে কা কা করিয়া গান করিয়া বেড়ান আমার পক্ষে কত আনন্দজনক! এই নির্ব্বোধ ঘৃণ্য ক্ষুদ্র বুল্‌বুল্‌ পক্ষীর সহিত একত্রে অবস্থিতি আমার পক্ষে শুধু বিরক্তিকর নহে, অপমানজনকও বটে! সে মনে মনে ভাবিত,—

তোমার ও ছবি আঁকা যদি থাকে
কোন দেয়ালের উপরে,
তাহার ছায়ায় কেহই ঘৃণায়
কখনই নাহি বসিবে!

তোমার আবাস পরকালে যদি
হয় বেহেশ্‌তের ভিতরে,
বেহেশ্‌ত্‌ হইতে পালাইয়া ভয়ে
দোজখেই সবে পশিবে। (১)

জ্ঞানিগণ নির্ব্বোধকে যেমন ঘৃণা করেন, নির্ব্বোধেরাও সেইরূপ জ্ঞানিগণকে ঘৃণা ও তাচ্ছল্য করিয়া থাকে! সুন্দর ব্যক্তির মর্য্যাদা অপ্রেমিকগণের নিকট কখনই আশা করা যায় না। সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা সাধারণে কিছুই বুঝে না।

বেরসিক এক জাহেদ * বসিয়া
ছিলেন প্রেমিক সভাতে,
বল্‌খের এক কহিল মা'শুক
দেখি' বিরক্ত তাহারে,—
যাও চলি' তুমি, আমরা কেহই
হব না বেজার তাহাতে,

(১) কছ্‌ নয়ায়াদ্‌ বপায়ে দেওয়ারে
কে বরাঁ ছুরতত্‌ নেগার্‌ কুনান্দ্‌
গার্‌ তুরা দর্‌ বেহেশ্‌ত্‌ বাশদ্‌ জায়ে,
দিগরাঁ দোজখ্‌ এখ্‌তিয়ার্‌ কুনান্দ্‌।

* জাহেদ=সাধক

তুমি আমাসবে নাহি ভালবাস,
মোরাও বাসি না তোমারে। (১)

যেখানে সবায় আমোদে নিরত,
সবে দেলখোশ্ ফুল্ল,
বিরস বদনে সুগম্ভীর ভাবে
বসে' থাকা তথা ভাল নয়।

সে যেন ফুলের স্তবকের মাঝে
নীরস ইন্ধন- তুল্য,
পেচক যেমন অশোভন অতি
বসন্তের বাগে শোভাময়।

(১১৮)

বাল্য-জীবন হইতেই আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বহুবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্রে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন,—যেন দুই দেহে একপ্রাণ! এক সময় তিনি কিন্তু সামান্য স্বার্থের জন্য আমার মনে কষ্ট দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। এত দিনের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া

(১) জাহেদে দর্‌মিয়ানে রেন্দাঁ।
জাঁ মিয়াঁ গোফ্‌ত্‌ শাহেদে বল্‌খী
মলুলি, জেমা তোর্শ্‌ মনিশিঁ
কে তু হাম্ দর্‌মিয়াঁনে মা তল্‌খী,

তিনি দূরদেশে চলিয়া গেলেন। আমরা বাহিরে পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া গেলেও অন্তরের যোগ-বন্ধন ছিন্ন হয় নাই, একথা অল্পদিনের মধ্যে প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল।

একদিন আমার উক্ত বন্ধুটি এক সভায় বসিয়া আমার প্রসঙ্গে অনেক দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করেন। নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া আমার বহু গুণের উল্লেখ করতঃ আমার সহিত পুনর্মিলনের কামনা করিয়াছিলেন। তিনি নাকি তৎসহ এই বিখ্যাত কবিতাটিও আবৃত্তি করেন,—

যখন আমার প্রিয়তম সখা
হাসেন মধুর মিষ্ট,
সে হাসিতে তাঁ'র আহত আমার
উঠে রে হৃদয় হাসিয়া।
কপালের ফলে যদি সে আমার
হয় কোনদিন দৃষ্ট,
হৃদয়ের যত বিষাদ বেদনা
কোথায় যাইবে ভাসিয়া! *

আমি এই সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-কামনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। অচিরে আমাদের

* নেগারে মন্ চু দর্ আয়াদ্ বখান্দায়ে নিমকিন্
নিমক্ জিয়াদা কুনদ্ বর্ জরাহাতে রেশাঁ।
চে বুদে আব্ ছরে জোল্‌ফশ্ বদস্তম্ ওফ্‌তাদে
চু আস্তিনে করিমাঁ বদস্তে দরবেশাঁ।!

মিলন হইয়া গেল। আমার পত্রের উপসংহারে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত ছিল,—

এ জগতে কেহ রাখে নাই কথা
পাই নাই কোন প্রতিদান,
তুমিও হে সখে, এমনি করিয়া
দিলে দাগা মোরে দিলে হে!

তোমারে পাইয়া ভুলিনু জগত
সঁপিলাম তোমা মনপ্রাণ,
দু'দিনেই যদি ত্যজিবে আমায়
কেন এ হৃদয় নিলে হে?

এখনো মিলন চাহ যদি তবে
এস এস সখে, ফিরিয়া,
তার চেয়ে বেশী হবে প্রিয় মম,
একদা যেমন ছিলে হে। (১)

(১) না মরা দর্ জাহাঁ অহদ্ ও ওফা বুদ্
জফা কর্দী ও বদ্ অহ্‌দী নমূদী!
বয়েক্‌বার্ আজ্ জাহাঁ দিল্ দর্ তু বস্তম্
না দানেস্তম্ কে বর্ গর্দী বজুদী!
হনুজত্ গার্ ছরে সোলেস্ত্ বাজ্ আ
কা জাঁ মহ্‌বুব্ তর্ বাশী কে বুদী!

(১১৯)

কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সে যেমন অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী, সেইরূপ অনুপম গুণবতী ছিল। সময়ের নির্ম্মম গতিতে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। তাঁহার শাশুড়ী অত্যন্ত মুখরা ও রূঢ়প্রকৃতির ছিলেন। কন্যার মৃত্যুর পর তিনি জামাতার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন, এবং তাঁহাকে ক্রমাগত কাবিনের শর্ত্তানুসারে "দায়েন মহরের" টাকার জন্য তাগাদা করিয়া বিষম জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। * এই অবস্থায় ভদ্রলোকটির জনৈক বন্ধু তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি এই বয়াতটি বলিয়াছিলেন,—

শীতের বাতাসে গোলাপ আমার
গিয়াছে শুকায়ে লুকায়ে!
কাঁটা তার আজো' ফুটিছে মরমে
করিছে দারুণ ব্যথা দান!
লুকান সে ধন নাই নাই আর,
নিয়েছে তা' কাল উঠায়ে,

* বিবাহের সময় বিবিধ শর্ত্তমূলক যে দলিল বর কন্যাকে দান করেন, তাহাকে কাবিন বলে। বর কন্যাকে যে অর্থ দান করেন বা ভবিষ্যতে দিতে বাধ্য থাকেন, তাহাকে মোহর বা দায়েন মোহর বলে। ইহা টাকা বা টাকার পরিবর্ত্তে অলঙ্কার ইত্যাদিও হইতে পারে।

প্রহরী সে সাপ রহিয়াছে, শুধু
করিতে ব্যথিত এ পরাণ।
অরাতির মুখ চাহিনা দেখিতে
যাক্ দূরে যাক্ যাক্ সে,
শত বান্ধব ও তাহার সহিত
হয় যদি হোক তিরোধান।

(১২০)

অনেকদিন আগে আমার যৌবনকালে একদিন আমি এক গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, বিশেষ করিয়া সেদিন গরমের মাত্রা অত্যন্ত অধিক ছিল। যেন জগত-সংসার ঝলসিত করিয়া "লু" নামক ভীষণ উষ্ণ বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন এই নিদারুণ উত্তাপে হাড়ের ভিতর হইতে মজ্জা গলিয়া গলিয়া ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইতেছে। একেবারে অসহ্য হওয়ায় একটি প্রাচীর-ছায়ায় একটু আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলাম। পিপাসায় আমি শুষ্ককণ্ঠ,—মনে ভাবিলাম, আহা, যদি কেহ এমন সময় আমাকে এক গ্লাস শীতল জল দিয়া জীবনটা বাঁচাইত! সহসা চাহিয়া দেখি, নিকটস্থ এক বাটীর দহ্‌লিজে যেন বিজলি চমকিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, তেমন চেহারা আমি জীবনে কখনই দেখি নাই। ভাষার সাধ্য নাই, তাহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র বর্ণনা করে। সমস্ত অলঙ্কার শাস্ত্র এই রূপ-মাধুরীর বর্ণনায় হার মানিয়া যায়। যেন

তিমিরময়ী নিশীথ রাত্রে সহসা হাসিমাখা উষার আবির্ভাব হইল! যেন "জুল্‌মাতের" অন্ধকার-রাজ্য বিদীর্ণ করিয়া সহসা আবে-হায়াতের অমর উৎস উৎসারিত হইল। তাহার হস্তে এক গ্লাস শীতল, সুমিষ্ট শরবত। উহার মধুর সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল! ভাবিলাম, কুসুমজাত গোলাবে এমন সৌরভ কখনই হইতে পারে না! বুঝিবা সেই নধর সুন্দর পারিজাত-নিভ-বর-বপুর দু'এক বিন্দু ঘর্ম্ম এই শরবতের ভিতর নিপতিত হইয়াছে, তাই ইহার সুবাস-গৌরবে এমন ভাবে চারিদিক আকুল হইয়া উঠিয়াছে! যাহা হউক, সেই মা'শুকের হস্ত হইতে শরবত-গ্লাস গ্রহণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম। সেইদিন হইতেই যেন আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। শরবত পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর একটি অতৃপ্ত তৃষ্ণার যে ভীষণ দাবদাহন জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর নিবিল না।

যে আগুন-শিখা লক লক করি'
উঠিছে জ্বলিয়া পরাণে,
সারা জগতের সাগরের জলে
নিবিতে তা' কভু পারে না!
প্রেমিকের মনে যে দারুণ ব্যথা
অপ্রেমিক তাহা কি জানে?
যাহার আঘাত সেই শুধু বোঝে,
অপরে সে ধার ধারে না।

ভাগ্যবান সেই দেখে প্রতিদিন
যে জন এ প্রেম-পুতলি,
দেখিয়া যে ছবি হৃদয়-সাগর
ভাবাবেশে উঠে উথলি'!

মদের নেশায় বিভোল যে জন
অচিরেই নেশা টুটে তার,
ভাঙ্গে না সে নেশা প্রেম-মদিরায়
উঠিয়াছে যাহা উছলি'! (১)

(১২১)

যে বৎসর সুলতান্ মোহাম্মদ খারেজিম্ (রহমতুল্লাহ্ আলায়হে) "খতার" অধিপতির সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, ঐ বৎসর আমি কাশঘরের প্রধান জুমা' মস্জিদে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ স্থানে একটি নধরকান্তি পরম সুন্দর বালককে দেখিয়াছিলাম। অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে যেন চারিদিক স্বর্গীয় মাধুরীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল?

---

(১) খোর্রম্ আঁ ফরখন্দা তালে' রা কে চশম্
বর্ চুনিঁ রোয়ে ওফ্তদ্ হর্ বাম্দাদ্।
মস্তে মর্ বেদার্ গর্দ্দদ্ নিম্ শব,
মস্তে ছাকী রোজে মহ্শর্ বাম্দাদ্।

কোথায় শিখিলে কহ প্রিয়তম,
এ মোহন লীলা- ভঙ্গি ?
হে চির রুচির, ফুল্ল মদির,
মম ক্ষণেকের সঙ্গী !
এমন চতুর, এমন মধুর,
দেখে নাই বুঝি বিশ্ব !
তোমায় দেখিয়া উঠিছে হাসিয়া,
যেন এ নিখিল দৃশ্য !
অই অত্যাচারি, প্রাণ-মনোহারি,
অই নিরমম জঙ্গী, *
কোথায় শিখিলে এই চটুলতা,
এ মোহন লীলা- ভঙ্গি ?

বালকটির হস্তে "মোকদ্দমায়ে নহো" নামক একখানি কেতাব ছিল। সে তাহা হইতে এই এবারতটী পড়িতেছিল,—"জারাবা জায়দোন্ আ'ম্‌রান্ আও কানাল্‌মোতায়া'দ্দী আমরোন্' অর্থাৎ জয়েদ আমরকে মারিয়াছে, অতএব আমর এস্থানে অত্যাচারিত। আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম,—"বুখারা ও খাতার ভূপতির ভিতর কবে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো তোমার জয়েদ ও আমরের মধ্যে যুদ্ধের শেষ হয় নাই।" এই কথায়

---

* জঙ্গী—যোদ্ধা। এ স্থলে যে যুদ্ধ করিয়া অন্যের হৃদয় অধিকার করে।

সে আমার দিকে চাহিয়া মধুরভাবে হাসিয়া উঠিল এবং আমার বাটী কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—পবিত্র শিরাজ ভূমিতে আমার বাটী। শিরাজের কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল,—মহাকবি শেখ সা'দীর কোন বয়াত আপনি জানেন? সে জানিত যে, শেখ সা'দী শিরাজের অধিবাসী। আমি সময়োপযোগী একটি আরবী কবিতা উপস্থিতমত রচনা করিয়া পাঠ করিলাম। •

পাঠে নিমগন আছে প্রিয়তম মম সে,
বুঝি নাই আগে আহা এত নির- মম সে!
সকল হৃদয় সকল পরাণ দিয়ে তায়
বাসিয়াছি ভাল, সঁপিয়াছি সবি তা'রি পায়!

চাহেনা আমার পানে একবার তবু সে!
ভালবাসি কত বুঝিল না তাহা কভু সে!
কত যে আঘাত কত যে বেদনা প্রাণে মোর
বুঝিল না তাহা বুঝিল না সেই মন-চোর!
কঠোর নিঠুর যেন অশনির সম সে!
বুঝি নাই আগে আহা এত নির- মম সে!

সে এই আরবী কবিতাটির অর্থ ভালরূপে বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন রহিল; তাহার পর বলিল,—শেখ সা'দীর অনেক ফারসী কবিতা এদেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যদি আপনি তাঁহার একটি ফারসী বয়াত

অনুগ্রহপূর্ব্বক বলেন, তাহা হইলে আমার বুঝিবার পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পারে। আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম—

তোমার চিত্ত রয়েছে মত্ত নহোতে, *
এ হৃদি ক্ষুণ্ণ চেতনাশূন্য মোহতে!
প্রেমিক-হৃদয় প্রেম-বাগুরায় বাঁধা এ
জয়েদ আমারে দেহ রণ তুমি বাধায়ে। (১)

তখন এই পর্য্যন্ত। পরদিন প্রাতে আমরা যাত্রার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আমাদের কাফেলার † একজন উক্ত বালকটিকে জানাইয়া দিল যে, কল্য যে ভদ্রলোকটির সহিত তুমি কথাবার্ত্তা বলিতেছিলে, তিনিই প্রসিদ্ধ কবি শেখ সা'দী। এই কথা শ্রবণ করিয়া সে দৌড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত বিনীত ও কোমলভাবে আমাকে বলিল,—আপনি এতদিন কেন আমাকে আপনার পরিচয় প্রদান করেন নাই? আপনিই সেই জগদ্বিখ্যাত মহাকবি, তাহা জানিতে পারিলে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া আপনার খেদমত করিতাম, এবং

* আরব্য ব্যাকরণের এক বিশেষ অংশকে নহো বলে। ইংরাজী ভাষায় উহার প্রতিশব্দ Syntax.

(১) তবেয়ে' তুরা তা হওছে নহো কর্দ্দ্
ছুরতে অ'কল্ আজ্ দিলে মা মহো কর্দ্দ্।
আয় দিলে ওশ্শাখ্ বদামে তু ছয়েদ্
মা বতু মশ্গুল্ ও তু বা ওমর্ ও জয়েদ্'

† কাফেলা—বহু সংখ্যক পথিকের দল,—Caravan.

আপনার ন্যায় বোজর্গ্ লোকের নিকট হইতে কতই না উপকার লাভ করিতে পারিতাম! আক্ষেপ! হায় আক্ষেপ!

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—তোমার উপস্থিতির কারণেই আমি যে সা'দী, এ কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তোমার অস্তিত্বের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব বিলীন ছিল, ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই!

বালকটি উত্তর করিল,—আপনি দয়া করিয়া আরো কিছুদিন এই সহরে অবস্থিতি করুন। আপনার মত মহাজনকে আমরা এত শীঘ্র কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত মন দিয়া, প্রাণ দিয়া আপনার খেদমত করিয়া আমি কৃতার্থ হইতে চাই! অনুগ্রহ করিয়া আরো কিছুদিন এইস্থানে থাকিলে কি এমন ক্ষতি হইবে?

বলিলাম,—তাহা হইতে পারে না। তাহা হওয়া কখনই সঙ্গত নহে! একটি গল্প শোন,—একজন বোজর্গ্ লোকালয় ত্যাগ করিয়া এক নিভৃত গুহায় বাস করিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি নগরে কেন গমন করেন না? তাহা হইলে লোকে আপনার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন,—সহরে, নগরে, লোকালয়ে অনেক প্রলোভনের বস্তু আছে। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে পারে; তাই আমি ঐ সমস্ত স্থানে যাইতে সঙ্কুচিত হই। কেননা, মনের ভিতর

তাহাদের আকর্ষণ, তাহাদের ভালবাসা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলে আমার সাধনার ক্ষতি হইবে। আমি অস্থায়ী আনন্দের প্রলোভনে সেই নিত্য-ধনে বঞ্চিত হইতে চাহি না। আশা করি, তুমি এখন বুঝিতেছ, আমার এই স্থানে কেন থাকা উচিত নহে।

এই কথা বলিয়া গভীর স্নেহ ও ভালবাসার সহিত তাহাকে চুম্বন করিলাম; সেও সমধিক শ্রদ্ধার সহিত আমার হস্ত চুম্বন করিল। তারপর বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বিদায় লইয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলাম।

বিদায়ের কালে আদর করিয়া
কোলে লও তারে, চুমা খাও;
কি লাভ তাহাতে? হৃদয়ের জ্বালা
কিছুতেই কম হয় না।
মা'শুকের পদে আপনারে যদি
একেবারে বিকা- ইয়া দাও,
প্রেমের যে দাবী মিটিবে তবেই,
দূরত্ব যে প্রেম সয় না।

(১২২)

এক সময় আমি হেজাজ দেশের মধ্য দিয়া আসিতে-ছিলাম। আমাদের কাফেলায় একজন খেরকা-পরিহিত দরবেশ ছিলেন। আরব দেশের জনৈক আমীর তাঁহাকে

একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। আমরা আসিতেছি, ইতিমধ্যে একদিন একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করিল। সওদাগরগণ বিলাপ করিতে করিতে তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় দস্যুগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। কাহারো কোন দ্রব্য রক্ষা পাইল না। সকলেই অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিলাম, উপরোক্ত দরবেশ বেশ প্রফুল্ল আছেন। যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাই, তোমার টাকাগুলি কি দস্যুতে লয় নাই? হয় ত তাহারা তাহার সন্ধান পায় নাই। তিনি উত্তর দিলেন,—না, আমার টাকাগুলি রক্ষা পায় নাই। দস্যুরা সমস্তই লইয়া গিয়াছে। তা সে জন্য আমার মনে কিছুমাত্র দুঃখ নাই; কারণ, টাকাগুলি আমাকে দান করিলেও তাহার সহিত আমার মন এমন ভাবে আবদ্ধ করি নাই যে, তাহার অভাবে হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইবে। কোন পার্থিব জিনিষের প্রেমে আসক্ত হওয়া ঠিক নহে; কারণ, উহাতে তাহার অভাবে হৃদয় আহত হইয়া পড়ে।

এমন কিছুতে মন বাঁধা কভু ভাল নয়,
অভাবে যাহার মনে বিষম বেদনা হয়! *

* না বায়দ্ বস্তন্ আন্দর্ চিজ্ ও কছ্ দিল্
কে দিল্ বর্দাশ্তন্ কারিস্ত্ মুশ্কিল্।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম,—আপনি অতি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আমি নিজে তাহা ভালরূপে জানি। প্রথম যৌবনে আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম। তেমন ভালবাসা বুঝি কেহ কাহাকেও বাসিতে পারে না। তাহার সৌন্দর্য্য যেন আমার চক্ষুর কেব্‌লা ছিল! * আমার সমগ্র জীবনের পুঁজি যেন তাহার মিলনের মধ্যে নিহিত ছিল! তাহাকে দেখিলে মানব কিংবা আকাশের ফেরেশ্‌তা, তাহা বুঝা কঠিন হইত! অমন সুন্দর, অমন নির্ম্মল মাটির মানুষ হইতে পারে না! কেহ একবার তাহার মিলনের আস্বাদ পাইলে দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সংস্রব সে হারাম † মনে করিত!

এমন সুন্দর এমন নধর
এ জগতে বুঝি নাই রে!
ফেরেশ্‌তা অথবা পরী ক'ব তা'রে
ভাবিয়া তা' নাহি পাই রে!
তা'রে যদি কেহ দেখিত ক্ষণেক
ভুলিয়া যাইত সকলি
কোন মা'শুকের কথা কারো মনে
পাইত না আর ঠাঁই রে!

* মুসলমানগণ যে দিকে ফিরিয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন, তাহাকে কেব্‌লা বলে। বর্ত্তমানে মক্কা শরিফের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কা'বা-গৃহই সমগ্র মোস্‌লেম-জগতের কেবলা।

† হারাম=ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ

সময়ের কঠোর গতি! সংসার-পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার অস্তিত্বের চরণ মরণের পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া গেল! তাহাকে আমি হারাইলাম! তাহার অভাবে তাহার শোক সন্তপ্ত পরিজনের ক্রন্দন-ধ্বনিতে চারিদিক আকুল হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত অনেক সময় তাহার কবরের পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতাম। কত রোদনে, কত বিলাপে আমার কত বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত হইত। মনে মনে বলিতাম, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন আমার মরণ হইল না, তাহা হইলে এই জগত আর বন্ধুশূন্য দেখিতে হইত না! হায়, আমি কি হতভাগা! আমার মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হউক!

মরণের কাঁটা চরণে তোমার
বিঁধিল যে দিন সখে হে,
সময়ের অসি এ শিরে আমার
পড়িল না কেন সেই দিন!
তোমা ছাড়া এই বিশ্ব নিখিল
সহিবে কেমনে চখে হে!
ধিক শত এই জীবনে আমার!
নীরবেই ইহা হ'ক লীন। (১)

(১) কাজ্ কাঁ রোজ্ কে দর্ পায়ে তু শোদ্ খারে আজল্
দস্তে গিতি বে জদে তেগে হালাকম্ বর্ ছর্!
তা দরিঁ রোজ্ জাহাঁ বে তু না দিদে চশ্মম্
ইঁ মনম্ বর্ ছরে খাকে তু কে খাকম্ বর্ ছর্।

কিছুদিন পরে মনকে কতকটা সংযত করিয়া দেশ-ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলাম। ভাবিলাম,—দেশে দেশে উদাসীন বেশে ঘুরিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিব, কাহারো প্রেম-ভালবাসা মনের মধ্যে আর স্থান দিব না; সংসারীজনের সংস্রবেও আর যাইব না। এখনো সময় সময় সেই বন্ধুর কথা আমার স্মরণ হয়, আর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতে থাকে,—

বিগত জীবনে আহা মিলনের বাগিচায়
ময়ূরের মত কত হরষে কেটেছে দিন!
সখার বিহনে আজি সে দিন নাহিক হায়,
অবসাদে দেহ মন হ'য়েছে সকলি ক্ষীণ!
সাগর-ভ্রমণ কত হইত রে সুখময়
রহিত সলিল যদি প্রশান্ত, তরঙ্গহীন!
কুসুম কণ্টক কেন পাশাপাশি এ ধরায়?
সাধের স্বপন আজি কোথায় হ'য়েছে লীন! *

(১২৩)

আরব দেশের একজন বাদ্‌শা একদিন লায়লী ও মজনুর অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী শুনিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি

দোশ্‌ চু তাউছ্‌ মি নাজিদম্‌ আন্দর্‌ বাগে বেছাল্‌,
দিগর্‌ এম্‌রোজ্‌ আজ্‌ ফরাকে ইয়ার্‌ মি পিচম্‌ চু মার্‌।
ছুদে দরিয়া নেক্‌ বুদে গার্‌ না বুদে বিমে মওজ্‌
ছোহ্‌বতে গুল্‌ খোশ্‌ বুদে গর্‌ নিস্তে তশ্‌বিশে খার্‌!

জানিতে পারিলেন যে, মজনু বিচক্ষণ জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি; লিপি-চাতুর্য্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। এমন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে উদাসীনের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া তিনি মজনুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মজনু আসিলে তাহাকে তিনি তীব্র ভাষায় উপদেশ দিয়া বলিলেন,—জীবশ্রেষ্ঠ মানবের সংস্রব ত্যাগ করতঃ বনে পশুর সঙ্গী হইয়া আপনি কি এমন উপকার লাভ করিবার আশা করেন? আপনিও দেখিতেছি, পশুর স্বভাবই অবলম্বন করিতেছেন! মানবের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জার কথা। মজনু ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—আমি লায়লীর প্রেমে উন্মত্ত; এইজন্য আমার বন্ধুগণ সর্ব্বদাই আমাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি একবার লায়লীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিতেন। বুঝিতেন, কি দেখিয়া আমি এমন পাগল হইয়াছি—জগত সংসার ভাসাইয়া দিয়া উদাসীন বেশে বাহির হইয়াছি। মিসরের মহিলারা যেরূপ হজরত ইউসোফের অসাধারণ সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া লেবুর পরিবর্ত্তে স্ব স্ব অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব প্রাণ উৎসর্গ করিতেন।

যাহারা আমার দোষ গায় দিন-রজনী
হায় যদি তারা নেহারিত কভু রূপ তার।

কলঙ্ক আমার গাহিত না আর কখনি
নিন্দুক যে রে রসনা হইত চুপ তার।
যে রূপ দেখিয়া মিসরের শত রমণী
কাটে হাত, সেই- রূপ রূপ অপ- রূপ তার (১)

মজন্নুর কথা শুনিয়া লায়লীকে দেখিবার জন্য বাদ্‌শার বিশেষ কৌতূহল হইল। অবিলম্বে লায়লী রাজ-সমীপে আনীত হইলে তিনি দেখিলেন, তাহার সৌন্দর্য্যের ভিতর তেমন অসাধারণত্ব কিছুই নাই। এমন কি, তাঁহার হেরেমে যে সমস্ত লাবণ্যবতী দাসী আছে, তাহাদের অনেকেরই সৌন্দর্য্য লায়লীর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হইল; তাহাদের বেশভূষাও ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল। বাদ্‌শা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই ত লায়লা! ইহারই জন্য এত ফেত্‌না ফছাদ! চারিদিকে এতটা হইচই পড়িয়া গিয়াছে! বিচক্ষণ মজন্নু বাদ্‌শার মনের কথা সহজেই বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন,—

লাইলীর রূপ চাহে যে দেখিতে
চাই মজ্‌নুর চোখ তার,
আ'শেকেই বুঝে মা'শুকের রূপ;
কি বুঝিবে বাজে- লোক তার?

---

(১) কাজ্‌ কানাঁ কে আ'য়বে মন্‌ গোফ্‌তন্দ
রুয়াত্‌ আয় দিল্‌ছেতাঁ বেদিদন্দে।
তা বজায়ে তরঞ্জ্‌ দর্‌ নজরত্‌
বে খবর্‌ দস্ত্‌হা বুরিদন্দে।

আহত জনের বেদনা যে কত
বুঝে না তা' কভু অপরে !
সমভোগী বিনা মনের বেদনা
বলি' কাহারেও লাভ নাই।

বিষধর সাপ করিলে দংশন,
যাতনা তাহার কত রে,
খাইনি সাপের কামড় যে জন
নাই মনে তার ধারণাই।

কাহিনী ভাবিবে, উপেক্ষার হাসি
উঠিবে ফুটি' ও অধরে,
আমাদের মত অবস্থা তোমার
যতদিন নাহি হবে ভাই ! (১)

(১) তন্ দোরস্তাঁরা না বাশদ্ দর্দে রেশ্,
জুর্ ব হম্দর্দে না গোয়াম্ দর্দে খেশ্।
গোফ্তন্ আজ্ জম্বুর্ বে হাছেল্ বুয়াদ
বা একে দর্ ওমর্ খোদ্ না খোর্দা নেশ্।
তা তুরা হালে না বাশদ্ হাম্চু মা
হালে মা বাশদ্ তুরা আফ্ছানা পেশ্ !

প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রচিত বিখ্যাত কবিতা "চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে" এই বয়াতটিরই অনুবাদ বলিয়া মনে হয়।

(১২৯)

দেলারাম সেই মূরতি মোহন
পড়িল রে কেন নয়নে !
উধাও হইয়া ছুটিল এ মন,
চরণে পড়িল লুটি' তার !
আঁখির কুহকে বাঁধা পড়ে মন
আহা কি বিষম বাঁধনে !
চাহে যে বাঁচিতে প্রেমের বিপদে
মুদে যেন চোখ দু'টি তার। (১)

তোমার হাতের আঘাতও যেন
স্বরগীয় সুধা মাখানো
মাধুরী তাহার অতুল অতুল
এ পরাণ মন মাতানো ! (২)

---

(১) দর্ চশ্‌মে মন্ আমাদ্ আঁ ছিহি ছর্বে বলন্দ্‌,
বর্ বুদ্ দিলম্ জে দস্ত্‌ ও দর্ পায়ে ফগন্দ্‌।
ইঁ দিদায়ে শওখ্‌ মি বরদ্ দিল্ ব কমন্দ্‌ !
খাহি কে ব কছ্‌ দিল্ না দিহি দিদা বেবন্দ্‌।
(২) আজ্‌ দস্তে তু মোশ্‌ত্‌ বর্ দহাঁ খোর্দ্দন,
খোশ তর্ কে বদস্তে খেশ তন্ না খোরদ্দন !

উপদেশ দাও শুনিয়া যাইব,
কিন্তু তা'তে কোন ফল নাই,
ভালবাসা তার পারিব ভুলিতে,
হৃদয়ে এমন বল্ নাই !
ধোও শতবার কাফ্রীর দেহ
তবু তাহা সাদা হবে না
প্রেম-পারাবার গভীর আমার !
তল্ নাই তার তল্ নাই। (১)

মানহীন হতভাগা কমিনা যেজন
অপরের মান সে না রাখে কদাচন
পঞ্চাশ বছরে লোকে যে সুযশ পায়,
এক বদনামে তাহা সবি চলি' যায়। (২)

সকল কথার আলোচনা করা
সমুচিত কভু নহে :
মহৎ যেজন তাঁর দোষ ধরা
দোষ, জ্ঞানিগণ কহে। (৩)

---

(১) নছিহত্ কুন্ মরা চন্দাঁ কে খাহি
কে না তওয়াঁ শোছ্তন্ আজ্ জঙ্গী ছিয়াহী।
(২) বছা নামে নেকোয়ে পঞ্জাহ্ ছাল্
একে নামে জেশ্তশ্ কুনাদ্ পায়মাল্।
(৩) না দর হর্ ছোখন্ বাহাছ্ কর্দ্দন্ রওয়াস্ত্;
খাতায়ে বোজর্গাঁ গেরেফ্তন্ খাতাস্ত্।
ছামা হাম্মালে আয়েবে খেশ্ তনেদ্
তা'না বর্ আ'য়বে দিগরাঁ মজনেদ্।

চাঁদের ভিতরে রয়েছে কালিমা
কুসুমের মাঝে কাঁটা,
দোষ কোথা নাই ? একটু আধটু
সবখানে দোষ রহে !

দোষী যে পরের দোষ যেন সে না ধরে,
দোষ হীন কে আছে এ সংসার উপরে ?

(১২৫)

একটি যুবক তাহার মা'শুককে বড়ই ভালবাসিত। তাহার ভালবাসা নিরতিশয় পবিত্র ও আন্তরিক ছিল। আমি একখানি পুস্তকে এইরূপ পড়িয়াছি যে, একদিন ঘটনাক্রমে তাহারা উভয়ে নদীর মধ্যস্থ জলাবর্ত্তে নিপতিত হয়। তাহাদের জীবন সংশয় হওয়ায় একজন মাঝি জলের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়া উক্ত যুবককে প্রথমে ধরিতে চেষ্টা করে। ইহাতে যুবকটি চীৎকার করিয়া বলে,—আমাকে নয়, প্রথমে আমার প্রেমাস্পদকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা কর। এই কথা বলিতে বলিতে সে জলে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে। ইহাই প্রকৃত প্রেম, যে প্রেমে বিপদের সময় লোকে প্রেমাস্পদকে ভুলে না, নীরবে তাহার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সা'দীর মতন পাকা প্রেমের খেলায়
ওস্তাদ খুঁজিয়া আর পাবেনা ধরায়।

শুন তাঁর উপদেশ, হে প্রেমিকগণ,
এ জগতে প্রেম এক স্বর্গীয় রতন!
যারে ভালবাস তারে বাস প্রাণ ভরে'
নিজেরে নিলীন কর তাহারি ভিতরে।
চাহিওনা জগতের কারো পানে আর
নয়নে নয়নে রাখ সখারে তোমার।
মজ্‌নু লায়লী সেই প্রেমের ফকির।
প্রণয়প্রতীক যারা সারা ধরণীর
আসিত ফিরিয়া যদি জগতে আবার,
নূতন জীবন লভি' কৃপায় খোদার,
এ মম কেতাব হ'তে শিখিত নিশ্চয়
প্রেমের নূতন তথ্য চিরমধুময়। *

* কে সা'দী রাহ্‌ ও রেছ্‌মে এশক্‌ বাজী
চুনাঁ দানদ্‌ কে দর্‌ বাগ্‌দাদ্‌ তাজী!
দিলারামে কে দারী দিল্‌ দরো বন্দ,
অগর্‌ চশ্‌ম্‌ আজ্‌ হামা আ'লম ফেরো বন্দ্‌।
আগার্‌ মজ্‌নুঁ ও লায়লী জিন্দা গশ্‌তে
হাদিছে এ'শ্‌ক্‌ আজীঁ দফ্‌তর্‌ নভে শ্‌তে!

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



৬ষ্ঠ অধ্যায়

বার্দ্ধক্য

(১২৬)

একদিন দামেশ্‌ক্ সহরে জুমা' মস্‌জিদে বসিয়া জ্ঞানী-মণ্ডলীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় একটী যুবক আমাদের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল,—সমবেত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে পারস্য ভাষা জানেন, এমন কেহ কি আছেন? অনেকে আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল। আমি ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—দেড়শত বৎসর-বয়স্ক একজন বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি পারস্য ভাষায় কি বলিতেছেন, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি হুজুর একটু কষ্ট করিয়া ঐ স্থানে তশ্‌রিফ লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অন্তিম কথাটা অবগত হওয়া যাইতে পারে। এরূপও হইতে পারে যে, তিনি মৃত্যুকালে কিছু অছিয়ত * করিয়া যাইতেছেন।

---

* মৃত্যুকালে কেহ কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গেলে তাহাকে অছিয়ত বলে।

তাহার কথা অনুসারে আমি অবিলম্বে বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, তিনি এই বয়াতটি পড়িতেছিলেন,—

দু'টি নিমেষের তরে, কথা নাহি কহিতে
হায় রে আক্ষেপ! বাণী গেল মোর থামিয়া।
জীবনের মজা দুই দিন নাহি চাখিতে
কাল-সন্ধ্যা ঐ দেখ আসিতেছে নামিয়া।

আমি এই বয়াতটির অর্থ আরবী ভাষায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিলাম। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—লোকটা এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছে, তবুও নিজের জীবন-কাল ক্ষুদ্র মনে করিতেছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন আছেন? এখন কেমন বোধ হইতেছে? তিনি উত্তর করিলেন,—

সামান্য একটি দাঁত দেহ হ'তে তুলিতে
যে যাতনা সহজে তা' নাহি পার ভুলিতে।
প্রিয়-প্রাণ বাহিরিতে হয় কি যে যাতনা
কা'র সাথে দুনিয়ায় পারিবে তা' তুলিতে? *

* না দিদায়ী কে চে ছখ্‌তী হমী রছদ বকছে
কে আজ্‌ দাহানশ্‌ বদর্‌ মি কুনন্দ্‌ দন্দানে?
কেয়াছ্‌ কুন্‌ কে চে হালশ্‌ বুয়াদ্‌ দরাঁ ছা'য়াত্‌
কে আজ্‌ ওজুদে আজিজশ্‌ বদর্‌ রওয়াদ্‌ জানে

আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—মরণের চিন্তা মন হইতে দূর করুন। মনকে শান্ত করুন। ইউনানের * বিখ্যাত বিখ্যাত হাকিমগণ বলিয়াছেন,—কাহারো শরীর যতই সুস্থ এবং সবল থাকুক, তাহাদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে দীর্ঘজীবী হইবে। পক্ষান্তরে ব্যাধি যতই ভীষণ হউক, তাহাদ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, রোগীর নিশ্চয়ই অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিবে। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একজন উপযুক্ত চিকিৎসককে ডাকিতে চাই। তাঁহার ঔষধ খাইলে খোদার ফজলে আপনি সুস্থ হইবেন।

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

অভিজ্ঞ হাকিম কিছু না পারেন করিতে
জরায় জরিত রোগী বসে যদি মরিতে
ভিত্ যার টলে' গেছে গাথুনিটা নড়বড়,
সময়ের ঝঞ্ঝাতে হয়েছে যা' পড় পড়,
তেমন বাড়ীতে করি চুনকাম ফল নাই,
বৃদ্ধের জীবন-আশা মিছা মোহ ছলনাই। †

* ইউনান=গ্রীস।

† দস্ত্ বব্‌হম্ জনদ্ তবীবে জরীফ্
চু খরফ্ বিনদ্ ওফ্তাদা হরিফ্।
খাজা দর্ বন্দে নক্‌শে আয়ওয়ানস্ত্
খানা আজ্ পায়ে বস্তে বিরনস্ত্

(১২৭)

একজন বৃদ্ধের এক তরুণী ভার্য্যা ছিল। তিনি তাহার বাসের জন্য একটি সুসজ্জিত গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহার মনস্তুষ্টির জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিয়া সুন্দর সুন্দর গল্প ও নানা জ্ঞানগর্ব্ব কথা বলিতেন। একদিন বৃদ্ধ কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিলেন যে,—আমার ন্যায় ধীর-প্রকৃতি, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে পাইয়াছ। আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি স্নেহশীল, আমার প্রকৃতির ভিতর তুমি কখনই কঠোরতা লক্ষ্য নাই। তুমি আমাকে কষ্ট দিলেও আমি কখনই তাহার প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিতে পারি না। খোদাতা'লাকে ধন্যবাদ যে, তুমি কোন স্বেচ্ছাচারী রুক্ষ প্রকৃতিবিশিষ্ট অহঙ্কারী যুবকের স্ত্রী হও নাই। তোমার তেমন স্বামী হইলে হয়ত সে তোমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করিত। হয়ত সে নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারদ্বারা তোমার মনে নিরতিশয় বেদনা দান করিত। যুবকেরা দেখিতে সুন্দর এবং শক্তিশালী বটে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারের সীমা নাই।

নাহি খাঁটি প্রেম তাহাদের ধারে
বুল্‌ বুল্‌ সম যাহারা

নিত্য নূতন কুসুমের কানে
গায় নব নব প্রেমগান।
ফুলের মতন চেহারা যাদের
সকল জনের পেয়ারা
তাহাদের ভাল- বাসার উপর
সঁপিওনা তব মনপ্রাণ। (১)

বৃদ্ধ এইভাবে তাঁহার তরুণী ভার্য্যাকে অনেক বুঝাইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল, ইহার ফলে সে হয়ত তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্তা হইবে। কিন্তু দেখা গেল, যুবতীর মনের ভাব ইহাতে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশার সহিত বলিল,—তুমি যে সব কথা বলিলে, আমার জ্ঞানের দাড়িপাল্লায় উহার এক রতিও মূল্য নাই। আমি একদিন কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলাম,— যুবতীর বক্ষে তীর বিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা বৃদ্ধস্বামী অধিক কষ্টকর!

কথায় বলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

যাহা হউক, অবশেষে কিছুতেই তাহাদের বনিবনাও হইল না। বৃদ্ধ বেচারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার ভার্য্যাকে

(১ জওয়ানাঁ। খোর মন্দ্ খুব্ ও রোখ্ছার্
ওফাদারী মদার্ ম্বাজ্ বুল্বুলাঁ। চশ্ম্।
অলিকেন্ দর্ ওফা বা কছ্ না পায়ান্দ্
কে হর্ দম্ বা গুলে দিগর্ ছারায়ান্দ্।

পরিত্যাগ করিতে—অর্থাৎ তালাক দিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন পরে উক্ত যুবতীর সহিত জনৈক যুবকের বিবাহ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত রূঢ়প্রকৃতির এবং যারপরনাই দরিদ্র। যুবতীকে তাহার ব্যবহারে জ্বালাতন হইতে হইত, অনেক সময় উপবাসে তাহার দিন কাটিত। তথাপি তাহাকে প্রায়ই প্রফুল্ল দেখা যাইত। সে সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা এবং দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করিয়া লইত। যে সুন্দর, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার হাতের আঘাতও প্রীতিকর মনে হয়।

মধুর সুন্দর তুমি তাই তব অত্যাচার,
বরণ করিয়া লই হাসি মুখে অনিবার।
নরকেও যদি যাই তব সাথে
সেও মোর কাছে ভাল গো,
অপরের সাথে যাইতে স্বরগে
নাহি মোর কোন অভিলাষ;
সুন্দর তুমি নয়নের মণি
মম হৃদয়ের আলো গো।
তোমার নিশ্বাস বহি' আনে যেন
অপার্থিব গোলা- পের বাস। (১)

(১) বা তু মরা ছুথ্‌তন্‌ আন্দর্‌ আজাব্‌
বেহ্‌ কে শোদন্‌ বাদিগরে দর্‌ বেহেশ্‌ত্‌।
বুয়ে পিয়াজ্‌ আজ্‌ দহনে খুব্‌রুয়ে
ব হাকক্‌ত্‌ কে গুল্‌ আজ দস্তে জেশ্‌ত্‌।

(১২৮)

বকর প্রদেশে একদিন আমি জনৈক বৃদ্ধের অতিথি হইয়াছিলাম। তাহার ধনসম্পদ যথেষ্ট ছিল। তাহার একমাত্র পুত্র। পুত্রটী দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রে বৃদ্ধ কথায় কথায় আমাকে বলিলেন,—আমার বহুদিন পর্য্যন্ত সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই, তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখের সহিত কাল কাটাইতাম। একদিন শুনিতে পাইলাম, এই অঞ্চলের অমুক স্থানে একটি বড় গাছ আছে; সেই গাছতলায় গিয়া কেহ খোদাতা'লার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে খোদা সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদ শ্রবণে আমি একদিন উক্ত বৃক্ষতলায় উপস্থিত হইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোদাতা'লার দরগায় কাঁদাকাটা করিলাম। তাহার পরই খোদা'তালা আমাকে এই পুত্ররত্নটি এনায়েত করেন।

একদিনের কথা শুনুন, শুনিলে আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সেদিন আমি ঘটনাক্রমে শুনিতে পাইলাম,—আমার উক্ত পুত্রটি তাহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত চুপে চুপে বলিতেছে, যে গাছের তলায় গিয়া হাজত প্রাথনা করিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয়, আমি যদি সেই গাছটি কোথায়, তাহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সুন্দর হইত। আমি সেই গাছটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে তাহার নিকটে গিয়া খোদাতা'ল

নিকট প্রার্থনা করিতাম, যাহাতে আমার পিতা শীঘ্রই লোকান্তরিত হ'ন। তাঁহার অত্যাচার আর সহ্য হয় না!

পিতা গৌরব করিয়া ছেলের গুণগরিমার কথা সকলকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু পুত্র পিতাকে সেকেলে নির্ব্বোধ, * অকর্ম্মা বলিয়া প্রচার করে। এইরূপই জগতে অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক বছর কেটে গেছে, ওহে উদাসীন
পিতার কবর পাশে যাও নাই কভুও;
পিতা-রূপে কেন আশা কর তুমি অর্ব্বাচীন,
সন্তান কর্ত্তব্য তা'র সাধিবেক তবুও? †

(১২৯)

যৌবনকালে যখন দেহে যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য ছিল, ক্ষমতার অহঙ্কারে মন পূর্ণ ছিল, তখন একদিন ঘটনাক্রমে খুব দৌড়িতে হইয়াছিল। দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁফাইয়া উঠিয়া শেষে এমন কি চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এক পর্ব্বতের পাদদেশে অবসন্নদেহে শুইয়া রহিলাম। আমার পার্শ্ব দিয়া একজন বৃদ্ধ এক কাফেলার

* অধুনিক ভাষায় old fool

† সাল্‌হা বর্‌ তু বো গোজারদ্‌ কে গোজার্‌
নাকুনী ছুয়ে তোর্‌বতে পেদ্‌রত্‌!
তু বজায়ে পেদর্‌ চে কর্দী খায়ের্‌
তা হমাঁ চশ্‌ম্‌দারী আজ্‌ পেছরত্‌?

পশ্চাতে মন্থর গতিতে যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে তদবস্থায় শায়িত দেখিয়া বলিলেন,—ওহে, এমন সময় এমন জায়গায় কেন শুইয়া আছ? এ-ত শুইবার উপযুক্ত স্থান নহে; আমি মাথা তুলিয়া বলিলাম,—কি করিব বলুন? এত দৌড়িয়াছি যে আর নড়িবার সাধ্য নাই। বৃদ্ধ আমার কথায় গম্ভীরভাবে বলিলেন,—এই জ্ঞানী-বাক্যটি কি তুমি শুন নাই যে, ধীরে ধীরে বিশ্রাম করিতে করিতে যাওয়া বরং ভাল, কিন্তু দৌড়াইয়া পা খোড়া করা, অক্ষম হইয়া পড়া কখনই সঙ্গত নহে। কোন কার্য্যেই ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; ছবরের সহিত কাজ করা উচিত।

ওহে ভাই, লক্ষ্য-স্থলে যাইতে যে চাও,
অধীর হইয়া এত কি হেতু দৌড়াও?
উপদেশ শুন মোর, চল ধীরে ধীরে।
করিও না নষ্ট তব সব শকতিরে।

আববের অশ্ব বটে ধায় বায়ুগতি,
অচিরে সে থেমে যায়, রহেনা শকতি।
উট ক্লান্ত নাহি হয়, চলে সর্ব্বক্ষণ
যদিও না বেগে ধায় অশ্বের মতন। (১)

১) আয় কে মোশ্‌তাকে মনজেলি মশেতাব্‌
পন্দে মন্‌ কার্‌ বন্দ্‌ ও ছবর্‌ আমুজ্‌।
আস্পে তাজী দো তর্ক্‌ রওয়াদ্‌ বশেতাব,
ওশ্‌তর আহস্তা মি রওয়াদ্‌ শব্‌ ও রোজ্‌।

(১৩০)

আমাদের দলে একটি অল্পবয়স্ক প্রফুল্ল যুবক ছিল। সর্ব্বদা তাহার মুখে যেন হাসি লাগিয়া থাকিত। তাহার কথা যেমন মিষ্ট, ব্যবহারও তেমনি চিত্তানন্দদায়ক। লীলাচাপল্যে সে আমাদিগকে সর্ব্বদা মুগ্ধ করিয়া রাখিত। এক সময় ঘটনাক্রমে বহুদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অনেক কাল পরে যখন দেখা হইল, তখন দেখি, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেন একেবারে বদলিয়া গিয়াছে। সেই মধুর হাসি, সেই আনন্দ উল্লাস, সেই ফুল্ল মাধুরী সকলই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন একটা বিমর্ষভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া একান্ত দুঃখিত-ভাবে বলিলাম,—কিহে, তোমার এ কি অবস্থা দেখিতেছি? তোমার সেই স্ফূর্ত্তি, সেই আনন্দ উল্লাস কোথায় গেল? সহসা এমন বিমর্ষ হইয়া পড়িলে কেন? সে আমার কথার সংক্ষেপে উত্তর দিল,—ভাই, এখন আর আগের দিন নাই। বয়স হইয়াছে। বিবাহ করিয়াছি, সন্তানাদি হইয়াছে। সংসারের বিরাট চাপ এখন আমার মাথায়। এখন কি আর আমার আগের মত ছেলেমী করা পোষায়? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের আনন্দ-উল্লাস স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি সবই লয় হইতে থাকে।

হয়েছ প্রবীণ যদি প্রবীণের মত থাক,
বাল্য-চাপলতা তব এ বয়সে সাজেনা ক।

তরুণের হাসি তরুণের খুশী
প্রবীণের কভু সাজে না ভাই,
যে জল বহিয়া গেছে একবার
আসে কি নদীতে ফিরিয়া তা'ই ?
মধুর হাওয়ায় নাচিয়া নাচিয়া
খেলে কি সুন্দর ধানের চারা,
কেমন করিয়া নাচিবে তেমন
পাকা ধান গাছ, ভাব না ভাই ? (১)

মধুর-যৌবন হাত হ'তে গেছে চলিয়া !
সে শকতি সেই ক্ষমতা-গৌরব নাই আর।
চলিছে যৌবন নিরবধি মোরে ছলিয়া
আশা ভরসার নাই ভবে কোন ঠাঁই আর।
শ্বেত কেশ কারো কালো হ'তে পারে কলপে
কুঁজো দেহখানি সোজা হবে কিসে ভাই আর ? (২)

(১) তর্‌বে নওজওয়াঁ। যে পীর্ মজোয়ে।
কে দিগার্ না আয়াদ্ আবে রফ্‌তা বজোয়ে।
জরাহা রা চু রছিদ্ অক্তে দেরাও
না খারামদ্ চুনাঁ। কে ছব্‌জায়ে নও।
(২) পীর্ জনে মোয়ে ছিয়াহ্ কর্দ্দা বুদ্
গোফ্‌তামশ্ আয়্ মামকে দিরিনা রোজ্,
মোয়ে ব তব্‌লিছ্ ছিয়াহ্ কর্দ্দা গীর্
রাস্ত্ না খাহদ্ শোদন্ ইঁ পোশ্‌তে কোজ্।

(১৩১)

যৌবনমদে মত্ত হইয়া মূর্খতা বশতঃ একদিন আমার মাতাকে উচ্চকণ্ঠে রূঢ়ভাষা বলিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি দুঃখিত হৃদয়ে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিয়াছিলেন,—শৈশবের কথা বোধহয় তুমি ভুলিয়া গিয়াছ; তাই আমার সহিত এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হও নাই।

কি সুন্দর বাণী কহিলা সে নারী
দেখি' আপনার পুত্রে
শার্দ্দুল সম বীর নিরুপম,
—হয়ে অতিশয় ক্ষুণ্ণ,

আজি বাছা, যদি স্মরণে তোমার
পড়িত রে কোন সূত্রে
এক দিন তুমি ছিলে এই কোলে
ও দেহ শকতি শূন্য,

যদিও রে আজি বলহীনা আমি
তুমি মহাবীর বিশ্বে,
তবুও কি তুমি তা' হলে এ ভাবে
করিতে এ হৃদি চূর্ণ।

(১৩৯)

একজন ধনী বড়ই কৃপণ ছিল। একসময় তাহার পুত্র ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় তাহার জনৈক হিতৈষী বন্ধু পরামর্শ দিলেন, পুত্রের আরোগ্য-কামনায় এক খতম কোরআন শরিফ পড়াইয়া দিন, অথবা একটা কোরবানী দানের ব্যবস্থা করুন। ধনী লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—কোরআন খতম করিবার ব্যবস্থাই করা যাউক। একজন সহৃদয় ব্যক্তি এই কথা অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন,—কৃপণ লোকটি কোরবানীর পরিবর্ত্তে কোরআন খতম এইজন্য পছন্দ করিয়াছিলেন যে, রসনা সঞ্চালন করিলেই কোরআন পড়া হইতে পারে; কিন্তু টাকা খরচ করিতে যে উহার মরমের মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগে।

এ'বাদত খুব পারে করিবারে,
নাই তা'তে কোন লোকসান্,
খরচ করিতে একটি পয়সা
কিন্তু রে ফাটিয়া যায় প্রাণ। (১)

(১) দেরেগা গর্দ্দিনে তায়া'ত্ নেহাদন্,
গরশ্ হাম্‌রাহ্ বুদে দস্ত্ দাদন্।
ব দিনারে চু খর্ দর্ গেল্ বেমানন্দ,
অর্ আল্‌হাম্‌দে বেখাহী ছদ্ বেখানন্দ!

(১৩৩)

একজন বিপত্নীক বৃদ্ধকে তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন,—আবার বিবাহ করুন। আপনার এখনও বয়স আছে। বিবাহে আপনার এত অনিচ্ছা কেন? বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। পক্ষান্তরে কোন যুবতী আমার ন্যায় বৃদ্ধকে পছন্দ করিবে না ইহা নিশ্চিত। সুতরাং আমার পুনরায় বিবাহ করা কিছুতেই সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না।

বিবাহ করহ বুঝি' আপন শকতি,
কেবল টাকায় খুশী হবেনা যুবতী।



গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



৭ম অধ্যায়

শিক্ষার প্রভাব

(১৩৪)

একজন উজিরের পুত্র একান্ত নির্বোধ ও স্মরণশক্তিহীন ছিল। উজির জনৈক বিখ্যাত জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তির নিকট তাহাকে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। ভদ্রলোক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উজির-পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ক কিছুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া তিনি একদিন উজিরকে বলিলেন,—আপনার সাহেবজাদাকে ত জ্ঞানী করা আমার সাধ্যে কুলাইলই না; বরং সে এতদিন আমাকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

যদি কোন লৌহ মূলেই খারাপ থাকে, তবে উকা দ্বারা ঘসিয়া বা অন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাকে ভাল অস্ত্র গড়িবার উপযোগী কখনই করা সম্ভবপর নহে।

আসলে যে নহে ভাল তার হৃদি মাঝারে
সুশিক্ষার সুধাফল ক্ষণতরে রয় না;
সপ্ত সাগরের জলে নাওয়াইলে কুকুরে
নাপাকী তাহার তা'তে বিদূরিত হয় না।
ঈ'সার (আঃ) গর্দ্দভে কেহ মক্কায় আনিলে
গাধা তারে গাধা বই কেহ হাজী কয় না। (১)

(১৩৫)

এক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে অনেক সময় এইরূপ উপদেশ দিতেন, "বাবা, বিদ্যা শিক্ষা কর; সংসারের ধন-সম্পদের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না। অর্থ-সম্পদ সর্ব্বদাই বিপদ-আপদ ডাকিয়া আনে। কখন দস্যু তস্কর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, আবার অপব্যয়ে তাহা অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি পথের ফকির হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই দেখা যায়।

---

(১) হিচ্ ছায়কল্ নেকো নাদানদ্ কর্দ্দ্
আহনে রা কে বদ্ গহর্ বাশদ্।
চু বুয়াদ্ আছ্লে জওহারে কাবেল্,
তর্বিয়াত্ রা দরো আছর্ বাশদ্!
ছগ্ বদরিয়ায় হফ্ত্ গানা বেশোবি,
চু কে তর্ শওয়াদ্ পলিদতর্ বাশদ্!
খরে ঈ'ছা গারশ্ বমক্কা বরন্দ্
চু বেয়ায়াদ্ হনুজ্ খর্ বাশদ্!

কিন্তু বিদ্যা অর্থ-সম্পদের চিরস্থায়ী প্রস্রবণ। * যে অর্থকরী-বিদ্যা শিখিয়াছে, তাহার কিছুরই অভাব হইতে পারে না। দৈববশে সে ধনসম্পদ-হারা হইলেও তাহার কোন চিন্তা নাই। কারণ, বিদ্যা এমন এক অতুলনীয় সম্পদ, যাহা আত্মার সহিত চিরদিন জড়িত থাকে; কখনই তাহা ক্ষয় হইতে পারে না, নষ্ট হইতে পারে না। বিদ্বান ব্যক্তি যেখানেই গমন করেন, সকলেই তাঁহাকে সমাদর করে, সম্মান করে। অকর্ম্মণ্য লোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, নানা অসুবিধা সে সহ্য করে। সুখ-সম্পদের পর দারিদ্র্যের কষ্ট বড়ই অসহ্য।

বাধিল ভীষণ রণ একবার সিরিয়ায়,
আলোড়িত হ'ল দেশ, যেন ঘোর ঝটিকায়।
কোথায় কে গেল, কিছু রহিল না ঠিক তার,
ধনী দীন সকলেই হ'য়ে গেল একাকার।
জ্ঞানী বুদ্ধিমান কত গ্রাম্য কৃষকের ছেলে,
লভিলেক উচ্চপদ বড়লোকে অবহেলে।
উজিরের ছেলে কত ফকির হইল হায়!
জ্ঞানী বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরাই নেতৃত্ব পায়।

* ফার্সী "হুনার" শব্দকে এ স্থলে "বিদ্যা" রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। শব্দটীর প্রকৃতি অর্থ অর্থকরী বিদ্যা। ধর্ম্মবিদ্যাকে এ'লেম্ বলা হয়।

(১৩৬)

একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি এক বাদ্‌শার পুত্রকে শিক্ষা-দান করিতেন। তাঁহার নিকট আরো অনেক বালক অধ্যয়ন করিত। তিনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা বাদ্‌শাজাদাটিকে অধিক শাসন করিতেন। অনেক সময় তাহাকে প্রহার করিতেও ত্রুটী করিতেন না। একদিন বিশেষরূপে প্রহৃত হইয়া বালকটি তাহার পিতার নিকট ওস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল এবং তাহার আহত অঙ্গ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া আঘাতের গুরুত্ব দেখাইল। বাদ্‌শা পুত্রের অঙ্গে এইরূপ প্রহার-চিহ্ন দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন এবং ওস্তাদকে ডাকিয়া আনিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর প্রহারের জন্য কৈফিয়ত তলব করিলেন। ওস্তাদ বলিলেন,— সাধারণ মানবের শিক্ষা অপেক্ষা রাজপুত্রগণের শিক্ষা অধিকতর নির্দ্দোষ ও উন্নত হওয়া আবশ্যক ; কারণ, ইঁহারা ভবিষ্যতে যাহা বলিবেন, বা যাহা করিবেন, তাহা সমস্ত জনসমাজের লক্ষীভূত বিষয় হইবে, সকলে ইঁহাদের কার্য্য অনুসরণ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। আদর্শ চরিত্রের জন্য আদর্শ শাসনও অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

শত দোষ যদি থাকে ফকিরের তবুও
একটীও তা'র অপরের চোখে পড়ে না ;

এক দোষ যদি করেন সম্রাট কভুও
দেশে দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়ে,
কেহ তাঁ'রে ক্ষমা করে না। (১)

অতএব বাদ্‌শাজাদাগণের চরিত্রগঠনের দিকে সমধিক মনোনিবেশ করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। শৈশবে শাসন না হইলে ভবিষ্যতে চরিত্রগঠন আর সম্ভবপর হয় না।

শৈশবে আদব নাহি শিখাইলে যাহারে,
বয়সে আদব তার কভু আর হবে না।
কর্দ্দম যেমন চাহ গড়িবেক তাহারে,
পোড়া হাঁড়ি- পরে চাপ কখনই স'বে না। *

শৈশবে যে ছেলে, গুরুর শাসন নাহি সয়,
সারাটি জীবন, তা'র নির্য্যাতন স'তে হয়। †

(১) আগার্ ছদ্ আ'য়েব্ দারাদ্ মর্দ্দে দর্‌বেশ্
রফিকানশ্ একে আজ্ ছদ্ না দানান্দ্!
অগর্ এক্ না পছন্দ্ আয়াদ্ জে ছুলতা
জে একলিমে বা একলিমে রেছানান্দ্।

* হর্‌কে দর্ খর্দ্দিয়শ্ আদব্ না কুনী,
দর্ বোজর্গী ফলাহ্ আজো বর্‌খাস্ত্।
চুবে তর্‌রা চুনাঁকে খাহী পিচ্
নাশওয়াদ্ খোশ্‌ক্ জুজ্ ব আতেশ্ রাস্ত্।

† হর্ আঁ তেফ্‌ল্ কো জওরে আমুজ্‌গার্
না বিনদ্ জফা বিনদ্ আজ্ রোজ্‌গার্।

ওস্তাদ্‌জীর সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরে বাদ্‌শা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদ-গৌরবও অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

(১৩৭)

মরক্কো দেশে আমি একজন শিক্ষককে দেখিয়াছিলাম, তাহার নয়ন সর্ব্বদাই ভ্রূকুটীপূর্ণ, মুখে সর্ব্বদাই রূঢ় বচন লাগিয়া রহিয়াছে। লোকদিগকে কষ্ট দিতে পারিলেই যেন সে সুখী হয়। তাহার স্বভাবটিও অত্যন্ত বদ। নানা পাপ-কার্য্যে সে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। তাহাকে দেখিলেই যেন মনের সুখশান্তি কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়। এমন কি, সে কোরান শরিফ পড়িতে থাকিলেও তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে মানবের অন্তর কালিমাময় হইয়া পড়ে! স্বভাব-সুন্দর সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ তাহার কঠোর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বিন্দুমাত্র হাস্য করা, বা সামান্য কোন কথা বলাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কারণ, এরূপ কোন অপরাধের জন্যও তাহাদের কুসুম-কোমল সুষমামণ্ডিত কপোলে তাহার কঠোর হস্তের চপেটাঘাত পড়িত, বা অন্যবিধ কঠিন শাস্তিতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিত!

যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব চরিত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার অসদাচারে বিরক্ত হইয়া

স্থানীয় লোকগণ প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল, এবং তাহার স্থলে একজন অতি সৎস্বভাববিশিষ্ট কোমল-প্রকৃতির লোককে নিযুক্ত করা হইল। এই লোকটীর স্বভাব পূর্ব্বোক্ত শিক্ষকের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তিনি কথা বলিতেন না। কখনও এমন কোন কথা বলিতেন না, যাহাতে কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে। তাঁহার মত "ভালমানুষ"-শিক্ষক পাইয়া ছাত্রগণ বড়ই আনন্দিত হইল। তাহাদের মন হইতে ওস্তাদের ভয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গেল। শিক্ষককে ফেরেশ্‌তার মত দেখিয়া তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটী দৈত্যে পরিণত হইল। তাহাদের ঔদ্ধত্য, বেয়াদবী, ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা ক্রমশঃ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। লেখাপড়া সব চুলায় গেল, আদব সভ্যতা সমস্তই তিরোহিত হইল। অধিকাংশ সময়েই তাহারা খেলা ধূলায়, এবং আড্ডা দিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইতে লাগিল। কখনও কখনও তাহারা মারামারি করিয়া লিখিবার শ্লেট একে অন্যের মস্তকে চূর্ণ করিত, কেতাবের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া এ উহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিত।

শিক্ষকের ভয় যদি বালকের নাহি রয়,
বাজারে যাইয়া করে যাহা করিবার নয়। *

---

* ওস্তাদে মোয়াল্লেম্ চু বুয়াদ্ বে আজার্,
খর্‌সক্ বাজন্দ্ কোদকাঁ দর্ বাজার্।

দুই সপ্তাহ পরে আমি উক্ত মস্‌জিদে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই ভালমানুষ-ওস্তাদটি অপসারিত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে পূর্ব্বের দুর্দ্ধর্ষ ওস্তাদ আসিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া "লা হাওলা" * পড়িয়া বলিলাম,—আবার ইব্‌লিস্‌কে ফেরেশ্‌তাগণের ওস্তাদ কেন বানান হইয়াছে? একজন জ্ঞানী অভিজ্ঞ বৃদ্ধ নিকটেই ছিলেন; তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,—

বাদ্‌শা সন্তানে নিজ দিয়াছিলা পড়িতে,
সোনার পানিতে লেখা ছেলেটে আছিল তাঁর,—
জনক বাসেন ভাল, কিন্তু তার চাইতে
গুরুর শাসন ভাল অবশ্য সহস্র বার। †

* "লাহাওলা" বলিতে কোরান শরিফের বিশিষ্ট আয়াত "লাহাওলা অলা কুয়াতা ইল্লা বেল্লাহেল্‌ আ'লিয়্যুস্‌ আ'জিম্‌" বুঝাইয়া থাকে। ইহা পড়িলে শয়তান দূরে যায় বলিয়া মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। উপস্থিত-ক্ষেত্রে এই শব্দটি ঘৃণাসূচক অব্যয়ভাবে ব্যহৃত হইয়াছে।

† পাদ্‌শাহে পেছর্‌ বমোকতব্‌ দাদ্‌,
লওহে সিমিনশ্‌ বর্‌ কেনার্‌ নেহাদ্‌,
বর্‌ ছরে লওহে উ নবেশ্‌তা ব জর্‌
জওরে ওস্তাদ্‌ বেহ্‌ জে মেহ্‌রে পেদর্‌!

এই গল্পটিতে শিক্ষাদান-পদ্ধতির বড় এক সমস্যার বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের ব্যবহার কিরূপ হইবে, এ সম্বন্ধে দুইটী প্রবল মত আছে। পুরাতন মতটী এই যে, যে শিক্ষকের শাসন যত কঠোর তিনি তত উপযুক্ত। Spare the rod and spoil the child অর্থাৎ বেত ব্যবহার ত্যাগ করিলেই ছাত্রগণের মাথা খাওয়া হইবে, এই প্রবাদটি উক্ত মতের পরিপোষক। পক্ষান্তরে, এ সম্বন্ধে

(১৩৮)

এক পরহেজ্‌গার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঘটনাক্রমে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিল। তাহার চরিত্র তেমন ভাল ছিল না; সুতরাং নানারূপ বিলাস ব্যসনে সে গা ঢালিয়া দিল। সুরাপান, ব্যভিচার ইত্যাদি কোনরূপ পাপ-কার্য্য করিতে সে পশ্চাৎপদ হইত না। দিবারাত্র পাপ-সহচরগণকে লইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিত; এমন কোনই

আধুনিক মত এই যে, ছাত্রগণের সহিত শিক্ষকের ব্যবহার যতদূর সম্ভব ভদ্র, কোমল, সরল ও স্নেহপূর্ণ হইবে? অর্থাৎ স্নেহের শাসন দ্বারাই তাহাদিগকে সুপথে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এমন কি, পড়াশুনাও ক্রীড়াচ্ছলে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুগণের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, ইত্যাদি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কিণ্ডার গার্টেন, বয়েজ-স্কাউট ইত্যাদি প্রথা, সমস্তই প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছে। ইহাতে শিশুগণের মানসিক প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে সুপথে পরিচালিত হইবার সুযোগ পায়। শাসনের চাপে ছাত্রগণের মনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখা আধুনিক শিক্ষাদান-নীতি অনুসারে কখনই সঙ্গত নহে। অনেকের মত শারীরিক শাস্তিদান-প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন, এইরূপ শাস্তিদান Drastic measure of the idle teachers বা অলস শিক্ষকগণের অতি কঠোরতা! পাঠ নানা উপায়ে ছাত্রগণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে হইবে; তাহা হইলে তাহারা অন্যদিকে মন দিতে চাহিবে না। দক্ষ শিক্ষক অধ্যাপনার নিপুণতার প্রভাবে ছাত্রগণের মনে পাঠের প্রতি আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারেন, পাঠের মধ্যে তাহাদের অন্তঃকরণ নিমগ্ন রাখিতে পারেন। ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী না হইলে সেজন্য শিক্ষকই সমধিক পরিমাণে দায়ী। শিক্ষক

নেশা ছিল না, যাহা তাহারা করিত না। এইভাবে সে দিনরাত দুই হাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একদিন আমি তাহাকে উপদেশচ্ছলে বলিলাম,—বাবা, একটু বুঝিয়া-সুজিয়া খরচ কর। যাহার অপর্য্যাপ্ত নিয়মিত আয় আছে, কেবল সেই নিয়মিতভাবে অধিক খরচ করিতে পারে। তেমন আয় না থাকিলে সঞ্চিত অর্থ অল্পদিনেই ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা; তাহা হইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবার কথা।

উপদেশ ও নিজের চরিত্রের আদর্শ দ্বারা ছাত্রগণকে চরিত্রবান করিয়া তুলিবেন, শুধু বেত্রদণ্ডের প্রভাবে নহে। যখন-তখন শারীরিক ও অপমান-জনক শাস্তি দিলে ছাত্রগণের শৈশব হইতেই আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, মন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমশূন্য হইয়া পড়ে। তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

আশা করি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এই শেষোক্ত মতটাই অধিকতর সমীচিন। তবে শারীরিক শাস্তি একেবারে রহিত হওয়াও সঙ্গত নহে। বিশেষজ্ঞগণের মতে ছাত্রদিগের একমাত্র ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার জন্যই শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে; অন্য কোন ক্ষেত্রে নহে। তবে এ কথাও ঠিক যে, শিক্ষককে প্রয়োজনমত গম্ভীর অথচ অমায়িক হইতে হইবে; ছাত্রগণ যাহাতে তাঁহার ইঙ্গিতে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হয়, যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকে, এক কথায় discipline বা নিয়মানুবর্ত্তিতা যাহাতে ছাত্রগণ ঠিকভাবে মানিয়া চলে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

শেখ সা'দী এই গল্পে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট যে দুইজন শিক্ষকের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইঁহাদের কেহই আদর্শ, এমন কি শিক্ষকপদবাচ্য নহেন। সম্ভবতঃ মরক্কো দেশে তখন অন্য উপযুক্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব হওয়াতেই পূর্ব্বের শয়তানপ্রকৃতির শিক্ষককে

আয় উপার্জ্জন নাহি থাকে যদি, বুঝিয়া খরচ করিবে ;
কি সুন্দর গান গেয়েছিল মাঝি একদিন !—
পাহাড়ের পরে বারি বরিষণ নাহি হয় যদি দেখিবে,
বছরের মাঝে দেজ্‌লার জল হবে লীন। *

জ্ঞানীর মত সংযমের সহিত দিন অতিবাহিত কর। এ সব অসার আমোদ প্রমোদ ত্যাগ কর। কারণ, এইরূপ করিতে করিতে যখন ধনভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে, তখন, খোদা না করুন, অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইবে, দশজনের সম্মুখে বিশেষ-ভাবে লজ্জিত হইবে।

লোকটি তখন আমোদ প্রমোদে বিভোর ; আমার কথা কানে তুলিল না। বরং আমার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্ত্তমান সুখশান্তি নষ্ট করা জ্ঞানী লোকের কার্য্য নহে।

আবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শেখ সা'দী তাহাকে দেখিয়াই "লা হাওলা" পড়িয়াছেন। এমন ব্যক্তি একদিনের জন্যও শিক্ষকের পবিত্র আসনে বসিবার যোগ্য নহে।

* চূ দখ্‌লত্‌ নিস্ত্‌ খরজ্‌ আহ্‌স্তাতর্‌ কুন্‌
কে মি গোয়ান্দ্‌ মালাহানে ছরুদে !
ব কোহ্‌স্তাঁ অগার্‌ বারাঁ নাবারাদ্‌
বছালে দেজ্‌লা গর্দ্দদ্‌ খোশ্‌ক্‌ রুদে !
দেজ্‌লা—ইউফ্রেটিজ নদী

ভাগ্যবান যাঁরা স্বভাব যাঁদের মুক্ত
কষ্টের ভয়ে সহেন কি তাঁরা কষ্ট ?
কর্‌হ ফূর্ত্তি, নহে ইহা উপ- যুক্ত
কা'ল তরে করা, আজিকার সুখ নষ্ট। *

চারিদিকে আমার সুনাম সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ভিতর আমি এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার বদান্যতা, দানশীলতা ও মহত্বের কথা এখন সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছে! এরূপ অবস্থায় আমি আমার হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারি না ; তাহাতে ইজ্জত সম্মান থাকিবে না।

ছখী ব'লে নাম যাঁর হয়েছে প্রচার
খরচ কমান নহে সমুচিত তাঁর।

দেখিলাম, আমার উপদেশে তাহার কোন উপকার হইল না। সে আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। আমার এত আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ তাহার লোহার মত দৃঢ় হৃদয়ের উপর

* খোদাঅন্দানে কাম্ ও নেক্ বখ্‌তী
চেরা ছখ্‌তী বরন্দ্ আজ্ বীমে ছখ্‌তী ?
বেরও শাদী কুন্ আয় ইয়ারে দিল্ আফ্রোজ্
গমে ফর্‌দা না শায়াদ্ খোর্দ্দন্ এম্‌রোজ্ !

যাঁহারা মুক্ত, অর্থাৎ সংসার-বন্ধনশূন্য আজাদ-পুরুষ, তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই বয়াতটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা কখনই সংসারী ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতা ও অপব্যয়ের সমর্থক নহে।

কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। তখন আমি উপদেশ দান হইতে ক্ষান্ত হইয়া জ্ঞানিগণের নির্দ্দোশিত পন্থা অবলম্বন করিলাম। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

উপদেশ নীতি-কথা বলি' লাভ নাই,
যতন করিয়া নাহি করিলে শ্রবণ।
দু'দিন যাইতে দাও, দেখিবে সবাই,
শৃঙ্খল-আবদ্ধ তার যুগল চরণ!
তখন আক্ষেপ করি' কহিবে সদাই,
কেন না শুনিনু হায় জ্ঞানীর বচন। *

কিছুদিন চলিয়া গেল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিল। দেখিলাম, সেই লোকটি দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতেছে; শতছিন্ন জীর্ণ বাস পরিধান করিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। তাহাকে এইরূপ দুর্দ্দশায় নিপতিত দেখিয়া আমার হৃদয় খেদে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। ভিক্ষুককে তিরস্কার করিয়া তাহার কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া আর মানবোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিলাম না। নিজের মনেই বলিতে লাগিলাম,—

গার্ চে দানী কে না শন্‌ওয়াদ্ মগোয়ে
হর্ চে দানী তু আজ্ নছিহত্ ও পন্দ্ !
দস্ত্ বর্ দস্ত্ মি জনদ্ কে দেরেগ্
না শনিদম্ হাদিছে দানেশমন্দ।

যে অকৃতজ্ঞ যা'রা, সম্পদ কালে ভাবে না,
এইভাবে তার চিরদিন কভু যা'বে না।
দু'হাতে বিভব উড়াইয়া দেয় যেই জন
অচিরে সে জন দেখিবে ভীষণ অনাটন। *

(১৩৯)

এক বাদ্‌শা তাঁহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য কোন দক্ষ ওস্তাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাদ্‌শা ওস্তাদ্‌কে বলিয়াছিলেন,—ইহাকে এমনভাবে দেখিবেন, যেন এ আপনারই পুত্র। এক বৎসর চলিয়া গেল, আশানুরূপ কোনই ফল হইল না। বালকটি কোন বিদ্যাই বিশেষ কিছু শিখিতে পারিল না। ইহাতে বাদ্‌শা বিরক্ত হইয়া একদিন উক্ত জ্ঞানী অধ্যাপককে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—আপনার নিকট যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আপনি তাহার কিছুই করেন নাই। আপনি নিজের ওয়াদার খেলাফ্ করিয়া অত্যন্ত নেমকহারামীর পরিচয় দিয়াছেন।

ওস্তাদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দুনিয়ার মালিক বাদ্‌শা নামদারের মহান জ্ঞানের নিকট একথা নিশ্চয়ই গোপন নাই

হরিফে সেফ্‌লা দর্ পায়ানে মস্তী
নয়ান্দেশদ্ জে রোজে তঙ্গ্ দস্তী।
দরখ্‌ত্ আন্দর্ বহারাঁ বর্ ফশানদ্
জমস্তাঁ লাজ্‌রম্ বেবর্গ্ মানদ্!

যে, শিক্ষা একই প্রকার প্রদত্ত হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অন্তর একরূপ নয়। একই ওস্তাদ বহুসংখ্যক ছাত্রকে একই সময় একই বিষয় শিক্ষা দিলেও সকল ছাত্র ঐ শিক্ষা দ্বারা সমান ভাবে উপকৃত হয় না।

হীরক রতন- আকর যদিও
থাকে পাথরের ভিতরে,
সকল পাথর- ভিতরে কভু না
হীরক রতন জনমে।

আকাশ হইতে একি বারিধারা
ঝরে সব তরু- উপরে,
সকল গাছে না ধরে একি ফল
প্রকৃতির স্থির- নিয়মে।

(১৪০)

একজন মুরব্বী পীর ব্যক্তি নিজ মুরিদকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—লোকে যেরূপ আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত জীবিকার অন্বেষণ করে, জীবিকাদাতা খোদাকে যদি সেইভাবে অন্বেষণ করিত, তাহা হইলে তাহার গৌরব ফেরেশ্‌তাগণকে অতিক্রম করিয়া যাইত।

আছিলে যখন অসহায় তুমি জঠোরে,
তখনো তোমায় ভুলেন নি' সেই দয়াময়।

দিয়াছেন প্রাণ, দিয়াছেন জ্ঞান আদরে,
যতনে বাঁচায়ে রেখেছেন তোমা সে সময়।
ঐ দেহ তোমা দেছেন সুন্দর কত রে।
কতই সুন্দর ভাবময় তব ও হৃদয়।
কি হেতু নির্ব্বোধ, ভাবিতেছ তুমি অত রে,
এখন তোমায় ভুলিবেন তিনি; তা' কি হয়? (১)

(১২১)

একজন আরব স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিল,—তোমার মধ্যে কি কি গুণ আছে পরকালে সেই সন্ধানই লওয়া হইবে; তোমার পিতা পিতামহ কে, কেহই সে সন্ধান লইবে না। গুণ অনুসারেই সর্ব্বস্থানে লোকের আদর ও কদর হইয়া থাকে।

কা'বার গেলাফে লোকে চুমা দেয় আদরে,
গুটি পোটা হ'তে তার জনম, সে হেতু নয়;

(১) ফরামুশত্ না কর্দ্দ্ ইজাদ্ দরাঁ হাল্
কে বুদি নোত্ফায়ে মদফুন্ ও মদ্হোশ্।
রওয়ানত্ দাদ্ ও তোবে' ও আকল্ আদরাক্,
জামাল্ ও নোৎক্ ও রায় ও ফেক্রৎ ও হোশ্
দহ্ আঙ্গশ্তত্ মর্ত্তব্ কর্দ্দ্ বর্ কফ্
দো বাজুয়াত্ মরকব্ ছাখ্ত্ বর্ দোশ্।
কনুঁ পিন্দারি আয় নাচিজ্ হেম্মত্।
কে খাহদ্ কর্দ্দনত্ রুজী ফরামোশ্।

আছে বহুদিন কা'বা শরিফের ভিতরে,
তাই না জগতে তার সমাদর এত হয়!
সঙ্গীর প্রভাব অতি সকলেরি উপরে
হইবে মহৎ সে, যে মহতের সাথে রয়। (১)

(১৪২)

প্রাণী-বিজ্ঞানসংক্রান্ত কেতাবে লিখিত আছে,—বিচ্ছু বা বিছা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করে না। ইহারা মাতৃগর্ভে পূর্ণপরিপুষ্ট হইয়া মাতার উদর বিদীর্ণ করতঃ বহির্গত হয় এবং বনে জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। হতভাগিনী বিচ্ছু-জননী তখনই মরিয়া যায়। আমরা সময় সময় যে বিচ্ছুর খোশা দেখিতে পাই, উহা ঐরূপ মৃত জননীরই দেহাবশেষ। আমি একদিন একজন বোজর্গ্ লোকের নিকট এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম; কথায় কথায় তিনি বলিলেন,—আমার মনে হয়, প্রকৃতির এই ব্যবস্থাটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কারণ, উহারা শৈশবে নিজজননীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, বড় হইয়া নিজসন্তানগণের নিকট হইতেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার পায়। তাহারা যেরূপ

(১) জামায়ে কা'বারা কে মি বুছন্দ্
উ না আজ্ কেম্' পিলা নামি শোদ্।
বা আজিজে নেশাস্ত্ রোজে চন্দ্
লাজেরম্ হামচু উ গেরামী শোদ!

তাহাদের মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের সন্তানগণও তাহাদের উদর বিদীর্ণ করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবে। ইহাদের এইরূপ ব্যবহারের জন্যই জনসাধারণে ইহাদিগকে এত ভালবাসে!—অর্থাৎ দৈবাৎ ইহাদের একটিকে দেখিলে তখনই তাহাকে হত্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে।

মরণের কালে কয়েছিলা এক
পিতা তাঁর প্রিয় সন্তানে,
এই উপদেশ ভুলিও না বাবা,
স্মরণ সতত রাখিও,—

আপনার জনে ভাল নাহি বাসে
যে জন দুনিয়া জাহানে,
জ্ঞানিগণ তারে ভাল নাহি বাসে;
তা'র থেকে দূরে থাকিও। *

একজন নাকি একটি বিচ্ছুকে বলিয়াছিল,—ওহে, তুমি শীতকালে গৃহের বাহিরে আস না কেন? সে উত্তর দিল,—গরম কালেই আমার যেরূপ আদর, তাহাতে শীতকালে আর

* পেছরে রা পেদর্ অছিয়ত্ কর্দ্
কার জওয়াঁমর্দ্ ইয়াদ্‌গীর্ ইঁ পন্দ্,
হর্‌কে বা আহ্‌লে খোদ্ ওফা নাকুনদ্
না শওয়াদ্ দোস্ত্ রুয়ে উ দানেশ্‌মন্দ্।

কি বাহিরে আসিব! স্বভাব মন্দ হইলে তাহাকে কোন সময়েই কেহ চায় না।

(১৪৩)

এক দরিদ্র দরবেশের কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই খোদাতা'লার নিকট সন্তান কামনা করিতেন। একবার মানত করিলেন, খোদাতা'লা আমাকে যদি একটি পুত্র-সন্তান দান করেন, তাহা হইলে এই পরিহিত খেরকা ব্যতীত আমার আর যাহা কিছু আছে, সমস্তই দরিদ্রগণকে বিলাইয়া দিব। খোদাতা'লার অনুগ্রহে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। দরবেশ তাঁহার মানত অনুসারে ফকিরদিগকে যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিলেন, তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে আমি সিরিয়া * ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলাম। আমার উক্ত দরবেশ-বন্ধুটি যে পল্লীতে অবস্থিতি করিতেন, তথায় গিয়া তাঁহার সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তিনি কারাগারে আবদ্ধ আছেন। এই সংবাদে আমি যার-পর নাই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম,—সে কি! তাঁহার ন্যায় সংব্যক্তি এমন কি করিয়াছেন, যে জন্য তাঁহার জেল হইয়াছে? সকলে বলিল,—তাঁহার পুত্র মদ খাইয়া মারামারি করিয়াছে, একজনকে খুন করিয়া এখন কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। তাহাকে ধরিতে না পারিয়া

* সিরিয়া—শামদেশ

সরকার তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পিতাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ও নানারূপে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেছেন; উদ্দেশ্য, এই সংবাদ শুনিলে আসামী হয় ত ধরা দিবে। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—দরবেশ এই বিপদ খোদা তা'লার নিকট যথাসর্ব্বস্ব মানত করিয়া তবে লাভ করিয়াছেন!

প্রসবের কালে প্রসব করেন জননী
সাপ যদি, তাহা ভাল শতগুণ তবুও,
কু পুত্র হইতে, সন্দেহ নাই কখনি,
মতভেদ তা'তে হ'বে না জ্ঞানীর কভুও। *

(১৪৪)

সাধারণতঃ পনর বৎসরেই বালকেরা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে বিবেকের অনুগত রাখিতে না পারে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে খোদাতা'লায় আত্মসমর্পণ করিয়া চলিতে সমর্থ না হয়, চল্লিশ বৎসর বয়স হইলেও তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তাঁহাকে সাবালগ বলিয়া মনে করেন না।

---

* জানানে বার্‌দার্ আয় মর্দ্দে হুশিয়ার্,
আগার্ ওক্তে বেলাদত্ মার্ জায়ন্দ্,
আজাঁ বেহ্‌তর্ বনজ্‌দিকে খেরদ্‌মন্দ্,
কে ফর্‌জন্দানে না হাম্‌ওয়ার জায়ন্দ্।

মানব-জনম সামান্য হইতে,
কিন্তু তার কত মহিমা।
সমগ্র সংসার চরণে তাহার নত হয়,
প্রবীণ যে জন মূর্খ বেয়াদব
নাহি যার গুণ- গরিমা
মানব তাহারে বলা কভু সমু- চিত নয়। (১)

মানুষের যদি দয়া ক্ষমা কিছু না রহে,
কি বিভেদ তার দেয়ালের ঐ ছবিতে?
উপার্জ্জন শুধু মানবের গুণ ত নহে:
করহ যতন মানব-হৃদয় লভিতে। (২)

(১২৫)

একবার হাজীদের কাফেলার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছিল। এই কাফেলার সকলেই পায়-হাঁটিয়া আসিতে-

(১) বছুরত্ আদমী শোদ্ কাত্‌রায়ে আব্
কে চেল্ রোজশ্ করার্ আন্দর্ রেহম্ মান্দ্
অগার্ চেল্ ছালারা আকল্ ও আদব্ নিস্ত্!
ব তহ্‌কিকশ্ না শায়াদ্ আদমী খান্দ্।
(২) চু ইঁনছাঁরা না বাশাদ্ ফজ্‌ল্ ও এহছাঁ
চে ফর্ক্ আজ্ আদমী তা নকশে দেওয়ার্
বদস্ত্ আওয়ার্ দানে দুনিয়া হুনার্ নিস্ত্
ইয়াকে রা গার্ তওয়ানী দিল্ বদস্ত্ আর্!

ছিল। এ দোয়াপ্রার্থী দীনও তাহাদের সঙ্গে ছিল। ঝগড়া ক্রমশঃ এমনই তুমুল হইয়া উঠিল যে, পরস্পরকে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা সকলেই ক্রোধান্ধ হইয়া যেন মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বসিল! এই সময় একজন ভদ্র-লোক ঐ স্থানের নিকট দিয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি হাজীদের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীকে কৌতুক করিয়া বলিলেন,—শতরঞ্জ্ খেলায় দেখিয়াছি, হস্তী-দন্ত নির্ম্মিত পেয়াদা নিজঘর হইতে বহির্গত হইয়া উজিরের ঘর পর্যান্ত পৌঁছিয়া থাকে, তখন সেও উজিরের ক্ষমতা-গৌরব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমস্ত পেয়াদা * হাজীর কাফেলা বহু মন্‌জিল্ অতিক্রম কয়িয়া খোদার ঘর কা'বা শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; তথাপি ইহাদের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই, বরং ইহারা অধিকতর দুষ্ট ও জঘন্য-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে!

আমার তরফ হ'তে বল সেই হাজীরে
অপরের মনে ব্যথা দিতে যার নাহি ভয়,
খোঁজে যারা অপরের অপবাদ-রাজী রে,
নীচ যারা, হীন যারা, হাজী তারা কভু নয়!

---

* যাহারা পদব্রজে ভ্রমণ করে, তাহাদিগকে পেয়াদা বলে; দাবা বা শতরঞ্চ্ খেলায় রাজা, উজির, গজ্ কিশ্‌তি ইত্যাদির ন্যায় পেয়াদা একটি গুটির নাম।

হাজীর স্বভাব উটে, বহিতে সে রাজী রে
অপরের বোঝা পিঠে; কতই যাতনা সয়! †

(১৮৬)

এক ব্যক্তির প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি জনৈক বোজর্গ্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহার কবরের উপর প্রস্তর-ফলকে কি খোদিত করা সঙ্গত মনে করেন? তিনি উত্তর দিলেন,—এরূপ স্থানে কোর্‌আন শরিফের আয়াত লেখা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে উহার সম্মান ভবিষ্যতে যথাযথভাবে রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। যদি কিছু লিখিতেই হয়, তবে এই বয়াতটি যথেষ্ট মনে করি!

বসন্তে যখন কাননে নূতন
উঠিত মাধুরী উথলি'
উঠিত তখন মম প্রাণ মন
কি মধুর ভাবে উছলি'!
সে দেহ আমার গেছে মাটি হয়ে
কিন্তু সে মাটির উপরে,

† আজ্ মন্ বোগো হাজিয়ে মর্দ্দম্ গজায়ে রা
কো পুস্তিনে খল্‌ক ব আজার্ মী দরদ্,
হাজী তু নিস্তী শোত্‌রস্ত্ আজ্ বরায়ে আঁ কে,
বেচারা খার্ মী খোরদ্ ও বার্ মী বরদ্!

ভিতরের সেই মাধুরী আমার
ফুল হয়ে আছে উজলি'। (১)

মানবের আভ্যন্তরীণ আত্মিক সৌন্দর্য্য কখনই নষ্ট হয় না। দেহ বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র!

(১৪৭)

একটি লোকের চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় সে চিকিৎসার জন্য একজন পশু-চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বেচারা গো-বন্য পশুর চক্ষুতে যে ঔষধ দিবার কথা, তাহাই তাহার চক্ষুতে প্রয়োগ করিল। তাহার ফলে সে অন্ধ হইয়া গেল! সে একান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে কাজীর নিকট গিয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী উভয় পক্ষের সমস্ত কথা শুনিয়া চিকিৎসককে বেকসুর খালাস দিলেন। তিনি তাঁহার রায়ে লিখিলেন,—ফরিয়াদী নিজেই একটি গর্দ্দভ! গর্দ্দভ না হইলে সে মানবের চিকিৎসার জন্য পশু-চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইত না। পশুর চক্ষুতে পশুর ঔষধই প্রয়োগ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোনই দোষ হয় নাই! এ গল্পটি হয় ত কাল্পনিক, কিন্তু ইহাতে একটি অমূল্য উপদেশ আছে। যে ব্যক্তি

(১) ওল্লাহ্ কে হর্‌গা কে ছব্‌জা দর্ বুস্তাঁ।
বে দমিদে চে খোশ্ বুদে দেলে মন্!
বোগোজার্ আয় দোস্ত্ তা ব অক্তে বহার্
ছব্‌জা বিনী দমিদা বর্ গেলে মন্।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করে, তাহাকে বিশেষভাবে অনুতাপ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এই ক্ষতির জন্য নিয়োগকর্ত্তাই দায়ী ; যে কাজ করে, সে নহে। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রদান করা উচিত।

যে যেমন লোক তারে সেইরূপ কাজ দাও ;
ছোট জনে বড় কাজ নাহি দেন জ্ঞানিগণ।
চাটাই যে জন বোনে শত চেষ্টা করিয়াও
বুনিতে রেশমী-বাস পারিবে না কদাচন। *

(১৪৮)

একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার ভৃত্যকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া ভীষণভাবে নির্য্যাতন করিতেছিলেন। জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ধনীকে বলিলেন,—বাবা, মহাপরাক্রান্ত খোদাতা'লা অনুগ্রহ করিয়া আপনারই মত তাঁহার একজন বান্দাকে আপনার অধীন করিয়াছেন। খোদাতা'লার প্রতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাকে ক্ষমা করুন। অহেতু নির্য্যাতন করিলে কেয়ামতের দিনে সেজন্য আপনাকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে।

না দেহদ্ হোশ্‌মন্দে রওশন্ রায়ে
বফেরো মায়াগ্‌ কারহায়ে খতীর্
বুরিয়া বাফ্‌ গারচে বাফন্দা আস্ত্‌
না বরন্দশ্‌ ব কারগাহে হরীর্ !

খোদার দয়ায় সেবক তোমার যে জনা
দিওনা দিওনা হৃদয়ে তাহার বেদনা!
সামান্য টাকার বদলে পেয়েছ তুমি তায়,
সৃজন তাহারে করোনি আপন ক্ষমতায়।

এমন গরম এমন গরব কেন হে?
তোমারো উপরে আছে একজন, জে'নো হে!
ওহে প্রভু, তুমি ভুলনা ভুলনা কভুও
প্রভুর উপরে আছেন সে মহা- প্রভুও! (১)

(৪৯)

হজরত রসুলে করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম হাদিস শরিফে বলিয়াছেন,—হাশরের দিনে যদি ভৃত্য বেহেশ্‌তে এবং তাহার প্রভু দোজখে গমন করেন, তবে প্রভুর পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপ ও মনকষ্টের কারণ হইবে।

(১) বর্‌ বান্দা মগীর্‌ খশ্‌মে বিছিয়ার,
জওরশ্‌ মকুন্‌ ও দিলশ্‌ ময়াজার্‌,
উরা তু বদহ্‌ দেরেম্‌ খরিদি,
আখের্‌ না বকদরত্‌ আফ্‌রিদি!
ইঁ হোকুম ও গরুর্‌ ও খশ্‌ম্‌ তা চন্দ্‌?
হাস্ত্‌ আজ্‌ তু বোজর্গ্‌তর্‌ খোদাওন্দ্‌!
আয় খাজায়ে আর্‌ছালাঁ ও আগোশ্‌,
ফর্‌মাঁ দেহে খোদ্‌ মকুন্‌ ফরামোশ্‌!

অধীন জনের উপরে অধিক
কঠোরতা কভু করো না;
কর যদি তবে হাশরের দিনে
পাবে সমুচিত ফল তার!

মনিব হইবে আজাবে কয়েদ,
মুক্ত সেবক যে জনা,
দেখাবে না তাহা ভাল, তাই ভাই,
এখনই হও হুশিয়ার! (২)

(১৩০)

একবার খোরাসানের অন্তর্গত বল্খ্ সহর হইতে কয়েকজন সিরিয়াবাসীর সহিত আমি একত্রে আসিতেছিলাম। পথে অত্যন্ত দস্যু-তস্করের ভয়। একজন দীর্ঘদেহ বলশালী যুবক আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। সে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, দশজন বীর পুরুষও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। তাহার পদভরে যেন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। ঢাল, তলোয়ার,

(২) বর্ গোলামে কে তুয়ে' খেদ্মতে তোস্ত্
খশ্মে বেহদ্ মর্‌া ও তিরা মগীর্।
কে ফজিহত্ বুয়াদ্ বরোজে শোমার,
বান্দা আজাদ্ ও খাজা দর্ জিঞ্জির

তীর, ধনু ইত্যাদি যাবতীয় যুদ্ধসজ্জায় সে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, সে চিরজীবন ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত! সময়ের কঠোরতা সে কখনো সহ্য করে নাই—বীরগণের হুহুঙ্কার নাদ, যুদ্ধের ভীষণ দুন্দুভি-ধ্বনি কখন তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। রক্ত-পিপাসু তরবারি-ফলকের বিজলি-ঝলক কখনই তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয় নাই। সে জীবনে কখনই আততায়ীর সম্মুখীন হয় নাই, শত্রুহস্তে বন্দী হয় নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে তাহার কোন দিনই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

আমরা একসঙ্গে যাইতেছিলাম। উক্ত বার পুরুষটি সদম্ভে অগ্রসর হইতেছিল। আমাদের সম্মুখে যে কোন পুরাতন প্রাচীর দৃষ্ট হইতেছিল, সে তাহা পদাঘাতে উৎখাত করিয়া ফেলিতেছিল। বড় বড় বৃক্ষ বাহুবলে উপড়াইয়া ফেলিতেছিল। সময় সময় সে গর্ব্বভরে বলিতেছিল,—আমার সম্মুখে উন্মত্ত হস্তীই আসুক, আর ভীষণ ব্যাঘ্রই আসুক, কাহাকেও গ্রাহ্য করি না।

আমরা কয়েকদিন এইভাবে চলিয়াছি, একদিন হঠাৎ একটি প্রস্তর-স্তূপের অন্তরাল হইতে দুইজন দস্যু আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের একজনের হস্তে প্রকাণ্ড একখানি লাঠি, অন্যজনের হস্তে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড। তাহারা আমাদের প্রাণহননে উদ্যত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বীরযুবকটী প্রাণভয়ে একদিকে দৌড় দিল। আমি

বলিলাম,—কিহে, পালাইতেছ কেন? শত্রু যে আসিয়া পড়িয়াছে। যা-কিছু বীরত্ব থাকে এই ত তাহা প্রদর্শনের সময়।

চাহিয়া দেখি, যুবকের হস্ত হইতে তীরধনুক ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। তাহার হাড়ের ভিতরে পর্য্যন্ত যেন কম্পন প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত সাহস, শক্তি ও বীরত্ব কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। আমরা নিরুপায় হইয়া আমাদের নিকটে যাহা কিছু ছিল সমস্তই, এমন কি বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত দস্যুদিগকে দান করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া নিরাপদে সরিয়া পড়িলাম।

অভিজ্ঞতা যাঁর বহু বছরের
তাঁরে বড় বড় কাজ দাও;
বিজ্ঞ শিকারীর কুটীল-কৌশলে
ধরা পড়ে বাঘ ভয়ঙ্কর!

হাতীর মতন মহা বলশালী
বীরবপু কেহ রাখিয়াও
সমরের কালে হয় ভ্যাবাচ্যাকা,
কাঁপে ভয়ে দেহ থর থর্!

লড়া'য়ের যত আছে মা'রপেঁচ
বিজ্ঞ সেনাপতি বুঝে তা',

সুদক্ষ উকিল মামলার পেঁচ
বুঝে রে যেমন সত্বর। *

(১৩১)

একদিন কোন বিখ্যাত ধনী-সন্তানকে দেখিয়াছিলাম, সে পিতার কবরের শিরোদেশে বসিয়া তাহার জনৈক অল্প বয়স্ক সঙ্গীর সহিত তর্ক করিতেছিল। সে বালসুলভ সরলতার সহিত বলিতেছিল,—ওহে, তুমি কি জান, আমার পিতার মৃতদেহ যে সিন্দুকে রাখা হইয়াছে, তাহা বহুমূল্য সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত। সুরঞ্জিত মর্ম্মর প্রস্তরে তাহার শয্যা বিরচিত। প্রসিদ্ধ ফিরোজা প্রস্তরে এই কবর সুন্দর ভাবে গঠিত করা হইয়াছে! রঙ্গিন লিখন দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে! তোমার পিতার কবরে কি আছে? কয়েকখানি ইট্ এবং খানিকটা মাটি! এ ছাড়া আর কিছুই নাই।

---

* বকারহায়ে গেরাঁ মর্দ্দে কার্ দিদা ফেরেস্ত্
কে শেরে শর্জা দর্ আরাদ্ বজেরে খম্কমন্দ্
জওয়াঁ আগার্ চে কবি বাল্ ও পীল্তন্ বাশদ্
বজঙ্গে দুশ্মনশ্ আজ্ হওল্ বেগছলদ্ পয়ন্দ্;
নবর্দ্দ্ পেশে মোছাফ্ আজমুদা মা'লুম্ আস্ত্
চুনাঁকে মোছালায়ে শরা' পেশে দানেশ্মন্দ্।
বর্ত্তমানেও এদেশে উচ্চ উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে লোক নিয়োগ করিবার সময় Seniority বা অভিজ্ঞতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে।

দরিদ্র বালকটি উত্তর করিল,—তোমার পিতা তোমার বর্ণিত এই সমস্ত মূল্যবান প্রস্তরের ভারে কবরের মধ্যে চাপা পড়িয়া আছেন, নড়াচড়া করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমারপিতার কবরের ভার খুবই হালকা; তাই তিনি এতদিনে বেহেশ্‌তে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

যে গাধার পরে ভার বেশী নাহি রয়,
সহজ সত্বরগতি তাহার নিশ্চয়।

মুক্ত যে জন অভাব-পীড়িত
মরণে তাহার কম ভয়,
বিভব সম্পদ অধিক যাহার
ভয় তার তত নিশ্চয়!
আয়েশ আরামে আছে যে সতত
দুখ তার কভু সহেনা,
চিরদিন দুখ সহিছে যে জন
দুখ তার কভু দুখ নয়।

(১৩২)

একজন বোজর্গ্‌ ব্যক্তিকে এই হাদিসটির * ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"আ'দা আ'দুবেকা নাফ্‌ছোকাল্লাতি বায়না

* হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) যাহা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, অথবা তিনি যাহা দেখিয়াও নীরব থাকিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে লিখিত থাকে তাহাকে হাদিস বলে।

জানবায়কা"—অর্থাৎ তোমার দুই পার্শ্বের মধ্যেই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণের শত্রু অবস্থিতি করে।

তিনি উত্তর করিলেন,—মানুষের কুপ্রবৃত্তিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। অন্য শত্রুর সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, তাহার মন জোগাইয়া চলিলে সে বন্ধুতে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষের নফ্ছ্ বা কুপ্রবৃত্তির যতই অনুগত হইয়া চলা যায়, সে ততই অধিকতর শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে।

সংযম আর সাধনার বলে
ফেরেশ্তার মত হয় নর,
বেশী খায় যারা পশুর মতন,
পশুর মতন ব্যবহার।
অরাতির কথা শুন যদি তুমি
অরাতি সে আর রবে না,
প্রবৃত্তির কথা শুনিলে, দ্বিগুণ
শত্রুতা বাড়িয়া যা'বে তার। (১)

(১) ফেরেশ্তা খোয়ে শওয়াদ্ আদমি ব কম্ খোর্দ্দন্
অগর্ খোরদ্ চু বাহায়েম্ বে ওফ্তাদ্ চু জমাদ্।
মোরাদে অরুকে বর্ আরি মতিয়ে' আম্রে তু গশ্ত্
খেলাফে নফ্ছ্কে ফর্মাঁ দেহদ্ চু ইয়াফ্ত্ মোরাদ্!

শেখ সা'দীর তর্ক-যুদ্ধ

দারিদ্র্য ও ধনবত্তা

(১৫৩)

একদিন কোন সভায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম। তাহার বাহিরের বেশটি ছিল ঠিক দরবেশদের অনুরূপ, কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। সে কথায় কথায় ধনী লোকদিগের নিন্দা করিতেছিল; তীব্রভাবে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল। বলিতে বলিতে সে এতদূর বলিয়া ফেলিল যে, দরিদ্রগণ দরিদ্রতার জন্য কিছুই করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ধনীগণের কিছু করিবার প্রবৃত্তিই নাই।

দয়া যার আছে তার কাছে টাকা নাই রে।
ধনীর হৃদয়ে দয়ার নাহিক ঠাঁইরে। (১)

আমি অনেক সময় ধনিগণের অর্থানুকুল্যে প্রতিপালিত; সুতরাং এই সমস্ত কথা আমার ভাল লাগিল না। তাহার মন্তব্যগুলি বড়ই কঠোর বলিয়া মনে হইল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—বন্ধু, ধনিগণের এতটা নিন্দা করিও না। তাহারাই অনেক সময় দরিদ্রের জীবিকার হেতু। যাঁহারা

(১) করিমাঁরা বদস্ত্ আন্দর্ দেরম্ নিস্ত্
খোদাওন্দানে নিয়া'মত্রা করম্ নিস্ত্।

নিভৃতে বসিয়া খোদার সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন ধনিগণের নিকটেই তাঁহাদের ধন-ভাণ্ডার। তাঁহারাই হাজী, মোসাফের, এতীম, মিস্কিন্ ইত্যাদির আশ্রয়স্থান। যখন দেশের সম্মুখে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারাই তাহার ভার গ্রহণ করেন। অন্যের জন্য তাঁহারা সততই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। অধীনস্থ ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে না খাওয়াইয়া তাঁহাদের অনেকেই আহার করেন না। কোন একটী বড় কাজ ধনীগণের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্য করিতেও অর্থের আবশ্যক। দরিদ্রগণ ধর্ম্মের অনেক কাজ করিতেও সমর্থ নহে।

ধনীরা করেন, দান খয়রাত,
হাদিয়া কোরান, কোর্‌বানী,
জাকাত ফেতরা ছাদকা, আদরে
খাওয়ান সবায় মেহ্‌মানী।
এ দুই রাকা'ত নামাজ ব্যতীত
কি তব সম্বল আছে হে?
ইহাতেই তব এত অহঙ্কার।
ইহাতেই এত কের্দ্দানী। *

* তওয়াঙ্গারাঁ। অক্‌ফস্ত্‌ ও নজর্ ও মেহ্‌মানী
জাকাত্‌ ও ফেত্‌রা ও হাদিয়া কোর্‌বানী।
তু কয় বদওলতে ইশাঁ রছি কে নাদানী
জুজ্‌ইঁ দো রাকা'ত্‌ ও আঁ হম্ বছদ্ পেরেশানী!

যদি দানশীলতার মহত্ব স্বীকার কর, যদি ধীর, প্রশান্তভাবে খোদাতা'লার উপাসনা করার উপকারিতা স্বীকারে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমাকে ধনসম্পদের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে। টাকা পয়সা না থাকিলে দানশীলতা সম্ভবপর নহে, টাকা পয়সা না থাকিলে মনে শান্তি থাকে না!

পবিত্র মাল, পবিত্র বস্ত্র, প্রশান্ত অন্তঃকরণ, উপাসনার সামর্থ্য, সমস্তই অর্থসম্পদের উপর নির্ভর করে। শূন্য উদরে এ'বাদতের ক্ষমতা কোথা হইতে আসিবে? শূন্যহস্ত হইতে কোনই মনুষ্যত্বের কার্য্য সম্ভবপর নহে। পদদ্বয় আবদ্ধ থাকিলে গমন সম্ভবপর হয় না। উদরে ক্ষুধা থাকিলে কোন কাজই হইতে পারে না! যাহার প্রাতের আহারের ব্যবস্থা না থাকে তাহার রাত্রিতে ঘুম হয় না।

রাতে ঘুম তার হয় না
ঘরে চা'ল যা'র রয় না!
পিপীলিকা করে সঞ্চয়
তাই শীতে তা'র নাই ভয়!
কোনই অভাব সয় না।

শব্ পারাগান্দা খোছ্পদ্ আঁকে পদীদ্
নাবুয়াদ্ অজেহে বাম্দা দানশ্
মুর্ গের্দ্দ্ আওয়ার্দ্দ্ বতাবেস্তাঁ।
তা ফারাগাত্ বুয়াদ্ জামস্তানশ্!

অনাহারে থাকিলে মনে শান্তি থাকিতে পারে না, অভাবের মধ্যে চিত্তের স্থিরতা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি পরম শান্তি ও তৃপ্তির সহিত নৈশ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত যে ব্যক্তি নৈশ আহারের অভাবে ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া থাকে, তাহার তুলনা হইতে পারে না।

পেটের যাহার রয়েছে জোগাড়
একমনে ডাকে খোদারে ;
কি খা'বে তা যার ঠিক নাই তা'র,
মনও অস্থির সদা রে। *

অতএব একথা বুঝা যাইতেছে যে, ধনীদের এ'বাদত সহজেই কবুল হয়। কারণ, তাঁহারা প্রশান্তভাবে একাগ্রচিত্তে খোদাকে ডাকিতে পারেন। দরিদ্রগণের মত তাঁহাদের অন্তর অভাবের তাড়নায় সর্ব্বদা নিপীড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে। আরবে একটি কথা আছে,—খোদাতা'লা যেন উদ্বেগ ও অনাহার হইতে, এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী হইতে রক্ষা করেন। হাদিস শরিফে আছে, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন,—অভাব ইহকালে ও পরকালে মানুষের বদনমণ্ডল কালিমাময় করিয়া ফেলে।

আমার কথায় বাধা দিয়া দরবেশ সরোষে বলিয়া উঠিল,—হজ্‌রতের ঐ হাদিসটি শুনিয়াছ, কিন্তু এই হাদিসটি কি শুন

---

* খোদাঅন্দে রুজী বহক্ মোশ্‌তাগল্
পারাগান্দা রুজী পারাগান্দা দিল্।

নাই, যে, তিনি বলিয়াছেন,—"আল্ ফাক্‌রো ফাক্‌রী" অর্থাৎ দরিদ্রতাই আমার গৌরব। আমি বলিলাম,—ওহে, চুপ কর। হজ্‌রতের এই হাদিসটীর লক্ষীভূত কাহারা, তাহা কি জান? যে সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্তোষের নন্দনোদ্যানে বাস করেন, যাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে বিপদের তীরের লক্ষীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাবরিত দরিদ্রতাই গৌরবের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা বোজর্গ্ লোকের খির্‌কা পরিধান করে, অথচ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহাদের দরিদ্রতা কখনই গৌরবের বস্তু হইতে পারে না। বরং তাহা ঘৃণ্য, শত ঘৃণ্য!

ঢোক্কের যেমন আওয়াজ সম্বল,
পেটের ভিতর শূন্য,
তোমার মতন ছুফাও তেমন
শুধু অহমিকা পূর্ণ।
কাহারো নিকট চাহিও না কিছু
মানুষ যদ্যপি হও হে,
হাজার দানার তছ্‌বি টিপিয়া
মিছামিছি নাই পুণ্য। *

* আয় তব্‌লে বলন্দ্ বাঙ্গ্ দর্ বাতেন্ হিচ্
বেতোশা চে তদ্‌বীরে কুনী অক্তে পসিচ্।
রুয়ে তামা' আজ্ খল্‌ক পীচ্ আর্ মর্দী
তছ্‌বিহে হাজার্ দানা বরদস্ত্ মপীচ্

যে ফকিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা নাই, প্রকৃত মা'রেফাত যে হাসেল করিতে পারে নাই, সে প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া চলিয়া থাকে। অনেক সময় সে লোভের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া বসে; এমন কি, কাফেরীর মধ্যে নিপতিত হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তাই হাদিস শরীফে আছে,—ফকিরী কাফেরীর সন্নিকটবর্ত্তী। টাকা না থাকিলে বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা যায় না, বন্দীকে মুক্ত করা যায় না। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের সাহায্য-সহানুভূতি করিতে, তাহাদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে অর্থের আবশ্যক। যে দান করে, তাঁহার মহিমা সর্ব্বদাই দান গ্রহণকারীর উপরে। * লোকের নিকট কোন কিছু গ্রহণ করিলেই মস্তক আপনাআপনি নত হইয়া পড়ে। সম্পদের মূল্য সর্ব্বত্রই। তুমি কি জাননা যে, খোদাতা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন,—তিনি পরকালে সৎলোকদের জন্য বেহেশ্‌তে কত সম্পদ নিয়া'মত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জগতে সকলেই সুখশান্তির, বিভব সম্পদের প্রার্থী, তাই বেহেশ্‌ত্‌ ও সুখশান্তিতে, নানা নিয়া'মতে পূর্ণ।

পিপাসিত জন নিরখে স্বপন নয়নে
জলে জলময় যেন সমুদয় ভুবনে। †

---

* দাতার হস্ত গৃহীতার হস্তের উপরে (কোরান শরীফ)।

† তেশ্‌না গাঁরা নোমায়াদ্‌ আন্দর্‌ খাব্‌
হামাহ্‌ আ'লম্‌ বচশ্‌মে চশ্‌মায়ে আব্‌।

যখন আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম, তখন দরবেশের ধৈর্য্যের রজ্জু তাহার হস্ত হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। সে তাহার রসনা রূপ খরধার অসি উন্মুক্ত করিল এবং বক্তৃতার অশ্ব রূঢ়তার বন্ধুর, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রধাবিত করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বড় লোকদের প্রশংসায় তুমি এমনই পঞ্চমুখ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই একদিক হইতে বকিয়া যাইতেছ যে, শুনিলে মনে হয়, যেন তাহারা একেবারে সর্ব্ববিধ শোকতাপ-বিনাশক তরিয়াক পাথর। যেন বিশ্বের সমস্ত লোকের জীবিকার ঘরের চাবি তাহাদের হস্তে! কতকগুলি অহঙ্কারী, গর্ব্বোন্মত্ত মানব—যাহারা সমস্ত লোককে ঘৃণা করে, ধরাকে শরা মনে করে, তুমি তাহাদেরই কেনা গোলাম বনিয়া গিয়াছ। এই হতভাগ্যগুলি নিজেদিগকে এমন বড় মনে করে যে, কেহ সোপারেশ না করিলে সাধারণের সহিত বাক্যালাপ করিতে পর্য্যন্ত চাহে না। অবজ্ঞার সহিত ব্যতীত ইহারা কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। ইহারা ওলামাদিগকে ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করে, ফকিরদিগকে অভাবের জন্য বিদ্রূপ করে। ধনের গর্ব্বে মত্ত হইয়া ইহারা বৃথা অভিমানে স্ফীত হইয়া বেড়ায়। সভার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান গ্রহণ করে। কাহারো সম্মুখে মস্তক নত করিতে, সাধারণশিষ্টতা প্রদর্শন করিতে, পর্য্যন্ত ইহারা অভ্যস্ত নহে। শুধু টাকা থাকিলেই লোকে বড়লোক হইতে পারে না। ইহারা জানে না যে, বড় বড় বোজর্গ লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন,—

যাহার শুধু বিভব সম্পদ আছে, কিন্তু খোদার পথে সাধনা নাই, দেখিতে বড় হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়।

টাকার দেমাগে যে অবোধ করে
আ'লেম জনেরে উপহাস,
মানব সে নয়, গর্দ্দভ নিশ্চয়,
নরকে তাহার হ'বে বাস। *

অমি বলিলাম। ইহাদের এরূপ নিন্দা করিও না। ইহারা দাতা, ইহারাই দানশীল। সে বাধা দিয়া বলিল,—ওহে, না না; ভুল বলিতেছ। ইহারা অর্থের দাস। সেই মেঘে কি উপকার, যাহা হইতে বারি বর্ষণ হয় না? সেই সূর্য্যে কি কল্যাণ, যাহা কখনই কিরণ দান করে না। বায়ু-গতি অশ্বে শুধু ছওয়ার হইলেই কোন লাভ নাই, যদি সে অশ্ব এক পদও অগ্রসর হইতে না পারে! এই সব ধনীরা খোদার উদ্দেশ্যে কোন কাজই করে না। তোষামদ ও স্বার্থসিদ্ধির আশা-ব্যতীত ইহারা একটি পয়সাও দান করে না। কষ্ট করিয়া ইহারা উপার্জ্জন করে, উদ্বেগের সহিত রক্ষা করে এবং আক্ষেপের সহিত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বোজর্গ্ লোকেরা বলিয়াছেন,—বখিল নিজে যখন মাটীর ভিতরে যায়, তখনই

* গার্ বেহনার্ বমাল্ কুনাদ্ কেব্‌র্, বর্ হাকিম্
কোনে খরশ্ শোমার্ আগার্ গাওরে আম্বারস্।

তাহার সঞ্চিত টাকা মাটী হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। হতভাগ্য নিজে এক পয়সাও খরচ করিতে পারে না।

কত দুখ কত কষ্ট সহিয়া
এক জনে করে সঞ্চয়
বিনা দুখে বিনা- কষ্টে সহজে
অপরে আসিয়া সব লয়। *

আমি বলিলাম,—ধনিগণ দুখী কি বখিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে? ভিক্ষুকই বলিতে পারে, কে কেমন দানশীল কে কেমন ব্যয়কুণ্ঠ। যাহার লোভ নাই, যে কাহারো নিকটে কিছুই প্রার্থনা করে না, তাহার নিকট দাতা ও কৃপণ সকলেই সমান। কে দাতা, কে কৃপণ, সে সে সন্ধান জানিতে পারে না। সোণা কিরূপ, তাহা পোদ্দার কষ্টি পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে; কে দাতা, কে কৃপণ, তাহাও ভিক্ষুক বলিতে পারে। তুমি ইহাদিগকে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত না করিলে কখনই ইহারা দাতা কি কৃপণ, তাহা বুঝিতে পারিতে না। ভিক্ষা পাও নাই, ইহাই বুঝি তোমার রাগের কারণ?

সে উত্তর করিল,—না হে, তাহা নহে। আমি অনুমান করিয়া ইহা বলিয়াছি। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, কঠোর হৃদয় রূঢ়ভাষী দারওয়ান ও প্রহরীগণ ইহাদের ফটক আগুলিয়া

---

* ব রঞ্জ্ ও ছা'য়ী কাছ নিয়া'মতে বচঙ্গ আরাদ্
দিগর্ কছ্ আয়াদ্ ও বেরঞ্জ্ ও ছা'য়ী বর্দারদ্।

বসিয়া থাকে। তাহাদের জন্য কোন দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ইহাদের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। ইহারা কাহারো কোন তওয়াক্কা রাখে না! কত শান্ত, শিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর ইহারা অত্যাচারে হস্ত প্রসারিত করে, অবমাননার বিষাক্ত সায়কে তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করে। কেহ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে পরিষ্কার মিথ্যা করিয়া বলিয়া দেয়, তিনি বাটীতে নাই। তাহারা ঠিকই বলে; কারণ;—

নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি মায়া ও মমতা,
থাকিলেও নাই সে ত প্রকৃত এ কথা। *

আমি বলিলাম,—তোমার কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন কেন, জান? ভিক্ষুকগণের নির্ম্মম অত্যাচারে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে, অসংখ্য প্রার্থীর সোপারেশপত্রের চোটে তাঁহাদের করুণ আর্ত্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ করে, তাই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্য দ্বারে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মরুভূর বালি সব হইলে রতন
ফকিরের চক্ষু বুঝি হইত পূরণ। †

* আঁরা কে আ'কল্ ও হেম্মত্ ও তদ্‌বীর্ ও রায়ে নিস্ত্
খোশ্ গোফ্‌ত্ পর্‌দাদার্ কে কছ্ দর্ ছরায়ে নিস্ত।
† আগার্ রেগে বিয়াবাঁ দোর্ শওয়াদ্
চশ্‌মে গাদায়াঁ পোর্ শওয়াদ্।

লোভীর নয়ন ভবের বিভবে
পূর্ণ কভু না হয়,
শিশিরের জলে নাহি পূরে কূপ
জানিবে হে মহাশয়। *

নিশ্চয় জানিও, যাহারা অনন্ত দুঃখ কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তাহারাই লোভের বশীভূত হইয়া ভয়ানক ভয়ানক পাপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহার পরিণাম কত ভীষণ হইতে পারে, সে চিন্তা তাহাদের মনে থাকে না। লোভে লোক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। কোন্ কার্য্য সঙ্গত কোন্ কার্য্য অসঙ্গত, সে বিচার লোভীর মনে থাকে না।

কুকুরের শিরে পাথর ফেলিয়া মারিলেও
ভাবিয়া অস্থি উঠিবে সে নাচি' হরষে!
কাফনের মাঝে মৃতদেহ ঢাকা থাকিলেও
ভাবিবেক লোভী খানা বুঝি মিষ্ট- তর সে! †

আমি বৃথা তর্ক করিতে, যুক্তির জটিলতা সৃষ্টি করিতে চাই না। তাই, তোমাকেই সালিস মানিতেছি; তুমি একটু

* দিদায়ে আহ্‌লে তমা' ব নিয়া'মতে দুনিয়া
পোর্ না শওয়াদ্ হাম্‌চুনাঁ কে চাহ্‌ ব শব্‌নম্।

† ছগেরা গর্ কলুখে বর্ ছর্ আয়াদ্
জে শাদী বর্ জাহাদ্ কাঁ ওস্ত্‌খানিস্ত্;
আগর্ না'শে দোকছ্ বর্ দোশ্ গীরন্দ্
লাইমোত্তবা' পিন্দারদ্ কে খানিস্ত্!

ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা দাগাবাজী করিয়া হাতে হাতকৌড়ি পরিয়াছে, চুরি ডাকাতী করিয়া জেলে পচিতেছে, নানারূপ পাপকর্ম্মে যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অভাবে নিপীড়িত; দারিদ্র্যের তীব্র নিপীড়নে তাহারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে নাই। অভাবের তাড়নায় কত কত বীর-হৃদয় পাপের কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানবের যে সমস্ত কামনার, যে সমস্ত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ইস্‌লাম অনু-মোদন করে, মানব-ধর্ম্ম অনুমোদন করে, অভাবের জন্যই তাহা সম্ভবপর হয় না। ইহার জন্য কত অনাচার ও ব্যভিচারে মানব-সমাজ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে, হে দরবেশ, তুমি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ কি? ধনিগণ অর্থের সাহায্যে অন্তরের কামনা বৈধভাবে পূর্ণ করিতে পারেন, সুতরাং নীতি-বিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে হীনতা ও নীচতার ক্লেদ-পঙ্কে নিপতিত হইতে হয় না। সাধারণতঃ কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তিগণই নানাবিধ অপকর্ম্মে বিজড়িত হইতে বাধ্য হয়। অভাবের সময় লোকের হালাল্ হারাম জ্ঞান থাকে না। অভাবে স্বভাব নষ্ট, ইহা সকলেই জানে।

ক্ষুধার্ত্ত কুকুর মাংস পাইলে ভাবে না,
খা'বে কিংবা তাহা খা'বে না;

দজ্জালের গাধা অথবা ছালের * উট সে,
এ সব বিচার করিতে সে কভু যাবে না †

ক্ষুধা-নিপীড়িত ভিক্ষুক হালাল হারাম তমিজ করিতে পারে না; যাহা সে সম্মুখে পায়, তাহাই খাইয়া থাকে।

ক্ষুধার জ্বালায় পরহেজ্ ভাই, থাকে না
ফকির তাহার, তাকোয়া কিছুই রাখে না। (১)

ভাল কথা,—তুমি বলিতেছিলে, ধনিগণ দরিদ্রদিগকে তাঁহাদের বাটীতে ঢুকিতে দেন না, দ্বারে কঠোর পাহারা বসাইয়া রাখেন। তাহার কারণ কি বুঝিতে পার নাই? হাতেমতায়ী অত্যন্ত দাতা ছিলেন। সমগ্র জগতে তাঁহার দানের সুখ্যাতি আছে। তিনি বনের মধ্যে একটি সামান্য স্থানে বাস করিতেন! তাই দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের তেমন অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই; তাই তিনি তাঁহার দানশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি কোন জনবহুল সহরে বাস করিতেন, তাহা হইলে এই সব ফকির ও ভিক্ষুকদের প্রতাপে দুইদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ভিটাছাড়া হইয়া যাইতে হইত। ফকিরেরা তাঁহার শরীরের বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত টুকরা

* ছালে (আঃ) একজন বিখ্যাত পয়গম্বর ছিলেন।

† চুঁ ছগে দরেন্দা গোশ্‌ত্ ইয়াফ্‌ত্ না পোর্‌সদ্,
কিঁ শোতরে ছালেস্ত্ ইয়া খরে দজ্জাল্!

(১) বা গোর্‌ছন্সী কুয়তে পর্‌হেজ্ নমানদ্
আফ্‌লাছ্ এ'নান আজ্ কফে তাকোয়া বে ছেতানদ।

টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইত। তৈয়াবাত নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—একজন দাতা ফকিরদের অত্যাচারে হতাশ হইয়া বলিতেছেন,—কোন বস্তু কাহাকেও স্বেচ্ছায় দান করিলে তবেই ছওয়াবের আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই ফকিরের দল আমাকে ত্যক্তবিত্যক্ত করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লইবার আয়োজন করিতেছে। এইরূপ অনিচ্ছার সহিত, বিরক্তির সহিত কোন জিনিস দান করিলেও তাহাতে কোন পুণ্য নাই। ফকিরগণ ক্রমাগত বিরক্ত করিয়া আমার স্বেচ্ছাকৃত দান দ্বারা পুণ্য লাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার নিকট আর দানপ্রাপ্তির আশা করিও না; এরূপ দানে কিছুমাত্র উপকার নাই।

ফকিরের দল দেয় না আমায়
লভিতে দানের পুণ্য,
কি করিব হায় আমি নিরুপায়
নিরাশায় মন ক্ষুণ্ণ! *

দরবেশ বলিল,—'না না, ওসব কথা কিছুই নহে। ধনীদের অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহাদের প্রতি আমার দয়া হয়। হতভাগাগণ ইচ্ছা করিলে পরকালের জন্য প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে ইহাদের মন নাই। ইহারা ক্রমাগত ধনসম্পত্তি আগুলিয়া জীবন কাটায়; তাহার কোনই

* দর্ মন্ মজর্ তা দিগরাঁ চশ্‌ম্ নাদারন্দ,
কজ্ দস্তে গাদায়াঁ না তওয়াঁ কর্দ্ ছওয়াবে।

সদ্ব্যবহার করে না। আমি বলিলাম,—তোমার দয়া হয় না, বরং হিংসা হয়, তাই বল। আমরা উভয়ে এইরূপ তর্কে প্রবৃত্ত ছিলাম; বলিতে কি, একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। সে যে "পেয়াদা" চালিতেছিল, আমি তাহার গতিরোধ করিতেছিলাম, সে রাজা চালিলে আমি রাজাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। চা'লের উপর ক্রমাগত চা'লের লড়াই * চলিতেছিল! দলিলের উপর দলিল, প্রমাণের উপয় প্রমাণ আমরা উভয়েই আনয়ন করিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে উহার থলির যাবতীয় উপকরণ ফুরাইয়া আসিল; তর্ক-যুদ্ধের ধারাল যুক্তির তীরগুলি নিঃশেষ হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, যখন দরবেশের আর কোন যুক্তি অবশিষ্ট থাকিল না, সে একান্তই অপদস্থ হইয়া পড়িল, তখন সে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তর্কের সোজা মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইল। মুর্খগণের নিয়ম, তাহারা তর্কক্ষেত্রে যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে, পশু-বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হয় না। কোরান মজিদে আছে,—আজর যখন তাহার পুত্র হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সহিত প্রতিমাপূজার বৈধতা সম্বন্ধে তর্ক-যুদ্ধে যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, তখন তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার

* এস্থলে দাবা বা সতরঞ্চ খেলার গুটির চা'লের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক, আমার বিপক্ষ দরবেশটি তর্কে পরাস্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ আমাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল; আমিও তাহাকে কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। সে আমার ঘাড় ধরিল, আমিও তাহার মুখে উত্তম-মধ্যম ঘুসি লাগাইয়া দিলাম। ক্রমে—

আমার উপর পড়িল সে, আমি
পড়িলাম তার উপরে,
জড় হ'ল সবে দেখিতে লড়াই,
উঠিল চৌদিকে হো হো রব!
এমন লড়াই বুঝি দেখে নাই
কেহ দুনিয়ার ভিতরে,
অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া
রহিল দাঁড়ায়ে লোক সব! *

আমাদের যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আমরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, কাজীর নিকট যাইতে হইবে। দেখা যাউক, তিনি আমাদের এই তর্কের কিরূপ মীমাংসা করেন। উভয়েই তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলাম। কাজী মুসলমান, আ'লেম ও পরহেজ্‌গার

* উ দর্ মন্ ও মন্ দর্ উ ওফ্‌তাদা
খল্‌ক্ আজ্‌ পায়ে মা দওয়াঁ ও খান্দাঁ!
আঙ্গশ্‌তে তা'জ্জবে জাহানে
আজ্‌ গোফ্‌ত্‌ ও শনিদে মা বদান্দাঁ!

ব্যক্তি। তিনিই ধনী ও দরিদ্রের গুণাগুণের পার্থক্য ভালরূপে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

কাজী ধীরভাবে আমাদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, উভয়ের বক্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিলেন। তারপর তিনি গভীরভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা-নিমগ্ন থাকিয়া মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওহে, তুমি যে ধনিগণের প্রশংসাকীর্ত্তন করিতেছ, এবং দরিদ্রগণের নানারূপ নিন্দা করিতেছ, তুমি নিশ্চয় জানিও যে স্থানে ফুল আছে, সেই স্থানেই কাঁটা আছে, যেখানে মদিরা আছে, সেইখানেই মাদকতা আছে। যেখানে মাটীতে গুপ্তধন লুক্কায়িত থাকে, তাহার নিকটেই বিষাক্ত সর্প বাস করে। সমুদ্রের যে গভীর তলদেশে অসংখ্য মুক্তা জন্মে, সেই স্থলেই মনুষ্যের প্রাণনাশক হাঙ্গর, কুম্ভীর ইত্যাদিও বাস করিয়া থাকে। জীবনের সমগ্র আনন্দ ও আরামের পশ্চাতে মরণের বিষাক্ত দংশন সংগুপ্ত রহিয়াছে। বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী সুখ শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সংযম, সাধনা, ও এ'বাদতের কষ্ট মিশ্রিত আছে।

ভালবাসা যদি চাই রে,
সহিতে হইবে শত অত্যাচার,
তাহা বিনা গতি নাই রে।
ফুলের সহিত কণ্টক, বিষধর ধন-রক্ষক,

যেখানেই সুখ   দুখ পাশে পাশে
দেখি ভবে সব ঠাঁই রে। (১)

তুমি কি দেখিতে পাওনা, বাগানে অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাদের কতকগুলি সুরস, সুমিষ্ট ফল প্রদান করে, আবার কতকগুলি কোনই কাজে লাগে না। ধনীদের মধ্যেও অনেকে খোদাতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাঁহারা ধনের সদ্ব্যবহার করেন, আবার অনেকে অকৃতজ্ঞ; তাঁহাদের অর্থ জগতের কোনই উপকারে আসে না। ফকিরদের মধ্যেও অনেকে ধৈর্য্যশীল, তাঁহারা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সাধনার জীবন অতিবাহিত করেন। পক্ষান্তরে তাহাদের অনেকে লোভী ও ধৈর্য্যহীন; ইহাই দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। খাঁটি মূল্যবান জিনিষ জগতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

পানির প্রত্যেক বিন্দু   হ'ত যদি মতী,
কড়ির মতই মতী   হ'ত বে-কিমতী! *

খোদাতা'লার মহান দরবারে সেই শ্রেণীর ধনিগণের আসন অতি উচ্চ, যাঁহাদের স্বভাব ঠিক দরবেশের মত; পক্ষান্তরে সেই সমস্ত দরবেশদের কদর অত্যন্ত অধিক, যাঁহাদের মনের বল ধনিগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শ্রেষ্ঠতম ধনী

(১) জওরে দুশ্‌মন্ চে কুনাদ্ গার্ না কশদ্ তালেবে দোস্ত্
গঞ্জ্ ও মার্ ও গুল্ ও খার্ ও গোম্ ও শাদী বহমন্দ্।

* আগার্ জালা হর্ কাত্‌রায়ে দোর্ শোদে
চু খর্‌মোহ্‌রা বাজার্ আজো পোর্ শোদে!

তাঁহারাই, যাঁহারা দরিদ্রের চিন্তার অংশ গ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠতম দরিদ্র তাঁহারা, যাঁহারা ধনীদিগের মুখাপেক্ষী হন না, তাঁহাদের নিকটে সাধ্যমত গমন করেন না। খোদাতা'লা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি খোদাতা'লাকে জীবিকা-দাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর কাজী সাহেব দরবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি যে বলিলে ধনিগণ বিভব সম্পদের মোহে খোদাতা'লাকে ভুলিয়া যায়, তাঁহার এ'বাদত বন্দেগী করে না, দুনিয়ায় মত্ত হইয়া থাকে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানা পাপকর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা নানা বেহুদা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করে, অনেক ধনী সম্বন্ধেই একথা সত্য, সন্দেহ নাই! এই শ্রেণীর ধনিগণ খোদা-প্রদত্ত বিভব সম্পদের জন্য কৃতজ্ঞ নহে; তাহারা টাকাকড়ি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে, নিজে কোনরূপ ব্যয় করে না, কাহাকেও একটি পয়সা দান করে না। খোদা না করুন, যদি ঘটনাক্রমে অনাবৃষ্টির বা অতিবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ হয়, দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়, তথাপি ইহাদের বিলাস ব্যসনের মাত্রা একটুও কমে না, তথাপি ইহারা অনাহার-প্রপীড়িত বুভুক্ষুদের দুঃখে একটিও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে না। খোদাতা'লাকে ইহারা একটুও ভয় করে না। দেশের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দিনেও ইহারা স্ফূর্ত্তির সহিত বলিয়া থাকে—

অভাবে দুনিয়া যদি হ'য়ে যায় লয়,
আমার কি? আমি তা'তে নাহি করি ভয়।
বন্যায় ডুবিয়া গেলে সমগ্র সংসার
হংস থাকে ভাসিয়াই, নাহি ভয় তা'র। *

কমিনা কেবল নিজের কম্বল
পরে রাখে সদা দৃষ্টি,
ভাবনা তাহার কিছু নাহি আর
হইলেও লয় সৃষ্টি। †

এক শ্রেণীর ধনী এই প্রকার। পক্ষান্তরে এইরূপ ধনশালী ব্যক্তিও অনেক আছেন, যাঁহারা সর্ব্বদা সাধারণের জন্য বিবিধ নিয়া'মতের দস্তরখান বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দানের হস্তের কোমল স্পর্শে দীন দুঃখিগণের অন্তরের বেদনা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অতুলনীয় বদান্যতা-প্রভাবে জগতে অপার কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহজগতে ও পরজগতে সর্ব্বত্রই তাঁহারা অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী।

কাজী সাহেব ওজস্বীতাপূর্ণ ভাষায় এমনভাবে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার যুক্তি-তর্কের অশ্ব এমন সু-কৌশলে প্রধাবিত

---

* গাব্ আজ্ নিস্তি দিগরে শোদ্ হালাক্
মরা হাস্ত্ বত্ রা জে তুফাঁ চে বাক্?

† দূনাঁ চু গিলিমে খেশ্ বেরুঁ বোর্দান্দ্
গোয়ান্দ্ চে গোম্ গার হামা আলম্ মোর্দান্দ্?

করিলেন যে, আমি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমাকে নীরব হইতে হইল, তাঁহার সিদ্ধান্ত মস্তক অবনত করিয়া মানিয়া লইতে হইল। অতঃপর দরবেশের সহিত আমার ইতিপূর্ব্বে যে তর্ক-যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া সন্ধি করিলাম; আবার বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইলাম। একে অপরের চরণের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, একে অপরের মস্তক চুম্বন করিয়া এই বয়াতের সহিত আমাদের তর্ক-যুদ্ধের অবসান করিলাম।

হে ভিখারি, তুমি এমন করিয়া
দিও না'ক দোষ বিধিরে,
অন্ধকার হ'বে অদৃষ্ট তোমার,
হেন ভাবে যদি মরহ
বিভব সম্পদ হে ধনি, তোমায়
দিয়াছেন খোদা যদি রে,
ইহ-পরকাল করিবে হাসেল—
খাও, আর দান করহ। *

মকুন্ জে গর্দ্দিশে গিতী শেকায়াত্ আয় দর্‌বেশ্
কে তিরা বখ্‌তী আগার্ হাম্‌বরিঁ নছ্‌ক্ মোর্দ্দী
তওয়াঙ্গারা চু দিল্ ও দস্ত্ কামরানত্ হাস্ত্
বোখোর্ বেবখশ্‌শ্, কে দুনিয়া ও আখেরাত্ বোর্দ্দী।

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ



অষ্টম অধ্যায়

নীতি ও শিষ্টাচার

(১৫৪)

জীবনের সুখশান্তির জন্যই অর্থের প্রয়োজন! অর্থসঞ্চয় আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ভাগ্যবান কোন ব্যক্তি, এবং হতভাগ্যই বা কে? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যিনি নিজে অর্থসম্পদ ভোগ করিয়া গেলেন, এবং ইহার সাহায্যে পরকালের জন্যও পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেও ভোগ করিল না, এই অবস্থায় সংসার হইতে চলিয়া গেল, সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য।

যেজন খে'লনা শুধু করিল সঞ্চয়,
জানাজা নামাজ তার সমুচিত নয়। *

---

* কোন মুসলমানের মৃতদেহ সমাহিত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ভালরূপে স্নান ও অজু করাইয়া যথারীতি বস্ত্রবিমণ্ডিত করিতে হয়।

(১৫৫)

কারুন জগতের ভিতর অদ্বিতীয় ধনী ও কৃপণ ছিল। হজ্‌রত মুসা আলায়হে ছালাম তাহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—খোদা তোমাকে যেরূপ ধনসম্পদ দানে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ মানবের প্রতি অনুগ্রহ কর। কারুন কিন্তু হজরতের উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই। তাহার পরিণাম ফল কি হইয়াছিল, তুমি অবশ্যই তাহা অবগত আছ!

টাকা কড়ি দিয়া ভাল কাজ যারা না করে
টাকার নেশায় ভুলেছে তাহারা পরিণাম;
যেমন করুণা করেছেন খোদা তোমারে
তেমনি করুণা কর তুমি সবে অবিরাম।
তা হ'লে কল্যাণ লভিবে দুনিয়া আখেরে
মানব-সমাজ রবে সুমহান তব নাম। (১)

তাহার পর মৃতের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সকলে সমবেতভাবে একপ্রকার নামাজ পড়িতে হয়; তাহাকে জানাজা নামাজ বলে। ইহা ফর্‌জে কেফায়া বা একান্ত কর্ত্তব্য।

কৃপণ মুসলমান ব্যক্তির জানাজা নামাজ অকর্ত্তব্য, শেখ সা'দীর এই উক্তি কখনই শরিয়ত অনুসারে বৈধ নহে। এস্থলে এই কথাটি কবি-জনোচিত অতিরঞ্জন মাত্র।

(১) আঁ কছ্‌ কে বদিনার্‌ ও দেরম্‌ খায়ের্‌ নায়ান্দোখ্‌ত্‌
ছরে আ'কেবত্‌ আন্দর্‌ ছরে দিনার ও দেরম্‌ কর্দ্দ্‌;
খাহী মোতামাত্তে' শবী আজ্‌ দুনিয়া ও ও'কবা
বা খাল্‌ক্‌ করম্‌ কুন্‌ চু খোদা বা তু করম্‌ কর্দ্দ্‌।

(১৩৬)

আরব দেশে প্রবাদ আছে,—দান কর, লোকের উপকার কর ; কিন্তু প্রতিদান বা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিও না ; যদি কর, তবে উক্ত সৎকার্য্যের সুফল লাভে তুমি বঞ্চিত হইবে।

দানের পাদপ মাথা তুলিয়াছে যেখানে,
ডালগুলি তার ছড়ায়ে উঠেছে
দূর আকাশের উপরে।
প্রতিদান-আশা যদি জাগে তব পরাণে,
হে নির্ব্বোধ, তুমি মূলে যেন তার
মারিলে কুঠার স্বকরে! (১)
শোকর খোদার, পার যে
করিতে পরের উপকার,
ধন দওলাত তোমারে
দিয়াছেন সেই পরোয়ার!
রাজার চাকুরী করাটা
উপকার তাঁর নহে গো,
চাকুরীতে তোমা রেখেছেন,
করহ শোকর তাই তাঁর!

---

(১) দরখ্‌তে করম্‌ হর্‌ কুজা বেখ্‌ কর্দ্দ্‌
গোজাশ্‌ত্‌ আজ্‌ ফলক্‌ শাখ্‌ ও বালায়ে উ ;
গার্‌ ওমেদ্‌ দারি কাজো বর্‌ খোরি
ব মেন্নত্‌ মনেহ্‌ আর্‌্‌া বর্‌ পায়ে উ!

(১৫৭)

দুই শ্রেণীর ভ্রান্ত মানব বিদ্যমান আছে ; প্রথমতঃ যাহারা বহু কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহা কৃপণতা বশতঃ ভোগ করে না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা বহু চেষ্টা পরিশ্রমে বিদ্যা অর্জ্জন করে ; কিন্তু অর্জ্জিত বিদ্যা অনুসারে সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে না।

যতই বিদ্বান তুমি হও মহাশয়,
মূর্খ তুমি কাজ যদি তার মত নয়।
চাপা'লে পশুর পবে কেতাবের বোঝা,
হয়না বিদ্বান, আমি বুঝি এই সোজা!

(১৫৮)

ধর্ম্মের উন্নতি ও গৌরব বর্দ্ধনের জন্য দীনী এ'লেম শিখিবার প্রয়োজন ; সাংসারিক উন্নতির জন্য, বা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নহে।

বিদ্যা ও সাধনা, বিভু-আরাধনা
বেচিল যে জন, সংসার তরে,
যেন পরিষ্কার সরবস্ব তার
দিল জ্বালাইয়া আপন করে।

যে আ'লেম নিজে পরহেজ্‌গার * নহেন, তিনি যেন মশালধারী অন্ধের ন্যায় ; তাঁহার বিদ্যার জ্যোতিতে অপরে

* পরহেজগার—ধর্ম্মভীরু

সুপথ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তিনি নিজে তদ্দারা কিছুমাত্র উপকৃত হন না।

বৃথা কাটাইল যেজন জীবন- কাল,
খোয়াইল টাকা, কিনিল না কোন মাল।

(১৫৯)

জ্ঞানিগণ রাজ্যের সৌন্দর্য্যস্বরূপ। সংযমশীল পরহেজ্‌গার ব্যক্তিগণ দ্বারাই ধর্ম্মের পূর্ণ গৌরব সাধিত হয়, গ্রন্থনিবদ্ধ উপদেশাবলী বা বিধিব্যবস্থা দ্বারা নহে। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহাদের বাদ্‌শার নিকটে যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কিন্তু জ্ঞানিগণের সাহায্য ব্যতীত বাদ্‌শার চলিতে পারে না! রাজ্যের সুপরিচালনার জন্য তিনি সর্ব্বদাই জ্ঞানিগণের ।

উপদেশ যদি শুন তুমি ওগো ভূপতি,
সমগ্র দফ্‌তরে এর সম উপ- দেশ নাই,—
জ্ঞানী জনে বিনা রাজ-কাজ কভু দিও না
যদিও চাকুরী করে, যার জ্ঞান- লেশ নাই! (১)

(১) পন্দে আগার্ বেশ্‌নবী আয় পাদ্‌শা,
দর্ হামা দফ্‌তর্ বেহ্‌ আজি পন্দ্‌ নিস্ত্‌;
জুজ্‌ ব খেরদ্‌মেন্দ্‌ মফর্মা আ'মল,
গর্ চে আ'মল্ কারে খেরদ্‌মেন্দ্‌ নিস্ত্‌।

(১৬০)

তিনটি জিনিষের অস্তিত্ব তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে। অর্থ ব্যবসায় ব্যতীত, বিদ্যা চর্চ্চা ব্যতীত, এবং রাজত্ব শাসন ও রাজ-পরিচালনা ব্যতীত কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।

কখন কহিবে কোমলবারতা মিষ্ট মাধুরী ময়,
হয়ত তাহাতে অন্যের হৃদয় সহজে করিবে জয়।
কখন কহিবে বজ্রকঠোর ভ্রূকুটী-কুটিল বাণী
চিরতা কখনো অতি উপকারী, নহে ক্ষীর সর ননী।

(১৬১)

অসৎ ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিলে প্রকারান্তরে সৎ-ব্যক্তিদিগের প্রতি নিগ্রহ করা হয়; অত্যাচারিগণকে ক্ষমা করিলে দরিদ্রদিগের প্রতি অত্যাচার করা হয়।

নীচ জন প্রতি যদি হও হে সদয়,
হীনতা বাড়িবে তার নাহিক সংশয়।

(১৬২)

রাজার ভালবাসাকে অধিক বিশ্বাস করিও না; কারণ, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার মেজাজ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বালক-

গণের সুমিষ্ট স্বরও অধিকদিন স্থায়ী হয় না ; বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার মিষ্টতা তিরোহিত হইয়া যায়।

সবাই যাহারে ভালবাসে অতিশয়,
তারে ভালবাসা তব সমুচিত নয়।
ভালবাস যদি তবে পাইবে না তারে,
ভাসিবে বিরহ-দুখে নয়ন-আসারে (১)

(১৬৩)

তোমার অতি গোপনীয় কথাটি বন্ধুকেও বলিও না, যদিও, সে তোমার আন্তরিক বন্ধু হয় ; কারণ, ঘটনাক্রমে সে যে কখনো তোমার শত্রু হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি ? পক্ষান্তরে তোমার শত্রুকে চরম নির্য্যাতন করিও না ; কারণ, অসম্ভব নয় যে সেও সময়ক্রমে তোমার বন্ধু হইতে পারে।

তোমার যে গোপনীয় কথাটি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিতে চাও, তাহা কাহাকেও, এমন কি বন্ধুকেও বলিও না ; কারণ, ঐ বন্ধুরও অনেক বন্ধু আছে, সে তাহাদিগকে সে কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আবার সেই বন্ধুগণেরও বন্ধু আছে। এইরূপে বন্ধুত্বের শৃঙ্খল বহু বিস্তৃত।

(১) মা'শুকে হাজার্ দোস্ত্‌রা দিল্ না দিহি,
অর্ মি দিহি দিল্ বজুদায়ী নিহি !

নিজের গোপন কথা বলিলে অপরে,
ভেবোনা থাকিবে তাহা তাহারি ভিতরে।
তার চেয়ে চুপ থাকা ভাল অতিশয়।
রাখেনা গোপন পরে জানিও নিশ্চয়।
না পার বাঁধিতে যদি নিঝরের মুখ,
বাঁধিতে তটিনী কভু হ'ওনা উৎসুক।
পারিলে না নিজকথা রাখিতে গোপন,
অপরে রাখিবে কভু ভেবোনা এমন।
বলিতে পার না যাহা চখের সামনে
বলিও না অগোচরে তাহা সঙ্গোপনে।

(১৬৪)

যখন তোমার কোন শত্রু দুর্ব্বল হইয়া তোমার খুব অনুগত হয় এবং তোমার সম্পূর্ণ বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে, তখন তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইও না ; সম্ভবতঃ তোমার অধিকতর শত্রুতা সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। বন্ধুগণের বন্ধুত্বের উপরেই নির্ভর করা যায় না, এরূপ ক্ষেত্রে শত্রুর চতুরতা হইতে কি আশা করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করে, সে যেন সামান্য অগ্নিকে অগ্রাহ্য করে। সামান্য অগ্নিতে প্রলয়কাণ্ড হইতে পারে, সামান্য শত্রুও অবস্থা প্রতিকূল হইলে ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে।

পার ত আগুন আজি দাও নিবাইয়া,
বিলম্বে নিখিল বিশ্ব দিবে জ্বালাইয়া।
ছেড় না, শত্রুতে যা'তে করে আক্রমণ,
পার যদি নাশ আজি তাহার জীবন। (১)

(১৬৫)

যদি দুই জন শত্রুর মধ্যে তোমাকে কথা বলিতে হয়, তবে এমনভাবে কথা বলিবে যেন তাহারা পুনরায় বন্ধুতে পরিণত হইলে তোমাকে লজ্জিত হইতে না হয়।

শত্রুতা অনল সম দু'জন ভিতরে,
কুটনা যে সে অনলে ইন্ধন ভিতরে।
উভয়ের পুনঃ যদি হয় সম্মিলন,
চুণ-কালি মাখা হয় কুটনা-বদন।
আগুন জ্বালা'য়ে দিয়ে দু'জনের মাঝে,
নিজে তা'তে জ্বলে' মরা জ্ঞানীর না সাজে!

বন্ধুর সনে যুক্তি যখন করিবে,
সাবধান, যেন অরাতি না রহে নিকটে,

---

(১) এম্‌রোজ্‌ বোকোশ্‌ চু মিতওয়াঁ। কোশ্‌ত্‌
কাতেশ্‌ চু বলন্দ্‌ শোদ্‌ জাহাঁ ছোখ্‌ত্‌।
মগোজার্‌ কে জেহ্‌ কুনাদ্‌ কামাঁ। রা
দুশ্‌মন্‌ কে বতীর্‌ মি তওয়াঁ। দোখ্‌ত্‌।

প্রাচীর-আড়ালে আছে কি না কান দেখিবে ;
হ'ওনা নির্ভয় কি জানি কখন কি ঘটে। (১)

(১৬৬)

কোন কাজ করা কর্ত্তব্য কিনা, যদি তুমি তাহা ঠিক করিতে না পার, তাহা হইলে এমন ভাবে কাজ কর, যাহাতে তুমি ভবিষ্যতে কোন গোলমালে পতিত না হও।

কোমল ভাষীর সাথে কোমলতা চাই,
সন্ধি-অভিলাষী সহ করো না লড়াই।

(১৬৭)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থব্যয় করিয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, ততক্ষণ জীবন বিপন্ন করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। আরবী ভাষায় একটী প্রবাদ আছে,—সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইলে তবে তরবারি ধরিবে।

সমস্ত উপায় যদি ব্যর্থ হয়ে যায়,
তখনি ধরিবে অসি হ'য়ে নিরুপায়!

(১) দর্ ছোখন্ বা দোস্তাঁ আহ্ স্তা বাশ্,
তা নাদারাদ্ দুশ্ মনে খুঁখার্ গোশ্ ;
পেশে দেওয়ার্ আঁচে গোয়ী হোশ্ দার্,
তা না বাশদ্ দর্ পছে দেওয়ার্ গোশ্!

(১৬৮)

শত্রু নিরুপায় হইলে তাহার প্রতি অধিক অনুগ্রহ করিও না; কারণ, সে সুবিধা পাইলে হয়ত তোমাকে ছাড়িবে না।

অরাতিরে যবে তুমি দেখিবে দুর্ব্বল,
গোকে তা দিয়ে না হর্ষে হইয়া বিহ্বল।
কূটবুদ্ধি খেলে কত নরের মাথায়,
মানুষ কেমন কে তা' বুঝা নাহি যায়। (১)

(১৬৯)

অত্যাচারীকে হত্যা করা রাজশক্তির কর্ত্তব্য; তাহা হইলে লোকে তাহার অত্যাচার হইতে এবং সে নিজে ভবিষ্যতে অত্যাচারজনিত পরলোকের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে।

অনুগ্রহ করা ভাল নাহিক সংশয়,
সবাকার পরে কিন্তু সমুচিত নয়।
অত্যাচারী জালেম যে উপরে তাহার,
করো না করুণা কভু, থাক হুশিয়ার।

---

(১) দুশ্‌মন্‌ চু বিনি নাতওয়াঁ। লাফ্‌ আজ্‌ বরুতে খোদ্‌ মজন্‌,
মগ্‌জিস্ত্‌ দর্‌ হর্‌ ওস্ত্‌খাঁ। মর্দি্‌ ইস্ত্‌ দর হর্‌ পায়েরহান্‌!

সাপেরে না মার যদি করি' অনুগ্রহ
মানবের পরে তবে হইবে নিগ্রহ ! (১)

(১৭০)

শত্রু যদি কোন পরামর্শ দেয়, তাহা মনোযোগ সহকারে শুনা কর্ত্তব্য ; কিন্তু তদনুসারে কাজ করা অন্যায়। সে যেরূপ পরামর্শ দিবে, তাহার বিপরীত কাজ করিলে হয়ত যথেষ্ট উপকার পাইবে।

অরাতি করিতে যাহা বলিবে তোমারে,
করিলে তা' অনুতাপ হবে সহিবারে।
দেখালে সে সোজা পথ তীরের মতন,
ছাড়িয়া তা' অন্যদিকে করিবে গমন।

(১৭১)

অতিমাত্রায় ক্রোধ প্রকাশ করা বন্যভাবের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে বিনা কারণে যখন তখন অধিক কোমলতা ও অনুগ্রহ করিলে তোমার প্রতি লোকের ভয় কমিয়া যাইবে ; তাহাও সঙ্গত নহে। লোকের সহিত এরূপ কঠোর ব্যবহার করিও না, যাহাতে তোমার নিকট তাহারা কোন আশাই না করে ;

(১) পছন্দিদা আস্ত্‌ বখ্‌শায়েশ্‌ অলেকেন্‌
মনেহ্‌ বর্‌ রেশে খল্‌ক্‌ আজার্‌ মর্‌হম্‌ !
না দানেস্ত্‌ আঁ কে রহ্‌মত্‌ কর্দ্‌ বর্‌ মার্‌
কে আঁ জোল্‌মাস্ত্‌ বর্‌ ফর্‌জন্দে আদম্‌।

পক্ষান্তরে এত কোমলতাও করিও না যে, তাহারা তোমাকে কিছুমাত্র ভয় না করে।

কঠিনতা কোমলতা দুয়ের মিশ্রণে,
প্রকৃত কল্যাণ, ইহা রাখিও স্মরণে।
দেখ, করে চিকিৎসক অস্ত্র-উপচার,
শান্তির মলম বাঁধে উপরে তাহার।
কঠোরতা কোমলতা কিছু অতিশয়,
জ্ঞানী যে তাঁহার তরে ভাল কভু নয়।
উপেক্ষা করো না কারো করি' অহঙ্কার,
তাই বলি' খোয়া'ওনা মান আপনার।

(১৭২)

দুই ব্যক্তি রাজ্য ও ধর্ম্মের শত্রু। যে বাদ্‌শার ধৈর্য্য নাই, অস্থিরমতি, তিনি রাজ্যের শত্রু; পক্ষান্তরে যে দরবেশ-ফকিরের ধর্ম্ম-বিদ্যা নাই, তিনি দীনের ক্ষতিই করিয়া থাকেন।

যে রাজা মানে না নিজে খোদার আদেশ,
তাঁহার অধীনে যেন নাহি থাকে দেশ।

(১৭৩)

শত্রুর প্রতি অধিক রাগান্বিত হইয়া তাহাকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা বাদ্‌শার কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অমানুষিক শাস্তি প্রদান করিলে বন্ধুগণও বিরক্ত হইবে, তোমার ব্যবহারে

হতাশ হইয়া পড়িবে। ক্রোধ আগুনের ন্যায়, যে রাগান্বিত হয়, ক্রোধ প্রথমতঃ তাহাকেই দগ্ধ করে। অতঃপর তাহার শিখা ক্রোধভাজন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে, না করিতেও পারে।

মাটি হ'তে হে মানব, তোমার জনম,
আগুনের মত কেন হওহে গরম।
এত অহঙ্কার তব সমুচিত নয়!
মাটী সম রহ নত সকল সময়।

বল্‌কান ভূমে গিয়াছিনু আমি এক সাধকের নিকটে
কহিলাম তারে,—মূর্খতা আমার উপদেশে দূর করহ।
বলিলেন তিনি,—মাটির মতন সহ্য করহ সকলি
জ্ঞান-অভিমান যাহা কিছু তব সকলই পরি- হরহ। (১)

(১৭৪)

যে অসচ্চরিত্র, সে সর্ব্বদাই শত্রুহস্তে নিপতিত থাকে; সে যেখানেই যাউক না কেন, কখনই শত্রুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় না।

(১) দর্ খাকে বয়ল্‌কান্ বে রছিদম্ বা আ'বেদে
গোফ্‌তম্ মরা বতরবিয়াত আজ্. জোহল্ পাক্ কুন্!
গোফ্‌তা বেরও চু খাক্ তহম্মল্ কুন্ আয় ফকিহ.
ইয়া হরচে খান্দায়ী হামা দর্ জেরে খাক্ কুন্!

অসৎ যে জন আকাশেও যদি করে সে কখনো আরোহণ,
স্বভাবের দোষে সেখানেও হবে অরাতির করে জ্বালাতন।

(১৭৫)

শত্রুদলের মধ্যে যখন আত্মবিরোধ দেখিবে, তখন তাহাদিগের হইতে তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু যখন তাহারা সমস্ত দলাদলি ভুলিয়া গিয়া একতাবদ্ধ হয়, তখন সাবধান হও, তাহাদের আক্রমণে তুমি তখন বিপন্ন হইতে পার।

কলহে যখন তব শত্রুগণ রয়েছে মাতি'
বন্ধুগণ সহ কাটাও হরষে দিবস রাতি।
কিন্তু দেখ যদি তারা একপ্রাণ সমর মাঝে
হও সুসজ্জিত, উদাসীন থাকা আর না সাজে। (১)

(১৭৬)

শত্রুগণের শত্রুতা সাধনের সমস্ত কৌশল যখন ব্যর্থ হয়, তখন তাহারা বন্ধুত্বের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। তখন বন্ধুত্বের

(১) বেরও বা দোস্তাঁ আহ্‌স্তা বেনেশিঁ
চু বিনি দর্‌মিয়ানে দুশ্‌মনাঁ জঙ্গ্‌
অগর্‌ বিনি কে বাহম্‌ এক্‌ জবানন্দ্‌
কামাঁ রা জেহ্‌ কুন্‌ ও বর্‌ বারাহ্‌ বর্‌ ছঙ্গ্‌।

পরিচায়ক এমন এমন কার্য্য করে, যাহা কোন শত্রুর পক্ষে করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তখনও শত্রুতা সাধন তাহার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত চাতুরীতে ভুলিও না। সুবিধা বুঝিলে বাঘ মারিতে শত্রু পাঠাইবে; বাঘ মরে সেও ভাল, শত্রু মরে সেও ভাল। যাহাই হউক, তাহাতেই তোমার লাভ।

রণ-ক্ষেত্রে অরাতিরে দেখিয়া দুর্ব্বল
আনন্দ-আবেগে তুমি হ'ওনা বিহ্বল।
হতাশে মরিয়া যবে হয় কোনজন,
ভীষণ শার্দ্দুলে পারে করিতে নিধন!

(১৭৭)

যে সংবাদ কাহারো মনোকষ্টের কারণ হইতে পারে, তুমি সে সংবাদ তাহাকে দিও না। সে অন্যভাবে তাহা জানিতে পারিবে।

বুল্ বুল্ শুধু বসন্ত সংবাদ আনিবে
অশুভ বারতা পেচকের তরে রাখিবে। (১)

(১৭৮)

কেহ বাদ্শার ক্ষতিসাধন করিতেছে, ইহা জানিলেও সেকথা বাদ্শাকে না জানানই ভাল। কারণ, তিনি হয়ত তোমার

---

(১) বুল্ বুলা মশ্ দায়ে বাগার্ বেয়ার্
খবরে বদ্ ব বুমে শুম্ গোজার্!
এ দেশেও পেচকের ডাক অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয়।

কথা বিশ্বাস করিবেন না। ইহাতে তুমি বিষম বিপদে পতিত হইবে। তবে যদি বুঝিতে পার যে, বাদ্শা নিশ্চয়ই তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন, তাহা হইলে জানাইতে পার।

তখনই কথা বলা উচিত তোমার
বুঝিবে কথায় যবে হবে উপকার।
কথা বটে মানবের গৌরব বাড়ায়
কথা যেন হেয় ভাই, করেনা তোমায়।

(১৭৯)

যে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে যায়, তাহারই উপদেশ লাভের প্রয়োজন আছে।

শত্রুর চক্রান্তে সাবধান হও; চাটুকারের ধোকায় প্রবঞ্চিত হইওনা। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তোমাকে ধরিবার জন্য জাল পাতিয়াছে. দ্বিতীয় ব্যক্তি তোমার নিকট হইতে পকেট বোঝাই করিবার মতলব আঁটিয়াছে, তাহা মনে রাখিও।

নির্ব্বোধ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা শুনিয়া ভুলিয়া যায়, তাহার বিচারশক্তি লোপ পায়!

চাটুকার যারা প্রশংসা তাদের শুননা,
শত মুখে যদি তারা তব গুণ গাহে গো;
একদিন যদি নাহিক পুরাও কামনা,
সহস্র নিন্দা গাহিবে তোমার তাহে গো।

(১৮০)

ভ্রমত্রুটি প্রদর্শন না করিলে কথা নির্দ্দোষ হয় না।

মাতিও না অহঙ্কারে নিজের কথায় ;
বোকার তারিফে কহ কিবা আসেযায় !

(১৮১)

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ ও নির্দ্দোষ এবং নিজসন্তানকে অতীব সুন্দর মনে করে।

মুসলমান সনে ইহুদীর এক তর্ক
দেখি' একদিন একা হাসি আমি মরিয়া,
বলে মুসলমান নহে যদি ইহা সত্য
হইব ইহুদী, ইস্‌লাম পরি- হরিয়া
ইহুদী শপথ করিয়া কহিল,— আমিও
মিথ্যা হইলে ইস্‌লাম লব বরিয়া !
দুনিয়ায় জ্ঞান নাহি রহে যদি মোটেও
জ্ঞান-গর্ব্বে রবে সবার হৃদয় ভরিয়া !

(১৮২)

দশজন লোক এক দস্তরখানে বসিয়া নির্ব্বিবাদে আহার করিয়া থাকে, কিন্তু দুইটি কুকুর বিনাকলহে একটি মৃতদেহ খাইতে পারে না। সমগ্র জগতের ধনসম্পদ পাইলেও লোভী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মিটে না, কিন্তু অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিগণ একখানি

রুটিতেই পরম আনন্দিত হন। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—ধনী অসীম ধনসম্পদ সত্ত্বেও সুখী হইতে পারে না, কিন্তু যে দরিদ্র অল্পে সন্তুষ্ট সেই প্রকৃত মনের শান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

আ'ধ খানি শুকো রুটি হ'তে পারে শূন্য উদর পুরিতে,
নয়নের ক্ষুধা সারা জগতের বিভব না পারে দূরিতে। (১)

আমার পিতা শেষ জীবনে আমাকে এই অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন,—

কামনা আগুন সম জানিও নিশ্চয়,
দিওনা দিওনা তারে দিওনা প্রশ্রয়।
দোজখে জ্বলিতে হবে ইহারি কারণ;
সংযম- সলিল তা'তে করহ সিঞ্চন।

(১৮৩)

যে ব্যক্তি শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও সৎকাজ করে না বরং অন্যের প্রতি অত্যাচার করে, সে অসময়ে চরম দুঃখে নিপতিত হয়।

অত্যাচারী সম ভবে হতভাগা নাই আর,
বিপদের দিনে তার কেহ নয় আপনার।

---

(১) রুদায়ে তঙ্ বএক্ নানে তিহি পোর্ গর্দদ্
নিয়া'মতে রুয়ে জমিন্ পোর্ না কুনাদ্ দিদায়ে তঙ্।

(১৮৪)

যাহা খুব শীঘ্র হয়, তাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না।

শুনিয়াছি পূর্ব্বদেশে দক্ষশিল্পিগণ
চল্লিশ বছরে গড়ে চিনের বাসন।
এদেশে দু'দিনে গড়ে হাজারে হাজার,
তেমনি দেখিছ সবে মূল্যও তাহার।
কুক্কুট-শাবকগণ ডিম হ'তে বাহিরিয়া
আপনার খাদ্য তারা খুটিয়া খুটিয়া খায়,
মানব জনমে যবে জ্ঞানহীন একেবারে
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে কত মাস বর্ষ যায় ?
হঠাৎ "মানুষ" হয়ে কুক্কুট কুক্কুট রয়,
মানব সবার শ্রেষ্ঠ কালে কিন্তু মহিমায়।
শুক্তি সহজলভ্য তাই তার অনাদর
মুক্তা দুষ্প্রাপ্য তাই সকলেই তাহা চায়।

(১৮৫)

ধীরতার সহিত কাজ করিলে তাহা ভাল হয়; ব্যস্ততায় অনেক সময় কাজ পণ্ড হইয়া থাকে।

দেখেছি নিজের চোখে মাঠের মাঝারে
দ্রুতগামী পারে নাই বাজী জিতিবারে।
বায়ুগতী ঘোড়া হয় চলিতে অক্ষম
উটের গমন-বেগ নাহি হয় কম।

(১৮৬)

নির্ব্বোধের পক্ষে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। যদি তাহার ইহা জানা থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই নির্ব্বোধ হইত না।

বুদ্ধি বিবেচনা যদি নাহি রহে উদরে,
থেকো চুপ করি, তাই ভাল তব জানিও।
কথায় গৌরব লাভ করে নর- নিকরে,
কিন্তু তাহাতেই হয় পুনঃ অপ- মানিও।
বাদামের যদি শাস নাহি থাকে তা হ'লে,
সভার মাঝারে দিতে তাহা নাহি আনিও।

একটি অবোধ শিখাইতেছিল গাধারে,
তাহার কারণে করিত চেষ্টা অবিরাম।
জ্ঞানবান কহে কহিলেন ডাকি' তাহারে,
পাগলের মত করিতেছ কহ একি কাম?
পারিবে না কিছু শিখাতে উহারে, কাছে ওর
শিখ নীরবতা, জগতে তাহার নাহি দাম। (১)

না ভাবিয়া কেহ যদি কথা বলে তবে
কথায় গলদ তার অবশ্যই র'বে।

(১) নয়ামুজদ্ বাহায়েম্ আজ্ তু গোফ্তার্,
তু খামুশী বেয়ামুজ্ আজ্ বাহায়েম্।

কহহ সুন্দর কথা মানুষের মত
কিম্বা পশুসম চুপ রহহ সতত।

(১৮৭)

যে ব্যক্তি নিজের বিদ্যা দেখাইবার জন্য অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তর্ক করে, সে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাই জাহির করিয়া থাকে।

তর্ক মহতের সাথে সমুচিত নয়,
উচিত নীরব থাকা তোমার নিশ্চয়।

(১৮৮)

যে ব্যক্তি অসৎ সংসর্গে যাপন করে, সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না।

ফেরেশ্‌তা যদ্যপি রহে দৈত্যের সহিত,
অশিষ্ট উদ্ধত অতি হবে সে নিশ্চিত।
বাঘে কভু নাহি করে পর-উপকার
অসতে করে না ভাল, বিদিত সংসার।

(১৮৯)

লোকের গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিও না। ইহাতে যেমন লোককে লজ্জা দেওয়া হইবে, তেমনি তুমি লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা করিল, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য

করিল না, তাহার সহিত সেই কৃষকের তুলনা দেওয়া যায়, যে বহু কষ্ট করিয়া ভূমি কর্ষণ করিল, কিন্তু কোন বীজ বপন করিল না।

বোরকায় ঢাকা দেখি ভাবিনু কি সুন্দরী
আবরণ তুলি' দেখি কুৎসিৎ অতি সে।
দেখি' তারে কত সুখী হয়েছিল অন্তর-ই,
বুঝিলাম পরে তাঁরে অতি হীনমতি সে।

(১৯০)

সমস্ত রাত্রি যদি শবেকদর হইত, তাহা হইলে শবেকদরের কোনই কদর থাকিত না।

সমস্ত পাথর হ'লে মহামূল্য মণি;
মণির কদর কিছু হ'তো না কখনি।

(১৯১)

যাহাকে দেখিতে খুব সুন্দর, তাহার ভিতরের স্বভাবটিও যে তেমন সুন্দর হইবে, এমন কোন কথা নাই। কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরের সৌন্দর্য্যের তেমন মূল্য নাই, ভিতরের গুণের আবশ্যক।

একদিনে তুমি পারিবে জানিতে
কতটুকু আছে গুণ কার,
দোষ কিন্তু তার বুঝিবারে নাহি
পারিবেক বহু বরষেও।

বাহির দেখিয়া ভুলিও না ভাই,
থাকিবেক সদা, হুশিয়ার ;
ভাল জানি' যারে বাসিতেছ ভাল,
হতে পারে নরা- ধম সেও !

(১৯২)

নির্ব্বোধ অকর্ম্মা লোকেরা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণকে পছন্দ করে না। বাজারের সাধারণ কুকুর শিকারী কুকুর দেখিলে দূর হইতে ঘেউ ঘেউ করে; কিন্তু তাহার নিকটে যাইতে সাহসী হয় না। নির্ব্বোধ হতভাগা লোকগুলিও সেইরূপ গুণী ব্যক্তির সম্মুখে গিয়া কথা বলিতে সাহস পায় না ; দূর হইতে তাহার নিন্দা প্রচার করিয়া আনন্দ লাভ করে!

হিংসুক সম্মুখে আসি' পারে না কহিতে কথা,
অপবাদ রটাইয়া ফেরে শুধু যথা তথা !

(১৯৩)

উদরের অত্যাচার না থাকিলে পাখী শিকারীর ফাঁদে পড়িত না ; পক্ষান্তরে শিকারীও তাহার ফাঁদ পাতিত না। জ্ঞানী লোকেরা বিলম্বে বিলম্বে আহার করেন, দরবেশেরা আ'ধপেট খাইয়া থাকেন। যাঁহারা কঠোর সাধক, তাঁহারা এই পরিমাণে আহার করেন যাহাতে কোনরূপে জীবন রক্ষা হয়। যুবকেরা যতক্ষণ খাঞ্চায় খাদ্য থাকে ততক্ষণ খাইতে

পশ্চাৎপদ হয় না। বৃদ্ধেরা ঘর্ম্ম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে ; কিন্তু বেশরা ফকিরেরা এত অধিক খাইয়া থাকে যে, পেটে নিশ্বাস গ্রহণেরও স্থান থাকে না ; এমনকি, অন্য সকলের খাদ্য পর্য্যন্তও ফুরাইয়া যায়।

উদর পূজক যারা বেশী খেয়ে কোন দিন,
ঘুমাইতে নাহি পারে উদরের যাতনায় !
পেটের চিন্তায় কভু থাকে রে সে শান্তিহীন
হয় না নিশিতে ঘুম কাটে নানা ভাবনায় !

(১৯৪)

স্ত্রীলোকদের সহিত অধিক সংমিশ্রণ অবনতির কারণ! পাপাচারীদিগকে মুক্তহস্তে দান করা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত।

কর অনুগ্রহ যদি কমিনার পরে
করিবে অধিক পাপ নির্ভয় অন্তরে।

(১৯৫)

উপযুক্ত সুবিধা পাইলেই শত্রুকে ধ্বংস করা উচিত ; যে না করে সে নিজেরই শত্রু।

পাথরের পরে দেখি' সাপের মস্তক
না ভাঙ্গিলে তাহা, তুমি নিরেট আহ্‌মক্।

এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারণ, শত্রুকে একবার হত্যা করিয়া ফেলিলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করা

সম্ভবপর নহে। অতএব সহসা তাহাকে হত্যা না করিয়া বিলম্ব ও চিন্তা করা উচিত। হয়ত তাহাতে অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। একবার মারিয়া ফেলিলে শেষে বৃথা অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।

সহজে মারিতে পার, কিন্তু মৃত জনে
বাচান সম্ভব নয়, রাখিও তা' মনে।
ভাবিয়া ছবর করি' ছাড় তব তীর
ছাড়িলে না ফিরিবে তা' জানিও সুস্থির।

(১৯৬)

কোন জ্ঞানীব্যক্তি মূর্খগণের মধ্যে নিপতিত হইলে যেন তিনি এরূপ আশা না করেন যে, তাহারা তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে। যদি কোন মূর্খ গলাবাজীতে পণ্ডিত ব্যক্তিকে পরাস্ত করে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ, সামান্য প্রস্তরের আঘাতে মহামুল্য মুক্তাও চূর্ণ হইতে পারে!

বুল্ বুল্ যদি নাহি গাহে তাহা বিস্ময়ের কথা নয়,
কাক সহ এক পিঞ্জরে তাহার থাকিবারে যদি হয়।

পণ্ডিত লাঞ্ছিত হ'লে নাদানের নিকটে
ক্ষুণ্ণমন হওয়া তাঁর সমুচিত নয় গো;
সুবর্ণ-বর্ত্তন কোন ভাঙ্গিলেও পাথরে
প্রস্তর প্রস্তর, হেম সেই হেম রহে গো।

সুমধুর বীণা-ধ্বনি অপেক্ষা ঢোলের আওয়াজ উচ্চ।

ইহাতে ঢোলের অধিকতর মহিমা সূচিত হয় না। মূর্খের অর্থহীন উচ্চ গলাবাজীর কোনই মূল্য নাই।

(১৯৭)

রত্ন কর্দ্দমে নিপতিত হইলেও তাহার মূল্য হ্রাস হয় না; পক্ষান্তরে ধুলি আকাশে উঠিলেও তাহাকে কেহ মূল্যবান মনে করে না। উপযুক্ত মনোযোগী ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া দুঃখের বিষয়; পক্ষান্তরে অমনোযোগী অনুপযুক্ত ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ক্ষতিজনক। ছাই খুব উচ্চবংশ হইতে উৎপন্ন; কারণ, আগুনের মর্য্যাদা ও সম্মানগৌরব যথেষ্ট; উচ্চবংশ-সম্ভূত বলিয়া কেহই ছাইকে সম্মান করে না। কারণ, তাহার নিজের কোনই গুণ নাই। লোকে চিনি ভালবাসে, কারণ, তাহার মধ্যে অসাধারণ গুণ মিষ্টতা বিদ্যমান আছে। কেহ তাহার পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষুদণ্ডের খাতিরে তাহাকে ভালবাসে, এরূপ নহে।

আছিল কেনান নবী-সুত, তবু
বাড়ে নাই তার সম্মান
নবীর জনক আজরের কেহ
করেনা কখনও গুনগান। (১)

(১) কেনান—নূহনবীর (আঃ) পুত্র।
আজর—হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) পিতা।

গুণ যদি থাকে দেখাও তাহাই
কুলের গৌরব করোনা,
কাঁটার ভিতরে জনমে কুসুম
তবু নয় তার কম্ মান।

(১৯৮)

কস্তুরী নিজ গুণগরিমা সুগন্ধ দ্বারা নিজেই চৌদিকে বিস্তার করিয়া থাকে; কস্তুরীবিক্রেতার প্রশংসাবাদের সে অপেক্ষা করে না। জ্ঞানী লোকেরা সুগন্ধীদ্রব্য বিক্রেতার স্থায় নীরব থাকেন; তাঁহাদের গুণগ্রামের সৌরভ স্বতঃই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে; তাঁহাদিগকে নিজ মুখে তাহা প্রকাশ করিতে হয় না। মূর্খ লোকেরা ঢোলের মত; তাহাদের শব্দ বহুদূর হইতে লোকে শুনিতে পায়, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই।

জাহেলের মাঝে যদি থাকে জ্ঞানী কোন জন,
আদর সম্মান তাঁর কখনই নাহি হয়।
সুন্দরের সমাদর কি বুঝিবে অন্ধ জন?
কোরান কাফের নাহি বুঝে কি গৌরবময়।

(১৯৯)

চিরদিন যাহার সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ আছ, তাহাকে এক মুহূর্ত্তেই ব্যথিত করিও না।

চির জীবনের সাধনে লভেছ যাহার চিত্ত
যেন মুহূর্ত্তের কারণে হারা'য়োনা সেই বিত্ত!
কত যুগ থাকি' আঁধারে হ'য়েছে প্রস্তর রত্ন,
করিওনা চূর তাহারে না করি' আদর যত্ন।

(২০০)

শক্তি নাই অথচ মাথায় খুব বুদ্ধি আছে, সে বুদ্ধি চাতুরী ও গালগল্পেই পর্য্যবেশিত হয়। পক্ষান্তরে শক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধি নাই, সে শক্তি মূর্খতা এবং পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শিষ্টতা ভদ্রতা চাই চাই বুদ্ধি জ্ঞান,
তার পর টাকা আর সম্পদের স্থান।

(২০১)

যে ছুফী টাকা গ্রহণ করে এবং সঞ্চয় করে, তাহা অপেক্ষা সেই সাংসারিক লোকই শ্রেষ্ঠ, যে ভোগ করে এবং দান করে।

যে ব্যক্তি লোকের শ্রদ্ধা পাইবার জন্য পরহেজগারী করিয়া থাকে, সে হালাল বিষয় ভোগের পরিবর্ত্তে হারাম ভোগ করিয়া মহাপাপী হয়।

খোদার উদ্দেশ্যে নয় সাধনা যাহার,
আঁধারে মুকুরে কি সে পাবে দেখিবার? (১)

(১) আ'বেদ্ কে না আজ্ বহ্রে খোদা গোশানশিনদ্,
বেচারা দর্ আয়নায়ে তরিক চে বিনদ্?

(২০২)

মূর্খব্যক্তির অশিষ্ট ব্যবহার আ'লেমের পক্ষে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে ; ইহাতে উভয়েরই ক্ষতি, মূর্খের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে, এবং লোকচক্ষে আ'লেমকে হেয় হইতে হইবে।

কহিলে কমিনা সনে * কোমল বারতা
বাড়ে তার বেয়াদবী, ঔদ্ধত্য, হীনতা !

(২০৩)

যে কেহ পাপানুষ্ঠান করুক, তাহা অন্যায় ; আ'লেম করিলে সমধিক অন্যায়। কারণ, এ'লেম শয়তানের সহিত যুদ্ধের অস্ত্র-স্বরূপ। নিরস্ত্রকে কেহ বন্দী করিলে তাহা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু অস্ত্রধারীকে কেহ আবদ্ধ করিলে তাহা বিশেষ লজ্জা ও ঘৃণার কথা।

সাধারণ মূর্খগণে পাপপথগামী
বিদ্বান পাতকী হ'তে ভালবাসি আমি।
চক্ষুহীন বলি' এরা পথ নাহি পায়,
চক্ষু থাকিতেও ওরা পড়িছে কুয়ায়।

(২০৪)

একটি নিশ্বাসের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে। আমাদের পার্থিব জীবনের দুইদিকে দুইটি গভীর রহস্যময়

* কমিনা=হীন

অনস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। জীবনের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। এই নগণ্য পার্থিব জীবনের বিনিময়ে যাহারা অনন্ত জীবনের সম্বল ধর্ম্ম বিক্রয় করে, তাহারা গর্দ্দভ। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অবদান ইউসোফ্‌কে (আঃ) বেচিতে চায়, সে কি কিনিবে? তাহা অপেক্ষা মূল্যবান আর কি আছে?

খোদাতা'লা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—হে মানবগণ, আমি কি তোমাদিগের নিকট হইতে এইরূপ শপথ আদায় করি নাই যে, তোমরা শয়তানের পদানুসরণ করিবে না?

সখার সহিত তব সেই অঙ্গীকার
অরাতির ছলনায় মনে নাই আর।
মিলিয়াছ কার সাথে ভাব একবার
ত্যাজি' সে প্রাণের সখা সর্ব্বস্ব তোমার।

(২০৩)

অভিশপ্ত শয়তান ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত পারিয়া উঠে না। যাহারা একেবারে নিঃস্ব দরিদ্র, বাদ্‌শাও তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারেন না।

উপাসনা যে জন না করে সে খোদার
তাহারে কিছুই তুমি নাহি দিও ধার।
খোদারে না করে ভয় যে অভাগা জন,
তব ঋণ শোধিবে সে, ভেবো না এমন।

(২০৬)

যে ব্যক্তি জীবনে লোককে খাইতে দেয় না, সে মরিয়া গেলে কেহই তাহাকে স্মরণ করিবে না। আঙ্গুর কত মিষ্ট, তাহা বাগানের অধিপতি ঠিক বুঝিতে পারেন না, বরং দরিদ্র অনাথা স্ত্রীলোকগণই বুঝিতে পারে। ইউসোফ আলায়হে ছালাম দুর্ভিক্ষের বৎসর তৃপ্তির সহিত খাইতেন না; কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে হয়ত তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে ভুলিয়া যাইবেন।

সুখ সম্পদের মাঝে রয়েছে যে জন
কেমনে সে বুঝিবে রে. ক্ষুধার জ্বলন?
সে পারে বুঝিতে কি যে ব্যথিত-বেদনা,
বেদনার মাঝে নিজে রয়েছে যে জনা।

বেগবান অশ্বে তুমি চলিছ ছওয়ার,
ভুলনা দুর্গতি কত অভাগা গাধার!
দেখিছ যে ধূম তুমি কুটীরে দীনের
জানিও তা' জ্বলন্ত সে মন-আগুনের।

(২০৭)

দুর্ভিক্ষের বৎসর দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা করিও না, তুমি কেমন আছ? ইহাতে তাহার মনের বেদনাই বৃদ্ধি পাইবে। যদি তাহার আহত মনে শান্তি-প্রলেপ দিতে পার,

কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পার, তবেই তাহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিও।

দেখ যদি গাধা কারো পতিত কাদায়,
পার ত সাহায্য কর উঠাইতে তা'য়।
না পার, অহেতু নাহি যেও কাছে তার,
করহ যতটা পার পর উপকার।

(২০৮)

যাহার যাহা ভাগ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অধিক সহস্র চেষ্টাতেও কেহ কিছু লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেকের মরণের সময় অবধারিত আছে, তাহার পূর্ব্বে বা পরে কেহই মরিবে না।

ক্রন্দন বিলাপে যদি বিদরে বিমান,
তা'তে না বদলে কভু খোদার বিধান।
কর যদি অনুযোগ, দাও গালি তাঁরে
খোদার "কাজা" না তবু বদলিতে পারে। *

দীন অভাগিনী, তার একটি প্রদীপ
জ্বলিছে ঘরের কোণে করি টিপ টিপ;
মহান ফেরেশ্‌তা যিনি চালান হাওয়ায়,
অসঙ্কোচে নিবাইয়া ফেলেন তাহায়।

* কাজা—বিধান

নিরুপায় দুখিনীর কাতর ক্রন্দন
বিচলিত মন তার করে কি কখন ? (১)

(২০৯)

পাপাচারী ধনীব্যক্তি স্বর্ণবিমণ্ডিত লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায়; বাহির হইতে দেখিতে সুন্দর এবং মূল্যবান, কিন্তু ভিতরে মৃত্তিকা। পক্ষান্তরে দরিদ্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধূলিধুসরিত অতি সুন্দর প্রিয়তম মা'শুকের ন্যায়। তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া সামান্য ব্যক্তি মনে হইলেও তিনি নিজগুণে শীঘ্রই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে। এইরূপ মহৎ-ব্যক্তি মুছা আলায়হে সালামের দীন পরিচ্ছদের ন্যায়, ছিন্ন হইলেও পবিত্রতা ও গৌরবে সমুজ্জ্বল। পক্ষান্তরে পাপাচারী ধনী ফেরা'উনের সুন্দর সুরঞ্জিত শ্মশ্রুর সহিত উপমিত হইবার উপযুক্ত। ধার্ম্মিক লোকের কঠোরতা তাঁহাকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়, কিন্তু ধনীর বিলাস-ব্যসন তাঁহাকে ধ্বংসের আবর্ত্তে নিপতিত করে!

সম্পদ গৌরব কারো দেখিয়া
হিংসা যেন আসেনা তোমার।

---

(১) কাজা দিগর্ না শওয়াদ্ দর্ হাজার্ নালাহ্ ও আহ্
ব শোক্‌র ইয়া ব শেকায়াত বর্ আয়াদ্ আজ্ দাহ্‌নে ;
ফেরেশ্‌তা কে ওকিল্‌স্ত্ বর্ খাজায়েনে-বাদ্,
চে গোম্ কুনাদ্ কে বেমিরাদ্ চেরাগে পীর্ জনে!

এ জগতে র'বে সবি পড়িয়া
একা সেথা হবে যাইবার।

(২১০)

খোদার দান দেখিয়া যে হিংসুক সন্তুষ্ট নহে, সে চূড়ান্ত কৃপণ। সে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করিয়া তাহার ক্ষতি কামনা করে।

একদিন এক জ্ঞানহীন পর- নিন্দায়
দেখিলাম আছে ভরপুর।
হতভাগা তুমি, কহিলাম ডাকি' আমি তায়;
এ স্বভাব তব কর দূর।
নির্দ্দোষ সে যে সকলেই তাঁর গুণ গায়,
সুযশ-প্রাসাদ মিছা কেন তাঁর কর চুর?
হিংসুক যেজন তার করিও না ক্ষতি,
সুখ শান্তি তার মনে নাই এক রতি।
করিও না চেষ্টা তার শত্রুতা সাধনে,
অরাতি নিজেই সে যে তাহার পিছনে।

(২১১)

যে ছাত্রের পড়িবার আগ্রহ নাই, সে অর্থহীন প্রেমিকের মত; যে দরবেশের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তিনি পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায়। সৎকর্ম্ম করেন না এমন আ'লেম ফলহীন বৃক্ষের, এবং বিদ্যাহীন

সাধক দ্বারহীন গৃহের ন্যায়। কোরান শরিফ এই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তাহা পড়িয়া তদনুসারে কাজ করতঃ লোকে উত্তম চরিত্র গঠন করিবে; কোরানের ছুরাগুলি শুধু কেরাতের সহিত আবৃত্তি করিবার জন্য নহে। ধর্ম্মপরায়ণ সাধারণ ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারী পথিকের মত ধীরে ধীরে চলিতেছেন। কিন্তু উদাসীন আ'লেমগণ অশ্বারোহী হইয়াও ঘুমাইয়া আছেন; দাম্ভিক সাধু অপেক্ষা অনুতপ্ত পাপী শ্রেষ্ঠ।

যে সাধু ব্যথিত করে অপরের মন
তা' চেয়ে সিপাহী ভাল সদয় যে জন।

সৎকার্য্যহীন আ'লেম মধুহীন মধুমক্ষিকার মত; তাহা হইতে কেহ উপকার পায় না, কিন্তু অনেকে মনে বেদনা পাইয়া থাকে।

(৯১২)

বীরত্বহীন পুরুষ স্ত্রীলোকের মত; লোভী দরবেশ অন্তঃসারশূন্য!

হে ছুফী, ছোফেদ অতি তোমার জামা যে,
কালিমায় ভরা কিন্তু "আ'মলনামা যে! *

---

(১) ছোফেদ্—শ্বেত। আ'মলনামা — কার্য্যবিবরণী, diary. মানবের যে আ'মল্‌নামা ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া হাশরের দিনে প্রত্যেক লোককে দেওয়া হইবে, এখানে তাহাই বুঝাইতেছে।

দুনিয়ার পানে হাত ক'রোনা দারাজ, *
আস্তিনের ছোট বড় বিচারে কি কাজ ?

(২২৩)

দুই ব্যক্তির মনের আক্ষেপ অফুরন্ত, তাহাদের অনুতাপের কোনই সান্ত্বনা নাই ; যে সওদাগরের মালপূর্ণ জাহাজ অকূল সমুদ্রে ডুবিয়াছে, এবং যে ভদ্রলোকের সন্তান বেশরা ফকির-দের সহিত মিশিয়াছে।

গরিবেরা যদি তব টাকা হ'তে
নাহি কোন উপ- কার পায়,
তব ঘাড় ভাঙ্গি' খাইবে শোণিত,
সন্দেহ কিছু নাই তায়।
গেরুয়া বসন- পরিহিত বদ-
ফকিরের সাথে মিশ না,
মিশ যদি তবে হারাইবে সব,
মারিবে কুঠার নিজ- পায়।
হাতীর মালিক বড়লোক সাথে
কুটুম্বিতা করা ভাল নয়,
করিতে চাহিলে জানিও নিশ্চয়
বড়লোক আগে হ'তে হয়। (১)

* দারাজ—লম্বা।
(১) ইয়া মকুন্ বা পিল্বানাঁ। দুস্তি,
ইয়া বেনা কুন্ খানায়ে দর্ খোর্দ্দে পিল্।

(২১৪)

জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ অনুমানের উপর ঔষধ সেবন, এবং অজানিত পথে একাকী গমন কখনই অনুমোদন করেন না। এমাম মোরশেদ্ মোহাম্মদ গাজ্জালী আলায়হে রহম্ তকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কিরূপে এমন অসাধারণ বিদ্যার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—আমি যাহা কিছু জানিতাম না, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হই নাই, ইহাই আমার উন্নতির কারণ।

তখনি স্বাস্থ্যের আশা করিবারে পারিবে,
দেখা'বে শরীর যবে দক্ষ কোন হবিবে।
জাননা যা' জিজ্ঞাসিতে লাজ নাহি করিবে,
জিজ্ঞাসা জ্ঞানের বাতি— অন্ধকার হরিবে।

যাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের পদমর্য্যাদার হানি করা বাদ্শার কর্ত্তব্য নহে।

(২১৫)

যে ব্যক্তি অসৎসংসর্গ অবলম্বন করে, যদিও সে অসৎ গুণাবলীদ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, তথাপি বদনামীর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। কেহ মদের দোকানে নামাজ পড়িতে গেলেও লোকে তাহাকে মদ্যপায়ী বলিয়া অসাক্ষাতে নিন্দা করিতে ছাড়িবে না।

নাদানের ছাপ মারা র'বে তবে ললাটে,
নাদানের সনে যদি মিশ তুমি হে জ্ঞানী,
মহাজন-সন্নিকটে চাহিলাম উপদেশ,
'মিশিওনা মূর্খ সনে' কহিলেন এ বাণী;
মিশিলে পণ্ডিতও যদি হও, হবে জ্ঞানহীন,
নাদানের শত গুণ বেড়ে যাবে নাদানী।

(২১৬)

কাহারো সহিত কোন প্রয়োজনীয় কথা বলিতে হইলে তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলা উচিত।

মেজাজ বুঝিয়া কথা কহিবেক জ্ঞানীজন
বুঝ যদি শুনিবার আছে তার বাসনা।
মজনুর সাথে কথা কহ যদি কদাচন,
লায়লীর আলোচনা বিনা কিছু ক'রো না।

(২১৭)

উষ্ট্রের ধৈর্য্য ও আনুগত্য অসাধারণ। যদি কোন সামান্য বালক তাহার লাগাম ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলেও সে দুইশত ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে গমন করিবে। যদি এমন কোন বিপদ সম্মুখে আসে, যাহাতে জীবন নাশ হইতে পারে, অথচ বালকটি মূর্খতা বশতঃ তাহাকে লইয়া সেই দিকেই যাইতে চাহে, তাহা হইলে কিন্তু উট তাহার

কথা আর শুনিবে না। তাহার হাত হইতে জোর করিয়া লাগাম ছিনাইয়া লইবে, এবং আর তাহার অনুগত হইয়া চলিবে না। বিপদের সময় নির্ব্বোধের মত অন্যের আনুগত্য ভাল নহে।

কথিত আছে, কোমল ব্যবহার দ্বারা শত্রু কখনো বন্ধু হয় না; বরং তাহার শত্রুতাস্পৃহা আরো বাড়িয়া যায়।

কেহ যদি প্রাণ খুলি' ভালবাসে তোমারে
তাহার চরণ-ধূলি হ'য়ে রও, হ'য়ে রও;
বিরুদ্ধাচারী যে ঠিক শিক্ষা দাও তাহারে,
অত্যাচার তার নাহি সয়ে' রও সয়ে' রও।
কঠোর জনের সাথে কোমলতা চাই না,
জাঙ্গারা কঠিন অতি উকা চাই তাই না। (১)

(২১৮)

অন্য দুই ব্যক্তির কথার মধ্যে যে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথা বলে, লোকে তাহাকে মূর্খ মনে করে।

জিজ্ঞাসা বিহনে কথা নাহি ক'ন জ্ঞানিগণ,
বোকা যে অধিক কথা কয় সেই সর্ব্বক্ষণ।

---

(১) কছে কে লোত্‌ফ্‌ কুনাদ্ বা তু থাকে পায়শ্‌ বাশ্‌
অগার্ খেলাফ্‌ কুনাদ্ দর্ দো চশ্‌মশ্‌ আফ্‌গান্ থাক্!
ছোখন্ বা লোৎফ্‌ ও করম্ বা দোরোশ্‌ত্‌ খোয়ে মগোয়ে'
কে জঙ্গ্‌ খোর্দ্দা না গর্দ্দদ্ মাগার্ ব ছোহন্ পাক্।

(২১৯)

সমস্ত বিষয়ের আলোচনা সর্ব্বদা সুরুচিসঙ্গত নহে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন,—নির্ব্বোধ ব্যক্তি কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া কোন কোন উত্তর শুনিয়া সহসা চটিয়া থাকে।

বহু উপকার নাহি বুঝ যদি কথাতে
উচিত তোমার রহিবে তখন নীরবে।
সে মিথ্যার চেয়ে মুক্তি পাইবে যাহাতে
সত্যই ভাল, হউক শাস্তি যা' হ'বে (১)

(২২০)

মিথ্যা কথা আমাদের আত্মার উপর একটি ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন করে। উহার চিহ্ন কখনই বিলীন হয় না। মিথ্যা-বাদী সত্যকথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।

সত্যবাদী বলি' জানে সকলে যাহায়,
করিলেও দোষ সবে ক্ষমা করে তায়।
মিথ্যাবাদী বলি' যারে সকলেই জানে,
তার সত্য সত্য বলি' কেহই না মানে।

---

(১) তা নেক্ নাদানী কে ছোখন্ আ'য়নে ছওয়াবস্ত্
বায়াদ কে বগোফ্তন্ দহন্ আজ্ হাম্ না কোশায়ী!
গার্ রাস্ত্ ছোখন্ গোয়ী ও দর্ বন্দ্ বেমানী
বেহ্ জাঁ কে দোরোগত্ দেহাদ্ আজ্ বন্দ্ রেহায়ী!

(২২১)

বাহ্যদৃষ্টিতে মানব সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত। কিন্তু জ্ঞানিগণের সমবেত অভিমত এই যে, অকৃতজ্ঞ মানব অপেক্ষা কৃতজ্ঞ কুকুর অনেক ভাল।

ভুলেনা কখনো কুকুরে
একমুষ্টি যদি পায় সে,
শত পাথরের আঘাতও
তব হাতে যদি খায় সে।
সারাটি জীবন যতনে
পালো যদি হীন- মানবে
সামান্য কারণে লড়িতে
তোমার সহিত ধায় সে (১)

(২২২)

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রবৃত্তির দাস, তাহার মধ্যে উচ্চ গুণাবলী বিকাশ পায় না। যাহার মধ্যে উচ্চ গুণাবলী নাই, সে শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব পাইবার উপযুক্ত নহে।

(১) ছগেরা লোক্‌মায়ে হর্‌গেজ্‌ ফরামুশ্‌
না গর্দ্দদ্‌ অর্‌ জনী ছদ্‌ নওবতশ্‌ ছঙ্গ্‌;
অগর্‌ ওম্‌রে নওয়াজী ছেফ্‌লায়ে রা
বকমতর্‌ চিজে আয়াদ্‌ বা তু দর্‌ জঙ্গ্‌!

বেশী যে আহার করে বলিও না ভাল তারে,
গুণ তার মাঝে খুব কমই পাবে দেখিবারে।
কর যদি দেহ মোটা গরুর মতন তব
উপেক্ষা গরুর মত হবে সদা সহিবারে।

(২২৩)

ইঞ্জিল কেতাবে খোদাতা'লা বলিয়াছেন,—হে আদম সন্তানগণ, যদি আমি তোমাদিগকে ধনী করি, ধনের মোহে আমাকে ভুলিয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে দরিদ্র করিলে ক্ষুণ্নমনে দুশ্চিন্তায় বসিয়া বসিয়া সময় কাটাইবে। এইরূপই যখন তোমাদের অবস্থা, তখন আমার জেকেরের মিষ্টতা কেমন করিয়া উপভোগ করিবে? আমার এবাদতে কখন মশ্‌গুল্ হইবে?

পাইলে বিভব রহিবে মত্ত তাহাতে,
হইলে অভাব রহিবে অস্থির সতত।
কখন চিত্ত করিবে নিয়োগ খোদাতে?
এমনই যদি অবস্থা তোমার বল ত।

(২২৪)

যদি তিনি রুদ্রতার তরবারি নিষ্কোষিত করেন, তাহা হইবে নবী অলিগণও ভয়কম্পিত হন। পক্ষান্তরে যদি তিনি করুণা কটাক্ষপাত করেন, তবে বহু পাপী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের বরকতে

হাশরের দিনে নাজাত * পাইয়া বেহেশ্‌তে যাইতে সমর্থ হইবে।

হাশরের দিনে যদি সে
গজব-নজরে চাহে গো,
ক্ষমতা কি নবী রছুলও
কোন কিছু তথা চাহে গো?
রহম-নজরে চাহিলে
গোনাগার যারা অতিও
সহজে যাইবে তরিয়া
পোলছিরাতের রাহে গো! †

(২২৫)

ভাগ্যবান ব্যক্তিরা পুর্ব্ববর্ত্তিগণের অবস্থা ও জীবনের ইতিহাস হইতে শিক্ষা পাইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী লোকেরা তাঁহাদের জীবন-কাহিনী হইতে শিক্ষা পাইবার পুর্ব্বেই তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়া তদনুযায়ী কাজ করেন। তাঁহারা দেখিয়া শেখেন, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ঠেকিয়া শিখে; কিন্তু সে শিক্ষায় কোনই কাজ হয় না।

* নাজাত=মুক্তি

† পোল্‌ছিরাত=সূক্ষ্মতম পথ, যাহা অতিক্রম করিয়া ধার্ম্মিকগণ বেহেশ্‌তে যাইবেন। ছিরাত এবং রাহ্‌ এই উভয় শব্দের অর্থই রাস্তা। এখানে সাধারণ প্রচলন অনুসারে শব্দ দু'টি একসঙ্গে লিখিত হইল।

কথিত আছে, চোর তাহার হস্ত সঙ্কুচিত করিতে কখনই পারে না, যতক্ষণ না চৌর্য্যাপরাধে তাহার হাত কাটিয়া খাটো করা হয়।

পড়েনা বিহগ আনায়ে,
দেখিলে একটি বন্দী,
ব্যর্থ চতুর কিরাতের,
শত প্রলোভন ফন্দি !
পরের বিপদ দেখিয়া
সাবধান হও এখনি,
থাকিতে সময় যতনে
পরিণাম পানে মন দি'। (১)

(২২৬)

যাহার আধ্যাত্মিক কর্ণ বধির, সে কিরূপে সেই প্রেমময়ের সাদর আহ্বানে সাড়া দিবে ? যাহাকে তিনি সৌভাগ্যের জালে আবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করেন, যেরূপেই হউক সে তাঁহার দিকে অগ্রসর না হইয়া পারে না।

গভীর আঁধার নিশিতে
যাঁহারা খোদার পেয়ারা,

(১) না রওয়াদ্ মোর্গ্ ছুয়ে দানা ফারাজ্,
চু দিগর্ মোর্গ্ বিনাদ্ আন্দর্ বন্দ্।
পন্দ্ গীর্ আজ্ মোছায়েবে দিগরাঁ।
তা না গিরন্দ্ দিগরাঁ। বা তু পন্দ্ !

দিনের মতন চমকে
এমনি উজ্জল তাঁহারা!
তাঁহার অপার মেহেরে
লভে এ কপাল মানবে,
বাহু বলে নারে লভিতে
মহা বলিয়ান যাহারা! (১)
মনের বেদনা মোর কব আর কাহারে?
তুমি ছাড়া কেহ নাই এ সংসার মাঝারে।
যাহারে দেখাও পথ পথ হারা হবে না,
বিপথে চালাও যারে, কে ফিরায় তাহারে?

(২২৭)

যে বাদ্‌শার জীবনের শেষ অশুভ তাঁহার অপেক্ষা যে ভিক্ষুকের শেষ জীবন কল্যাণজনক, সেই শ্রেষ্ঠ। যাহার শেষ ভাল তাহাই প্রকৃতপক্ষে ভাল বলিয়া পরিগণিত।

দুখের পিছনে সুখ ভাল অতিশয়,
আগে সুখ পরে দুখ অসহ্য নিশ্চয়?

(২২৮)

আকাশ পৃথিবীকে নানা উপহারে গৌরবান্বিত করে;

(১) শবে তারিক্ দোস্তানে খোদায়ে
মি বতাবদ্ চু রোজে রখ্‌শন্দা!
ও ইঁ ছায়া'দত্ বজোঁরে বাজু নিস্ত্
তা না বখ্‌শদ্ খোদায়ে বখ্‌শন্দা!

পৃথিবী কিন্তু তাহার প্রতিদানে আকাশকে ধূলিরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেয় না। কোন পাত্রে যে দ্রব্য থাকে, সেই পাত্র হইতে তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই পাইবার আশা করা অন্যায়।

আমার স্বভাব সত্য ভাল নয় ভাল নয়,
স্বভাবে তোমার মোরে কর জয় কর জয়।

(২২৯)

খোদাতা'লা আমাদের সমস্ত গুপ্তদোষ দেখিতেছেন, তথাপি তিনি তাহা কিছুই প্রকাশ করেন না। প্রতিবেশীরা দেখে না, তথাপি অনুমান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া থাকে!

জানিত মানব যদি যে কথা গোপন,
কারো হাতে রেহাই না পে'ত কোনজন।

(২৩০)

স্বর্ণ খনি হইতে খনিত্রের সাহায্যে উত্তোলন করা হয়; বখিলের প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার হস্ত হইতে উহা উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে।

হতভাগা যারা খায় না
রাখে সমুদয় জমা'য়ে,
খাওয়া পরা ভাবে তাহারা
ফেলিবে বিভব কমা'য়ে।

সহসা একদা সঁপিয়া
অরাতির করে সকলি
যাইবে কোথায় ছাড়িয়া
বসুমতী প্রিয়তমা এ। (১)

(২৩১)

যে ব্যক্তি অধীনস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর অনুগ্রহ করেনা, তাহাকে তাহা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

শরীরে যাহার রয়েছে শকতি
অহেতু অন্যায় করিয়া
গরীব জনের উপরে কখনও
জুলুম যেন না করে সে।
কা'রো মনে কভু দিওনা বেদনা
মহান খোদায় স্মরিয়া;
অপরের তরে খোচে রে যে কূপ
নিজে পড়ি' তা'তে মরে সে।
জালেম যে জন অপরের হাতে
সহিবে জুলুম নিশ্চয়;

(১) চুনাঁ না খোরন্দ্ ও নেগাহ্ দারন্দ্
গোয়ান্দ্ ভুমেদ্ বেহ্ কে খোর্দ্দাহ্।
রোজে বিনি ব কামে দোশ্মন্
জর মান্দাহ্ ও খাক্ছার্ মোর্দ্দাহ্!

সাবধান, যেন কভু না জুলুম
করে অপরের পরে সে।

(২৩২)

একজন দরবেশ খোদাতা'লার দরগায় এইরূপ মোনাজাত করিতেন,—হে খোদা তুমি অসৎ লোকদের উপরে অনুগ্রহ কর; যাঁহারা সৎলোক, তাঁহারা তোমার অনুগ্রহ পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহারা সৎ হইতে পারিয়াছেন।

যেখানে শত্রুতা এবং কলহ, সেইস্থান হইতে জ্ঞানীলোকেরা দূরে পলায়ন করেন। পক্ষান্তরে যেস্থানে মিলন ও শান্তি, সেই স্থানে তাঁহারা স্থিতি করেন। প্রথমোক্ত স্থান হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্থানের মধ্যেই মিষ্টতা বিদ্যমান।

চরিতে ফসল-ক্ষেতে লোভ হয় ঘোটকের,
কিন্তু সে স্বাধীন নয়, হাতে বাঁধা অপরের।

(২৩৩)

জম্‌শেদ বাদ্‌শাহ্‌ সর্ব্বপ্রথম বস্ত্রের উপর নক্‌শা ও বাম হস্তে অঙ্গুরি পরিধানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি বাম হস্তে অঙ্গুরি কেন পরেন? সকলেই ত জানে যে, দক্ষিণ হস্তের সম্মান ও গৌরব অধিক। বাদ্‌শা উত্তর দিলেন,—সততাই সত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, তাঁহার অন্ত অলঙ্কারের আবশ্যকতা নাই। যে নিজেই

গৌরবান্বিত, কৃত্রিম উপায়ে তাহার গৌরব বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

প্রসিদ্ধ বাদ্‌শা ফরিদুন্ চীন দেশীয় বিখ্যাত চিত্রকরগণকে শিবির-বস্ত্রের চতুস্পার্শ্ব কারুকার্য্যখচিত করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ শিবির-বস্ত্র তেমন মূল্যবান হয় না, তাঁহার বিবেচনায় তাহাই সজ্জিত করা অধিকতর প্রয়োজন ছিল।

তোষো ভাল- ব্যবহারে সকল সময়
সাবধানে তাহা সবে যারা ভাল নয়।
ভাল যে তাহারে ল'য়ে কোন ভয় নাই,
ভাল সে রহিবে, তুমি করনা যাহাই। (১)

(২৩৪)

কোন মহৎ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আচ্ছা বলুন ত, সমস্ত কার্য্যেই দক্ষিণ হস্তের এত ফজিলত, এত গৌরব, তথাপি তাহাকে বঞ্চিত করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিতে লোকে স্বুবর্ণ-অঙ্গুরি পরিধান করে কেন? তিনি উত্তর দিলেন,—তুমি কি জান না যে, শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ধনসম্পদে বঞ্চিত থাকেন।

---

(১) ফরিদুঁ গোফ্‌ত্ নকাশানে চীন্ রা,
কে পায়রামর্কে খর্‌গাহশ্ বোদুজন্দ্!
বদাঁরা নেক্ দার্ আয় মর্দে হুশয়ার্
কে নেকাঁ খোদ্ বোজর্গ্ ও নেক্ রোজন্দ্!

জগতে খোদার দেখি এমনি বিধান
ধনী কেহ, যদিও রে নাই বুদ্ধি জ্ঞান।
কত কত মহাজ্ঞানী মনীষী সুজন
সহিতেছে নিরবধি দারিদ্র্য-পীড়ন।

(২৩৮)

যাঁহার টাকার লোভ নাই, পক্ষান্তরে মস্তক দান করিতেও কোন ক্ষোভ নাই, তাঁহারই পক্ষে বাদ্‌শাকে উপদেশ দিতে যাওয়া সঙ্গত। মুক্ত, ভীতিশূন্য প্রাণ লইয়া নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে উপদেশ দিতে হইবে। কারণ, ইহাতে জীবননাশের পূর্ণ আশঙ্কা আছে।

একেশ্বরবাদী ভবে যে
একি সে খোদার ভক্ত,
ডরে না ক খর- অসিতে
চাহে না ক শাহী- তখ্‌ত।
কোন আশা ভয় নাই তাঁর
কারো হ'তে এই জগতে;
খোদা-ভকতের এই নিদর্শন,
জগতে যে নেক- বখ্‌ত। (১)

(১) মওয়াহেদ্ চে দর্ পায়ে রিজি জরশ্,
চে শোম্‌শেরে হিন্দী নিহি বর্ ছরশ্।
ওমেদ্ ও হরাছশ্ নাবাশদ্ যে কছ্,
বরিনস্ত্ বনিয়াদে তওহিদ্ ও বছ্।

(২৩৬)

বাদ্‌শার কর্ত্তব্য—দুষ্টের দমন করা; পুলিসের কর্ত্তব্য—দস্যু-তস্করের অত্যাচার হইতে সকলকে রক্ষা করা। কাজী বিচারের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করেন।

দেনা যাহা আছে তব দাও নিজ খুশিতে,
অহেতু কি হেতু তুমি সহিবে হে অপমান?
স্বেচ্ছায় না দাও যদি, সিপাইয়ের ঘুসিতে
দিতে হবে, মিছামিছি কেন হবে পেরেশান?

(২৩৭)

অধিক টক দ্রব্য আহার করিলে সকলেরই দাঁত টক হইয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। কাজীর দাঁত কিন্তু মিষ্টতাতেই অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। উৎকোচরূপ মিষ্টতার প্রভাবে কাজীর নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতা থাকে না।

যে কাজী উৎকোচ করেন গ্রহণ
থাকে না কিছুই জ্ঞান তাঁর।
ন্যায়েরে অন্যায় বলি' দিতে রায়
কাঁপে না কখনো প্রাণ তাঁর।

(২৩৮)

চরিত্রহীনা ব্যভিচারিণী নারী বৃদ্ধাবস্থায় তওবা না করিয়া কি করিবে? তখন যে তাহার পাপাচরণের সাধ্য বা

সুযোগই নাই। যে পুলিস-কর্ম্মচারী অসদাচরণের ফলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছে, সে লোকগণের প্রতি আর কিরূপে অত্যাচার করিতে পারে? এই উভয়ের বাধ্যতামূলক সাধুতায় প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই।

সংযমী যুবক যদি মাতে সাধনায়,
খোদার পথে সে বাঘ, বাখানি তাহায়।
স্থবির যে এবাদতে বসে গৃহ কোণে
প্রশংসা তাহার আমি করিব কেমনে? (১)

হে যুবক, যৌবনেই মাতো সাধনায়,
প্রবৃত্তি দমন কর, ভুলো না খোদায়।
বৃদ্ধের ইন্দ্রিয় যবে হয় রে শিথিল
সংযমের মূল্য তাঁর নাই এক তিল।

(২৩৯)

যাহাদের আছে অথচ খাইল না এবং যাহারা জানে অথচ তদনুসারে কাজ করিল না, মৃত্যুকালে তাহারা অশেষ অনুতাপ লইয়া যায়।

বখিলের দোষ ঘোষে সদা সর্ব্বজন,
কেহ নাহি ভাল তারে বাসে কদাচন।
দাতা যে দু'শত দোষ যদি তাঁর রয়,
সবে তা' গোপন করে, কখন না কয়।

(১) জওয়ানে গোশানশিঁ শেরে মর্দ্দে রাহে খোদাস্ত্
কে পীর্ খোদ্ না তওয়ানদ্ জে গোশায়ে বর্খাস্ত্।

(৯৪০)

একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—খোদাতা'লার সৃষ্ট সমস্ত গাছেরই ফল হয়; ফলহীন গাছ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজা-বাদ্শাদের অতি প্রিয় মহাগৌরবান্বিত ছর্‌ব্ গাছে কোনই ফল হয় না; বলুন ত ইহার মধ্যে কি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে? জ্ঞানী ব্যক্তিটি উত্তরে বলিলেন,—অন্য সমস্ত গাছই এক এক সময় পত্রপুষ্প ও ফল-সম্ভারে পূর্ণ হয়, আবার সময়ান্তরে নিতান্ত নগ্ন মূর্ত্তিতে দীনবেশে ইহারা প্রতিভাত হইয়া থাকে। ছর্‌ব্ বৃক্ষ কিন্তু এরূপ নহে; বৎসরের বার-মাসই ইহার ফলপুষ্পহীন একই অবস্থা। তাহার জীবনের ভাবের কখনই কোনপরিবর্ত্তন নাই; বরাবরই ইহা বিকারবিহীন অবস্থায় মাথা তুলিয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। যাঁহারা শুদ্ধ মুক্তপুরুষ, তাঁহাদের অবস্থা ঠিক এই রূপই। সংসারের কোন তরঙ্গ, কোন সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। কোন আবিল্যে তাঁহারা জড়িত নহেন। তাঁহারা চিরকাল মহা-গৌরবে অবিকৃত অবস্থায় স্থিতি করেন। আজাদ ব্যক্তিগণের * গুণ এই ছর্‌ব্ বৃক্ষে বিদ্যমান আছে, তাই ইহার এত আদর, এত গৌরব।

পার যদি ফলবান তরুর মতন
সবারে কল্যাণ রাশি কর বিতরণ।

---

* আজাদ=মুক্তপুরুষ।

না পার নির্ম্মুক্ত রও, এক পাশে থাক
সংসারের গোলযোগে জড়াইও না ক।

বেঁধোনা ও মন বেঁধোনা
দু'দিনের এই মায়াতে,
মিছে পাবে মনে বেদনা
হ'য়ে প্রতারিত ছায়াতে।
তুমি যাবে কোথা চলিয়া
কিন্তু সমুখের তটিনী
যুগ-যুগ কাল বহিবে
এমনি মোহন কায়াতে! (১)

—o—

পড়িবে যাহারা গুলিস্তাঁ কেতাব
তাদের সমীপে নিবেদন,—
এর লেখকের আর পাঠকের
পরে ক'রো দোয়া অনুক্ষণ



(১) বরি কে মি গোজারদ্ দিল্ মনেহ্ কে দেজ্লা বছে
পছ আজ্ খলিফা বে খাহদ্ গোজাশ্ত্ দর্ বাগ্দাদ্।
গরত্ যে দস্ত্ বর আয়াদ্ চু নখ্ল্ বাশ্ করিম্,
অরত্ জে দস্ত্ না আয়াদ্ চু ছর্ব্ বাশ্ আজাদ্।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের

অতুলনীয় গ্রন্থাবলী